ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 18 February 2022 ■ আগরতলা ১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২২ ইং ■ ৫ ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ভিলেজ কমিটির নির্বাচনের দাবিতে আট জেলা শাসককে ডেপুটেশন তিপরা মথার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ বিলোনীয়া/ আমবাসা/ উদয়পুর, ১৭ ফেব্রুয়ারী।। এডিসি এলাকায় ভিলেজ কমিটির নির্বাচন ঘোষণার দাবিতে বৃহস্পতিবার রাজ্যের প্রত্যেক জেলায় জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে তিপরা মথা। ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদানকে কেন্দ্র করে প্রতিটি জেলাতেই দলের পক্ষ থেকে ব্যাপক জামায়াত ও মিছিল সংঘটিত করা হয়েছে। মিছিল থেকে দাবি তোলা হয়েছে, অবিলম্বে এডিসির ভিলেজ কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। ভিলেজ কমিটিতে নির্বাচিত প্রতিনিধি না থাকায় এডিসি এলাকার উন্নয়ন মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে বলেও দাবি করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ভিলেজ কমিটির নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ইতিমধ্যেই জেলা পরিষদ এলাকায় সোচ্চার হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে জেলা পরিষদ এলাকা আর ক্ষমতায় থাকা তিপরা মথা ভিলেজ কমিটির নির্বাচনকে সামনে রেখে ব্যাপক প্রচার শুরু করেছে। গোমতী জেলার জামতলা থেকে মিছিল সংঘটিত করে তিপরা মথা দলের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা গোমতী জেলা শাসক অফিসের সামনে এসে সমবেত হন। সেখান থেকে এক প্রতিনিধি দল জেলাশাসকের অফিসে গিয়ে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেন তারা অবিলম্বে ভিলেজ কমিটির নির্বাচন ঘোষণার জন্য রাজ্য সরকার এবং নির্বাচন দপ্তর এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

ধলাই জেলার আমবাসাতেও ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের দাবিতে দলের পক্ষ থেকে মিছিল সংঘটিত করে জেলাশাসক অফিসে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। রাজ্যের অন্যান্য জেলা গুলি থেকেও ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদানের খবর মিলেছে। এদিকে তিপরা মথা দলের মিছিল ও ডেপুটেশনকে কেন্দ্র করে যাতে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হতে না পারে সে জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে প্রতিটি জেলায় অতিরিক্ত পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হয়। অবশ্য কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর মিলেনি।

রাজ্যে এডিসি গুলিতে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন অতি দ্রুত সম্পন্ন করার দাবিতে তিপ্রা মথার দলের উদ্যোগে বিলোনিয়াতে মিছিল ও ডেপুটেশন সংঘটিত হয়। বৃহস্পতিবার দুপুর বারোটা নাগাদ বিলোনিয়ার এগ্রিকালচার অফিস সংলগ্ন রাস্তা সামনে থেকে শুরু হয় মিছিল। এই মিছিলে তিপ্রা মথা দলের কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি ছিলেন এম ডি সি দেবজিৎ ত্রিপুরা, জোনাল জয়েন চেয়ারম্যান হরেন্দ্র রিয়াং, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুরে গোমতী জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দিতে আসে তিপ্রা মথার প্রচুর সমর্থক। ছবি নিজস্ব।

৪০তম আগরতলা বইমেলা শুরু ২৫ মার্চ থেকে, চলবে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারী।। ত্রিপুরায় আগামী ২৫ মার্চ থেকে শুরু হবে ১২ দিনব্যাপী ৪০তম আগরতলা বইমেলা। চলবে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত। হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত এবারের বইমেলার থিম বা মূল ভাবনা- 'আমার ত্রিপুরা আমার গর্ব'। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ২ নং হলে আয়োজিত ৪০তম আগরতলা বইমেলা ২০২২-এর পরিচালন কমিটির প্রথম সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ছুটির দিন ব্যাতীত বইমেলা চলবে দুপুর ২.৩০ মিনিট থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত। ছুটির দিনে বইমেলা চলবে দুপুর ২টা থেকে রাত ৯.৩০ মিনিট পর্যন্ত। এবারের বইমেলা উপলক্ষে ৩৫ বছরের নীচে নৃত্য, সংগীত, ভিশ্যুয়াল আর্ট, থিয়েটার শিল্পীদের জন্য ৪টি নতুন পুরস্কার চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এছাড়াও এবারের বইমেলায় অংশগ্রহণকারী পুস্তক বিক্রেতাদের স্টল রেন্ট, রেজিস্ট্রেশন ফি ইত্যাদি মকুব করা হয়েছে।

সভায় আলোচনা করতে গিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলা সাহিত্য চর্চার একটি সুগভীর ইতিহাস রয়েছে। সেইক্ষেত্রে আগরতলা বইমেলা আমাদের মনের মেলা। রাজ্যের সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিবেশকে টিকিয়ে রাখতে বইমেলার গুরুত্ব রয়েছে। এবারের বইমেলাতে সর্বাধিক অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভোটার তালিকা নিয়ে ত্রুটির অভিযোগ, নির্বাচন স্থগিত ত্রিপুরা বার এসোসিয়েশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারী।। ত্রিপুরা বার এসোসিয়েশনের নির্বাচন আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। পরবর্তী ঘোষণা পর্যন্ত নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়েছে। আজ ত্রিপুরা বার কাউন্সিলে বৈঠকের পর ওই সিদ্ধান্ত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ভোটার তালিকায় ত্রুটির অভিযোগ এনে কয়েকজন আইনজীবী ত্রিপুরা বার এসোসিয়েশনের নির্বাচন স্থগিত রাখার দাবি তুলেছিলেন। ওই দাবি ভিত্তিতে আজ বার এসোসিয়েশনের বিদায়ী কমিটির সভাপতি ও সম্পাদককে তলব করেছিল ত্রিপুরা বার কাউন্সিল। বিদায়ী কমিটি দাবি করেছিল, ভোটার তালিকায় কোন ত্রুটি নেই। তাই, তাঁদের দাবির সপক্ষে প্রয়োজনীয় নথী নিয়ে আজ বার কাউন্সিলের কাছে হাজির হতে বলা হয়েছিল।

সে মোতাবেক এদিন ত্রিপুরা বার কাউন্সিলের কার্যকরী কমিটির সদস্যরা সমস্ত নথি পরীক্ষা করেছেন। এদিনের বৈঠকে আইনজীবী সন্দীপ দত্ত চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের সিদ্ধান্তক্রমে পরবর্তী ঘোষণা পর্যন্ত বার এসোসিয়েশনের নির্বাচন স্থগিত রাখা হবে। আগামীকাল বার এসোসিয়েশনের নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার আনুষ্ঠানিকভাবে ওই ঘোষণা দেবেন।

ট্রেনে এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারী।। আমবাসা রেল স্টেশনে ধর্মনগর থেকে আগরতলাগামী ট্রেন থেকে অচৈতন্য অবস্থায় এক যাত্রীকে উদ্ধার করা হয়েছে। ওই ব্যক্তির নাম সঞ্জীব বড়াল। বাড়ি অসমে। ওই ব্যক্তিকে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিতকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

জানা গেছে, ধর্মনগর থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে ট্রেনে উঠে ছিলেন ওই ব্যক্তি। কিন্ত ট্রেনে ওই ব্যক্তি অচৈতন্য হয়ে পড়ে রয়েছেন দেখে অন্য যাত্রীরা পুলিশকে খবর দেন। খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে ট্রেন থেকে অর্ধমৃত অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুধীর মজুমদারের সহধর্মিনী প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারী।। প্রয়াত রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুধীর মজুমদারের সহধর্মিনী মিলন প্রভা মজুমদারের জীবনাবসান হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ৯.১০ মিনিটে জিবি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

৫ ফেব্রুয়ারি থেকে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ১৪ ফেব্রুয়ারি আই সি ইউ -তে পাঠানো হয়। ৬ ফেব্রুয়ারি জি বি হাসপাতালে অসুস্থ মিলন প্রভা মজুমদারকে দেখতে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মুখ্যমন্ত্রী চিকিৎসাধীন মিলন প্রভাব মজুমদারের যাবতীয় চিকিৎসা পরিষেবা সরকারি খরচে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলে। গত কিছুদিন ধরে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর শারীরিক অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। তাঁর প্রয়াণে মুখ্যমন্ত্রী শোক প্রকাশ করেছেন।

এদিকে, মৃত্যুর খবর পেয়ে জিবি হাসপাতালে ছুটে যায় উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। তিনি প্রয়াত মিলন প্রভা মজুমদারের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। তিনি জানান ১৯৯৯ সালে মিলন প্রভা মজুমদারের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহিলার শরীরে চুলকানির স্প্রে ছিটিয়ে ৩৭ হাজার টাকা ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারী।। বৃহস্পতিবার বিশ্রামগঞ্জে প্রকাশ্য দিবালোকে এক মহিলার শরীরে চুলকানির স্প্রে ছিটিয়ে নগদ ৩৭ হাজার টাকা ছিনতাই করে নিয়ে গেছে ছিনতাইবাজরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মহিলার নাম অনিতা দেববর্মা।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার তিনি বিশ্রামগঞ্জ ব্যাংক থেকে ৪০ হাজার টাকা তোলেন। সেই টাকা থেকে ৩ হাজার টাকার টিন ক্রয় করেন। বাড়িতে যাওয়ার পথে একটি অটো রিস্কায় চরে টিন গুলো নিয়ে যাচ্ছিলেন। বিশ্রামগঞ্জ বাজার এ অটো দাঁড় করিয়ে অটোচালকের কাছে ৫০০ টাকার একটি নোট দিয়ে মাংস ক্রয় করে এনে দেওয়ার জন্য বলেন তিনি। যথারীতি অটোচালক মাংস ক্রয় করতে চলে যান। এর পরেই ঘটে ছিনতাইয়ের ঘটনা। এক ব্যক্তি ওই মহিলার শরীরে চুলকানির স্প্রে প্রয়োগ করে ৩৭ হাজার টাকা ছিনতাই করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। মহিলার চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে আসার আগেই ছিনতাইকারীরা সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। এ ব্যাপারে বিশ্রামগঞ্জ থানা সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে তবে এখনো পর্যন্ত ছিনতাইকারীদের টিকির নাগাল পায়নি পুলিশ।

বেআইনি মজুত কাঠ উদ্ধার চড়িলামে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারী।। বিশালগড়ের চড়িলাম বন দফতরের কর্মীরা ১ নং চন্দ্র নগরে সঞ্জিব দেবনাথের বাড়ি এবং রাবার বাগানে হানা দিয়ে প্রচুর পরিমাণ কাঠ উদ্ধার করেছেন।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চড়িলাম বনদপ্তর এর কর্মীরা প্রথমে সঞ্জিব দেবনাথের বাড়িতে হানা দেয়। বাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণ কাছের লক উদ্ধার করা হয়। সেখান থেকে বন দফতরের কর্মীরা যান সঞ্জিব দেবনাথের রাবার বাগানে। রাবার বাগানের ভিতরেও প্রচুর পরিমাণ গাছের লক মজুত রাখা হয়েছিল। সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে গাছের লক গুলো উদ্ধার করে নিয়ে গেছে বন দফতরের কর্মীরা। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাতলামারার জঙ্গলে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারী।। সিমনার কাতলামারার দলদলির জঙ্গল থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম অজিত সরকার। মৃতের স্ত্রী অনিমা সরকার অভিযোগ করেছেন, তাঁর স্বামীকে খুন করে জঙ্গলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। অজিত সরকার একজন জুয়াড়ি ছিল। জুয়া খেলাকে কেন্দ্র করে বিবাদের জেরে হয়তো তাকে হত্যা করে মৃতদেহটি জঙ্গলে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে তাঁর স্ত্রী অভিযোগ করেছেন।

মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। জঙ্গল থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এটি হত্যাকাণ্ড কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার জনমনে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে আসল রহস্য উদঘাটনের জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, সীমনা এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই রমরমা জুয়ার আসর বসে। পুলিশ প্রশাসন বিষয়টি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে কঠোর কোনো আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না বলে স্থানীয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

টেট উত্তীর্ণদের দ্রুত নিয়োগ করতে অর্থ দপ্তরকে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারী।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকদের যোগ্যতা পরীক্ষা (টেট) উত্তীর্ণ যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগের প্রক্রিয়া দ্রুত করার জন্য অর্থ দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন।সরকারি সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষক নিয়োগের জন্য ইতিমধ্যেই অর্থ দপ্তর থেকে পদ সৃষ্টির ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথও অর্থ দপ্তরের সাথে আলোচনা করেছেন যা পরে মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরা হয়েছিল। এর ভিত্তিতেই পরে প্রক্রিয়াটি দ্রুত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এর আগে গত বছরের ২৬ সেপ্টেম্বর, মোট ১২,২২৯ জন প্রার্থী টেট-১ (১ম থেকে ৫ম শ্রেণী) এর জন্য আবেদন করেছিলেন। যার মধ্যে মোট ১১, ২২১ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ১০৬১ জন পাস নম্বর পেয়েছিলেন।

একইভাবে, টেট-২ (৬ষ্ঠথেকে ৮ম শ্রেণী) তে ১৫,৫৪৩ জন প্রার্থী আবেদন করেছিলেন। তাদের মধ্যে ১৪,৪৩৯ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরিবেশ বান্ধব পরিবহণ ব্যবস্থায় গুরুত্বারোপ কর্ণাটক থেকে ১৫০টি ই-রিক্সা আসছে রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারী।। পরিবেশ বান্ধব পরিবহণ ব্যবস্থার প্রচারের লক্ষ্যে ত্রিপুরায় গ্রামীণ এবং নগর এলাকায় পরিবহণ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক যুগের সূচনা হতে চলেছে। ত্রিপুরা সরকার কর্ণাটক থেকে ১৫০টি ইলেকট্রিক রিক্সা ক্রয় করছে। কম খরচে এবং জ্বালানি সাশ্রয়ে ওই বাহন দারুন উপযোগী হবে। ইতিমধ্যে কর্ণাটক থেকে ওই ই-রিক্সাগুলি ট্রেনে জিরানিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে।

কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম রাষ্ট্র মন্ত্রী রমেশ্বর তেলি এক টুইট বার্তায় জানান, ১৫০টি ই-রিক্সা কর্ণাটক থেকে ত্রিপুরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে। তিনি লেখেন, অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি, দক্ষিণ পশ্চিম রেলওয়ে কর্ণাটকের বিবাদী থেকে ১৫০টি ইলেকট্রিক রিক্সার প্রথম চালান প্রস্তুত হয়ে গেছে।

ওই চালান ত্রিপুরার জিরানিয়া রেল স্টেশনে নামবে।

ত্রিপুরার পরিবহণ দফতরের মতে, ওই ই-রিক্সাগুলি বিরাট সংখ্যায় বর্তমান রিক্সার স্থান নিতে পারবে। তাতে, যাত্রীরা উপকৃত হবেন। দফতরের জনৈক আধিকারিকের কথায়, ওই রিক্সাগুলি প্রবেশ বান্ধব, খরচের দিক দিয়ে সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ দূষণ রোধে দারুন উপযোগী। শুধু তাই নয়, ওই বাহনে শব্দ দূষণেরও সম্ভাবনা নেই। ফলে, গ্রামীন এবং নগর এলাকায় পরিবহণ ক্ষেত্রে দারুন কার্যকর হবে, বলেন তিনি।

করোনার প্রভাব ঃ ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ মার্চ পর্যন্ত স্কুলের ষান্মাসিক পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারী।। একটিও ছাত্র যাতে পিছিয়ে না থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষা দফতর যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি তাদের জন্য ষান্মাসিক পরীক্ষা পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পরীক্ষাটি ২০২১-২০২২-এর শিক্ষাবর্ষে ৩য় থেকে ৮ তম শ্রেণির ছাত্রদের জন্য। যে পরীক্ষাটি ৮ থেকে ১৫ জানুয়ারী পর্যন্ত সমস্ত রাজ্য এবং এডিসি পরিচালিত এবং সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসা এবং স্পোকেম মাদ্রাসায়, সিবিএসই অনুমোদিত স্কুলে পরিচালিত হয়েছিল।

কোভিড এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত অনিবার্য পরিস্থিতির কারণে দেখা যাচ্ছে যে বেশ কিছু শিক্ষার্থী উক্ত পরীক্ষায় উপস্থিত হতে পারেনি। প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালক চাঁদনী চন্দ্রন জারি করা একটি মেমোরেন্ডামে এই সংবাদ জানা গিয়েছে। এই সময়ের মধ্যে পরীক্ষা দিতে অক্ষম শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে, তাদের জন্য আরও একটি সেট প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে ষান্মাসিক পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ মার্চের মধ্যে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে সংশ্লিষ্ট স্কুলে শিক্ষার্থীরা যেখানে ভর্তি হয়েছে। পরীক্ষা হবে পাঁচটি বিষয়ে। ২৮ ফেব্রুয়ারি গণিত বিষয়ে প্রথম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রথমার্ধে সকাল সাড়ে ৯টা থেকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত স্কুলছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৭ ফেব্রুয়ারী।। বাইখোড়া বাজার সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কে যান দুর্ঘটনায় গুরতর আহত এক স্কুল পড়ুয়া ছাত্র। ঘটনার বিবরনে জানাযায় বৃহস্পতিবার বাইখোড়া দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয়ের ক্লাস ১১ পাঠরত ছাত্র রূপক বড়ুয়া বিদ্যালয় ছুটিরপর টি আর ০৮ সি ৯৪৯৫ নাম্বারের বাইকে করে বিদ্যালয়থেকে লাউগাং নিজ বাড়ীর উদ্দ্যেশ্যে যাচ্ছিলো। এরইমধ্যে বাইখোড়া বাজার পেরহয়ে কিছুদুর যাবার সঙ্গে সঙ্গে রূপক বড়ুয়া বাইকটি একটি গাড়ীর পিছনেদিয়ে ধাক্কাদেয় বলেজানাযায়। সঙ্গে সঙ্গে রূপক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ১৩২ ▫ ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ইং ▫ ৫ ফাল্গুণ ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

প্রকৃতির উপর অনাচার

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতির কবলে পরিয়া মানুষ অর্থনৈতিক দিক দিয়া মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখিন হইয়াছে। করোনার ভয়াবহতা কিছুটা কমিবার পর মানুষ পুনরায় ঘুরে দাঁড়াইবার চেষ্টা শুরু করিয়াছে। সেক্ষেত্রেও নানা বাধা-বিপত্তি দেখা দিতেছে। তদুপরি প্রচেষ্টার কোন অন্ত নাই।করোনার তৃতীয় ঢেউ সামাল দিতে জেরবার গোটা দেশ। ইতিমধ্যে ভ্যাকসিনের একটি বা দু'টি ডোজ নিয়াছেন বেশিরভাগ নাগরিক। তাই তাঁহারা নিজেদের শারীরিকভাবে অনেকটা নিরাপদ মনে করিতেছেন। তাহা সত্ত্বেও মহামারীর কারণে দুশ্চিন্তার শিকার বেশিরভাগ মানুষ। তাহারা শান্তিতে নাই। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা থেকে এমনই তথ্য উঠিয়া আসিয়াছে। এর কারণ, সাধারণ মানুষের একটা বড় অংশই মনে করিতেছে, আগামী তিন মাসে সার্বিক পরিস্থিতি আরও খারাপ হইতে পারে। করোনা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে বলিয়া তাহারা মনে করিতেছে না। তবে এর জেরে কর্মক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা, পারিশ্রমিক কমিয়া যাওয়া সহ নানা কারণে আর্থিক সংস্থান নিয়া চিন্তা বাড়িবে। করোনাকালে নাগরিকদের ওপর একটি সমীক্ষা চালায় এসবিআই লাইফ। মোট পাঁচ হাজার মানুষকে নিয়া সমীক্ষা করিয়া তথ্য সংগ্রহ করিয়াছে এই জীবনবিমা সংস্থা। তাহাদের রিপোর্ট থেকে দেখা যাইতেছে , পরিস্থিতি আগামী দিনে আরও খারাপ হইবে বলিয়া মনে করিতেছেন ৩৮ শতাংশ মানুষ। তবে করোনা সংক্রমণ বাড়িয়া গিয়া এমন পরিস্থিতি হইবে বলিয়া তারা মনে করিতেছে না। চাকরির অনিশ্চয়তা এবং রোজগার কমিয়া যাওয়াই মূল কারণ বলিয়া মনে করিতেছে তাহারা। ৫৯ শতাংশ মানুষ মনে করিতেছেন, কাজের জায়গায় কোনও সমস্যা হইতে পারে। প্রায় সম পরিমাণ মানুষ মনে করিতেছেন, আগামী দিনে চিকিৎসা সংক্রান্ত খরচ অনেকটাই বাড়িয়া যাইতে পারে। সেই বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখা মুশকিল। করোনা পরিস্থিতিতে পরিবারের সদস্যদের শরীরস্বাস্থ্য নিয়া চিন্তায় রহিয়াছেন প্রায় ৫৮ শতাংশ মানুষ।

আর্থিক সমস্যা নিয়া এই উদ্বেগ যে একেবারেই অমূলক নয়, তাহাও স্পষ্ট হইয়াছে সমীক্ষা থেকে। জানা গিয়াছে, সমীক্ষায় অংশ নেওয়া ৭৯ শতাংশ মানুষই বলিয়াছেন, গত দু'বছরে করোনা পরিস্থিতির কারণে তাঁহাদের রোজগার কমিয়াছে অনেকটাই। করোনা আসার আগে কেউ কেউ যাহা রোজগার করিতেন, এই দু'বছরে তাহার তিনভাগের একভাগও আয় করিতে পারেননি। তবে সমীক্ষা রিপোর্ট থেকে কিছু ইতিবাচক দিকও উঠিয়া আসিয়াছে। আর্থিক পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার আশঙ্কা থেকেই নাগরিকদের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবণতা বাড়িয়াছে। এখন প্রতি চার জনের মধ্যে তিন জনই সঞ্চয়ের ব্যাপারে গুরুত্ব সহকারে চিন্তাভাবনা করিতেছেন বলিয়া দাবি করা হইয়াছে। করোনা-পর্ব শুরু হইয়াছিল ২০২০ সালের মার্চ থেকে। গত বছর অর্থাৎ ২০২১ সালের শুরু থেকেই সঞ্চয় বাড়ানোর প্রবণতা ধরা পড়িয়াছে সমীক্ষায়। কিন্তু করোনা পর্বে এই পরিস্থিতি খানিকটা হইলেও বদলাইয়াছে বলিয়া দাবি করা হইয়াছে ওই সমীক্ষায়। একথা অনস্বীকার্য যে, করোনার ভয়াবহতা কাটাইয়া মানুষকে আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইতে হইবে। পৃথিবীতে সৃষ্টি যেমন আছে, তেমনি প্রলয়ও থাকিবে এটা চিরন্তন সত্য। সৃষ্টি এবং প্রলয়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছি আমরা। প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া বাঁচিবার কোন উপায় নাই। একমাত্র প্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্য বজায় রাখিতে পারিলেই পৃথিবীতে বসবাস অযোগ্য হইয়া ওঠা সম্ভব হইবে। সৃষ্টির সবচেয়ে উন্নত প্রাণী মানুষ। মানুষ ইচ্ছা করলেই প্রকৃতিকে খুশি রাখিতে সক্ষম। প্রকৃতির উপর অনাচার অত্যাচার বন্ধ করিবার মধ্য দিয়াই মানবসভ্যতাকে যুগ যুগ ধরিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে।

কৃষক, যুবসমাজ ও ব্যবসায়ীরাই দেশকে মজবুত করবে, মইনপুরীতে বললেন মুলায়ম

মইনপুরী, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কৃষক, যুবসমাজ ও ব্যবসায়ীরাই দেশকে মজবুত করবে। উত্তর প্রদেশের মইনপুরীর জনসভা থেকে বললেন সমাজবাদী পার্টির প্রণেতা ও সাংসদ মুলায়ম সিং যাদব। উত্তর প্রদেশে তৃতীয় দফায় ভোটগ্রহণের প্রাক্কালে বৃহস্পতিবার মইনপুরীতে জনসভা করেন মুলায়ম।

তিনি বলেছেন, কৃষক, যুবসমাজ ও ব্যবসায়ীরাই ভারতকে মজবুত করবেন। এই জনসভায় বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতি, আমি আপনাদের আশ্বস্ত করছি আমরা উন্নয়নের জন্য কাজ করব।' উল্লেখ্য, আগামী রবিবার উত্তর প্রদেশে তৃতীয় দফায় ভোট।

জম্মু-কাশ্মীরের ডোডায় মৃদু ভূমিকম্প, কাঁপল কার্গিল ও গুলমার্গ

শ্রীনগর, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জম্মু-কাশ্মীর। বৃহস্পতিবার ভোররাত ৩.০২ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্প অনুভূত হয় জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডায়, কেঁপে উঠেছে কার্গিল থেকে গুলমার্গ। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.৫। কোথাও ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোররাত ৩.০২ মিনিট নাগাদ ৩.৫ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় জম্মু-কাশ্মীরের ডোডায়। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ৩৩.০৮ অক্ষাংশ এবং ৭৫.৮৩ দ্রাঘিমাংশ, ভূপৃষ্ঠের মাত্র ৫ কিলোমিটার গভীরে। লাদাখের কার্গিল থেকে ১৬৬ কিলোমিটার দক্ষিণে, গুলমার্গ থেকে ১৭২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে ও হিমাচল প্রদেশের মানালি থেকে ১৫৭ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে ছিল ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র।

ঠান্ডা আমেজ এখনও রয়েছে, সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বাড়ছে মহানগরীতে

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে ঠান্ডার আমেজ থাকলেও সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ক্রমশই বাড়ছে। ফলে পাকাপাকি ভাবে শীত বিদায়ের পথে বলে জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। এদিকে, ফাল্গুন মাসের শুরুতেই ফের কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির ভ্রুকুটি। যদিও তার আগে রাজ্যে শীতের আমেজ বজায় থাকবে। বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি নীচে। গত তিন দিন ধরে একটু একটু করে বাড়ছে তাপমাত্রা। আপাতত পরিষ্কার থাকবে আকাশ। রবিবার থেকে রাজ্যে ফের আবহাওয়ার পরিবর্তনের সম্ভাবনা। সোমবার কলকাতা-সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও দুই মেদিনীপুরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ও পুবালি হাওয়ার সংঘাতেই রাজ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা।

গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪৬৭ জন

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): ফের সামান্য বাড়ল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। ৪০০ পার আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪৬৭ জন। বৃহস্পতিবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে। স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪৬৭ জন। যার জেরে আক্রান্তর সংখ্যা বেড়ে ২০,১২,৪৭৫। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু ১৫ জনের। যার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১,০৯৪। করোনাকে হারিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ১,৩৬৭। যার ফলে মোট সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে ১৯,৮২,৬০৫। বর্তমানে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৮.৫২ শতাংশ। একদিনে মোট করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৩৬,৬৭৬। যার ফলে মোট করোনা পরীক্ষার সংখ্যা বেড়ে ২,৩৮,৯২,৯৫৮।

সাদা-কালো থেকে হাইডেফিনেশন টিভি দুনিয়ার বিবর্তন

অসীম সুর চৌধুরী

১৯২৫ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জন লোগি বেয়ার্ড যখন টেলিভিশন আবিষ্কার করেছিলেন, তখন সেটা ছিল নেহাতই অস্পষ্ট, ঝিরঝিরে সাদা-কালো ছবির টিভি। এর আঠাশ বছর পরে ১৯৫৩ সালে আমেরিকার RCA ল্যাবরেটরির হাত ধরে পৃথিবীতে রঙিন টেলিভিশনের জয়যাত্রা শুরু হয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য অগ্রগণ্য কয়েকটা দেশও রঙিন টিভি বানিয়ে ফেলল। কিন্তু গোল বাধলো অন্য জায়গায়। ওই দেশগুলো ভিন্ন ভিন প্রযুক্তির রঙিন টিভি আবিষ্কার করে দাবি জানাতে লাগল যে, তাদের তৈরি প্রযুক্তিটাই সারা পৃথিবীতে চালু করা হোক। এই নিয়ে সম্মেলনগুলোত বেশ নরম-গরম বক্তৃতাও চলল। শেষমেশ সারা বিশ্বে রঙিন টিভি সম্প্রচারের মোট তিনটে ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দেওয়া হল। এরা হল PAL SECAM ও NISC ব্যবস্থা।

"ফেজ অল্টারনেট লাইন", সংক্ষেপে PAL পদ্ধতির আবিষ্কার হয়েছে পশ্চিম জার্মানিতে। বেশির ভাগ ইউরোপীয় দেশই এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এছাড়া ভারত, চিন, ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়া সহ বিশ্বের অনেক দেশই এই পদ্ধতির অনুসারক। আর একটা ইউরোপীয় পদ্ধতি হচ্ছে "সিক্যুয়েনসিয়াল কালার এন্ড মেমোরী" সংক্ষেপে SECAM , সেটার উদ্ভাবক ফরাসীরা। রাশিয়া সহ পূর্বতন সোভিয়েট দেশগুলো, হাঙ্গেরী, গ্রীস, ঈজিপ্ট ইত্যাদি দেশগুলো এই ব্যবস্থার সমর্থক। আর ন্যাশনাল টেলিভিশন সিস্টেম কমিটি' সংক্ষেপে NISC ব্যবস্থা, যেটা অন্য দুটোর তুলনায় প্রাচীন, পৃথিবীতে প্রথম এনেছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, কানাডা, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশ এই ব্যবস্থার দল ভারী করেছে।

এই তিন ব্যবস্থার মধ্যে প্রাথমিক ভাবে অনেক পার্থক্য রয়েছে। তবে অন্যতম মুখ্য পার্থক্য হচ্ছে, এদের ছবির অনুভূমিক লাইনের সংখ্যাতে। টিভিতে আমরা যে ছবি দেখি, সেগুলো কিন্তু নিরবিচ্ছন্ন নয়, বরং অনুভূমিক কতগুলো রেখা দিয়ে তৈরি। PAL ও SECAM বব্যস্থার ক্ষেত্রে এই রেখাগুলোর সংখ্যা ৬২৫, যেখানে NISC এর ক্ষেত্রে এই লাইগুলো ৫২৫ এর বেশি হয় না। এইভাবে তিনটে পৃথক প্রযুক্তির রঙিন টিভি সম্প্রচার ব্যবস্থা সমান্তরাল ভাবে সারাবিশ্বে চলতে লাগল। নতুন নতুন আধুনিক প্রযুক্তি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে রঙিন টিভি সম্প্রচারেরও উন্নতি হতে লাগল। কিন্তু প্রচুর উন্নতি সত্বেও একটা বিষয়ে সীমাবদ্ধতা থেকেই গেল, তা হল টিভির ছবির গুণমান সর্বোচ্চ পর্যায়ে না পৌঁছানো। একটা ৩৫ মিমি ফিল্মের ছবি পর্দায় ফেললে যে গুণমানের চিত্র পাওয়া যায়, প্রচলিত টিভি ব্যবস্থার ছবি (তখনকার অ্যানালক টিভি ব্যবস্থা) তার ধারে কাছে আসে না। কিভাবে টিবির ছবির গুণমানের উন্নতি করা যায়, তাই নিয়ে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা গবেষণা চালাতে লাগলেন।

প্রায় সব উন্নতদেশের নামী-দামী যোগাযোগ বিজ্ঞানীরা কোমের বেঁধে নেমে গেলেন কি করে সিনেমার মতো ঝকঝকে ছবি টিভিতে দেখা যায় তার হদিশ জানতে। তবে প্রথম হাসিটা হাসল কিন্তু জাপানীরা। ৯৭২ সালে জাপানীজ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন, যারা "নিপুন হোসা কিওকাই" (NHK) নামে প্রবর্তন করল। এই নব উদ্ভাবিত টেলিভিশন পরিচিত হল "হাই ডেফিনেশন টিভি" বা HDTV নামে। জাপানের এই HDTV সম্প্রচার পদ্ধতিরপ নাম দেওয়া হল "হাই-ভিশন"। এর উজ্জ্বল ও ঝকঝকে ছবি বলে দিল যে, এটাই একমাত্র চলচ্চিত্রকে টেক্কা দিতে পারবে। তখনকার প্রচলিত টিভির ছবি এর কাছে ভীষণ ম্যাড় মেড়ে মনে হল। এই HDTV তে অনেক নতুনত্বই আছে, তার মধ্যে বলবার মতো হল,

চওড়া পর্দা ঃ আগেকার প্রচলিত টিভির পর্দার চওড়া ও উচ্চতর অনুপাত সবসময় ৪:৩ হয়ে থাকে। অর্থাৎ পর্দাটা চওড়ায় ৪ গুন হলে উচ্চতায় ৩ গুন হতেই হবে। এই অনুপাতকে বলা হয় অ্যাসপক্ট রেশিও। জাপানী না) HDTV এর ক্ষেত্রে এই অনুপাত বাড়িয়ে করা হয়েছিল ৫:৩ পেরে আবার পরিবর্তন হয়ে এটা হয়েছে ১৬:৯)। ফলে তখনকার ২০ ইঞ্চি টিভির পর্দা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল প্রায় ৩৬ ইঞ্চিতে তবে এরফলে ছবির গুনমানের কোনও ঘাটতি হয়নি।

ঝকঝকে ছবি: তখনকার টিভিতে যে ছবিপাওয়া যেতে সেই তুলনায় HDTV এর ছবি অনেকগুন বেশি ঝকঝকে তকতকে। অনেক কারণ আছে এক পেছনে। অন্যতম মুখ্য কারণ হল, HDTV-র ছবির লাইনের সংখ্যা বাড়িয়ে প্রায় দ্বিগুন করা। জাপানী "হাই- ভিশন" পদ্ধতিতে এরকম মোট ১১২৫টা রেখা রাখা হয়। এর ফলে ছবির গুণমান অনেকটাই বেড়েছিল।

ছবির রংয়ের উন্নতি: রঙিন ছবির ক্ষেত্রে রং যদি একটু এদিক ওদিক হয়ে যায় তবে ছবি দেখার পুরো মজাটাই মাটি। তখনকার সাধারণ

টিভিতে এটা হামেশাই ঘটতো। কিন্তু HDTV তে কতগুলো বিশেষ পদ্ধতিতে রংয়ের ব্যবহার করা হয় বলে এর ছবি হয়ে ওঠে একেবারে আসলের মতো।

শব্দের গুণমান বৃদ্ধি: তখনকার প্রচলিত টিভি ব্যবস্থায় শব্দকে প্রায় দুয়োরানি করে রাখা হয়েছিল। এর ছবির অনেক উন্নতি ঘটলেও শব্দ ব্যবস্থার তেমন অগ্রগতি ঘটেনি। HDTV তে কিন্তু শব্দকে ছবির সমানই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জাপানী HDTV ব্যবস্থায় কম্প্যাক্ট ডিস্ক (CD) এর সমান গুণমানের শব্দ শোনা যাচ্ছিল (এখন DVD) গুণমানের ডলবী ডিজিটাল শব্দ)। পৃথিবীর বিখ্যাত কোম্পান "সোনি", ব্যবসায়িকভাবে এই জাপানী "হাই-ভিশন" HDTV বানিয়েও ফেলল। ১৯৮১ সালে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগন এটা দেখে দারুন উৎসাহিত হয়ে এই জাপানী HDTV পদ্ধতিকেই চালু করার নির্দেশ দেন। কিন্তু বেশ অসুবিধার কারণে ওই পদ্ধতি শুরু করা হয়নি। এদিকে অন্যান্য জায়গায়ও গোল বাধল, বিশেষ করে ইউরোপে। তখনকার ইউরোপীয় টিভি ব্যবস্থার সঙ্গে এই নতুন না HDTV র কোন মিল নেই। ফলে এই নতুন ব্যবস্থা চালু হলে, সবার ঘরের টিভিগুলোকে জঞ্জাল ফেলার গুদামে রেখে আসতে হবে। ব্যাপারটা কিন্তু সহজ নয়, কারণ এর সাথে অর্থনৈতিক প্রশ্ন জড়িত। তাছাড়া সারা পৃথিবীতে এই ব্য চাহ করতে গেলে কিছু রেডিও", সংক্ষেপে হচ্ছে সারা পৃথিবীতে রেডিও টিভির সর্বময় সংস্থা। বিশ্বের অধিকাংশ দেশই এর সদস্য। সম্প্রচারের জন্য কোন দেশ কতটা কম্পান ব্যবহার করতে পারবে, রেডিও ও টিভির জন্য কতটা করে কম্পাঙ্ক সংরক্ষিত রাখা হবে ইত্যাদি নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে CCIR এর সিদ্ধান্তই সবাই অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে। তাই রডিও ও টিভি সম্পকীয় নতুন কোন আবিষ্কার পৃথিবীতে চালু করতে গেলে, আগে এদের দরবারে পাশ করিয়ে নিতে হয়। এই কারণে এই ১৯৮৬ সালে CCIR সম্মেলনে, জাপানের তরফ থেকে তাদের আবিষ্কৃত হইভিশন CCIR প্রযুক্তিটা সারা পৃথিবীতে চালু করার আবেদন জানান হয়।

আমেরিকা, কানাডা, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশেরা জাপানকে সমর্থন করল, কিন্তু বাগড়া দিল ইউরোপের দেশগুলো। জাপানী ব্যবস্থা মেনে না নেওয়ার পেছনে তাদের প্রধান দুটো যুক্তি ছিল, (১) জাপানী HDTV কে ইউরোপে ব্যবহার করতে গেলে প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে খুব অসুবিধায় পড়তে হবে। কারণ জাপানে ৬০ করা হয়, যেখানে ইউরোপীয় দেশগুলোতে এই কম্পান ৫০ হার্জের মধ্যেই রাখা হয়।

(২) ইউরোপ ও জাপানে প্রচলিত টিভি ব্যবস্থার ভেতর প্রযুক্তিগত ভাবে অনেক পার্থকাত্ত রয়েছে। তাই তখনকার প্রচলিত ইউরোপীয় টিভিতে ওই HDTV এর অনুষ্ঠান কিছুই দেখা যাবে না। ফলে সেই সময় চালু থাকা কোটি কোটি টিভি সেট বাতিল করে দিতে হবে। অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাপারটা পুরোপুরি অবাস্তব। এইভাবে প্রচুর বাক -বিতণ্ডার মধ্যে কোনও সিদ্ধান্ত ছাড়াই CCIR এর সভা শেষ হল। কিন্তু শুধু জাপানীদের বিরোধিতা করলেই তো হবে না, নিজেদেরও উপযুক্ত HDTV তৈরি করে দেখাতে হবে। এই ভাবনায় উৎসাহিত হয়ে ইউরোপীয় দেশগুলোর সংগঠন ইউরোপীয়ান ইকোনমিক কম্যুউনিটি একটা প্রকল্প রচনা করলেন। এই প্রকল্পটা ইউরেকা ৯৫' প্রসিদ্ধ। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই ফল মিলল। তৈরি হল বিকল্প HDTV ব্যবস্থাটি MAC সিস্টেম মানে পরিচিত। কয়েকটি বিখ্যাত ইউরোপীয় টিভি কোম্পানি যেমন ফিলিপস, বস, এরা এই নতুন MAC পদ্ধতিতে HDTV বানাতে লাগল। জাপানী পদ্ধতির সাথে এর অনেক বিষয়েই পার্থক্য রয়েছে। সবচেয়ে বড় অমিল হল এদের ছবির অনুভূমিক লাইনের সংখ্যাতে। MACএর ক্ষেত্রে এই

সংখ্যাটা ১২৫০ যেখানে জাপানীদের মাত্র ১১২৫ টা। তাছাড়া ইউরোপীয় HDTV এর কাজ কারবার দিব্যি ৫০ হার্জ কম্পানতে সম্পন্ন হয়ে যায়। MAC পদ্ধতির আর একটা বড় গুণ হল, শুধুমাত্র একটা কনভার্টার লাগিয়েই তখনকার সাধারণ টিভিগুলোতে ওদের অনুষ্ঠান দেখা যাচ্ছিল। তাই বানিজ্যিক ভাবে HDTV চালু হলে তখনকার সাধারণ রঙিন টিভিগুলো বাতিল করার কোনও দরকার হল না। এই HDTV MAC পদ্ধতিতে ১৯৯২ সালের বার্সিলোনা অলিম্পিকের টিভি সম্প্রচার হয়েছিল। অবশ্য এর আট বছর আগেই, ১৯৮৪ সালে লস গ্যানজেলস অলিম্পিকের ছবি টেপ করা হয় জাপানী হাইভিশন HDTV পদ্ধতিতে। ইউরোপীয় দেশগুলোর এই সাফল্যে আমেরিকাও উজ্জীবিত হয়ে উঠল, তবে একটু দেরীতে। মার্কিনীরা ঠিক করল। জপানী পদ্ধতির পদাঙ্ক অনুসরণ না করে তারাও বিকল্প HDTV পদ্ধতির সূচনা করবে। সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু হল এবং ফল মিললো হাতে নাতে। আবিষ্কার হয় র অ্যাডভান্স টেলিভিশন সিস্টেম কমিটি HDTV যা সংক্ষেপে ATSC-HDTV নামে পরিচিত। এর ছবির অনুভূমিক লাইনের সংখ্যা কমিয়ে করা হয়েছে ১০৮০, এটা জনগণের উদ্দেশ্যে প্রথম সম্প্রচার করা হয় ১৯৯৮ সালের অক্টোবর মাসে। ১৯৯০ দশকে এই তিন বৈশিষ্ট্যের HDTV সারা পৃথিবী জুড়ে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। কিন্তু এদের প্রযুক্তিগুলো ছিল অ্যানালগ বা প্রাকডিজিটাল। এই প্রযুক্তি ছবি বা শব্দের মানকে সর্বোচ্চ পর্যা-নিয়ে যেতে পারল না। অ্যানালগ পদ্ধতির এই সীমাবদ্ধতা বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের ভাবিয়ে তুলল। প্রধান সীমাবদ্ধতা হচ্ছে এর ছবি ও শব্দে নয়েজ বা অবাঞ্চিত সিগন্যালের উপস্থিতি, যা এর গুনমানকে নীচে নামিয়ে দিচ্ছে। অ্যানালগ নাটা HDTV আর একটা সমস্যাও মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে দাড়াচ্ছিল, সেটা হচ্ছে ব্যন্ড উইধ'। HDTV র এক একটা চ্যানেলের ব্যান্ড উইধ এর মান বেশি। কোনও টিভি বা রেডিও চ্যানেল সম্প্রচারিত হতে যতটা জায়গা লাগে তাকেই ব্যান্ড উইধ" বলা হয়। চিরাচরিত রঙিন টিভির ব্যান্ড উইধ এর মান ৬ থেকে ৮ মেগাহার্জ। কিন্তু HDTV তে লাগে ৯মেগাহার্জ বা তার বেশি। এতে, বেশি সংখ্যক চ্যানেলকে HDTV র মধ্যে জায়গা দেওয়া সমস্যা হয়ে দাড়াচ্ছিল।

ইউরোপীয় দেশগুলো, আমেরিকা ও জাপান, সবাই ১৯৯০ দশক থেকেই পুরোপুরি ডিজিটাল HDTV প্রযুক্তির খোঁজ চালাচ্ছিল। কয়েক বছরের মধ্যেই সবাই ভিন্ন ভিন্ন প্রযুক্তির ডিজিটাল HDTV বানিয়েও ফেলল। ইউরোপীয় দেশগুলো যে বৈশিষ্ট্যের না) তৈরী করল, তার নাম "ডিজিটাল ভিডিও ব্রডকাস্টিং বা DVB। ভারত সহ আরো অনেক আইইউরোপীয় দেশও একে অনুসরণ করল। আমেরিকা বানালো ৪১০ পদ্ধতির HDTV। কানাডা সহ আরো কিছু দেশ একে মান্যতা দিল। এদিকে জাপান, যারা আমেরিকার সাথে একই পদ্ধতিতে চলছিল, ডিজিটাল ATSC বানাতে গিয়ে অন্য রাস্তা নিল। ওরা আমেরিকা থেকে আলাদা হয়ে এক অন্য প্রযুক্তি HDTV বানালো যার নাম ইন্টিগ্রেটেডত্তসার্ভিস ডিজিটাল ব্রডকাস্টিং, জাপানের সঙ্গী হল। চিন আবার একা এক অন্য পদ্ধতির HDTV বানালো যার নাম DTMB (ডিজিটাল টেরিসট্রিয়াল মালটিমিডিয়া ব্রডকাস্ট)। ক্যাম্বোডিয়া, কিউবা, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশ এই দলে নাম লেখালো। সারা পৃথিবীতে এতগুলো প্রযুক্তির ডিজিটাল HDTV চললেও একটা ব্যাপারে সবাই এক মত হল। "ফুল HDTV-র স্ট্যান্ডার্ড" অর্থাৎ পুরোপুরি HDTV-র বৈশিষ্ট্য বলতে যা বোঝায় তা হল, এর পর্দার "রেজিউলেসন" সব সময় ১৯২০/ X ১০৮০ পিক্সেল বা তার বেশী। এর অর্থ হল, HDTV র পর্দার মোট অনুভূমিক লাইনের সংখ্যা ১০৮০ এবং প্রতিটা লাইনে ১৯২০ টা করে পিক্সেল রয়েছে। তাই রেজিউলেসন হবে ১৯২০ X ১০৮০ ২,০৭৩,৬০০ পিক্সেল। কিন্তু এই পিক্সেল জিনিসটা কি? আর রেজিউলেসনের সাথেই বা এক সম্পর্ক কি?

ডিজিটাল ছবি বানাবার সবচেয়ে প্রাথমিক উপাদান হচ্ছে এই পিক্সেল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোল বা বর্গাকার বিন্দুকেই পিক্সেল বলে, যারা পর পর সজ্জিত হয়ে ছবিকে পূর্ণতা দেয়। প্রতি ইঞ্চিতে যতো বেশি পিক্সেল থাকবে, ততোই সেই ছবিটা আরো বেশি জীবন্ত ও আসলের মতো হয়ে উঠবে। আর, কোনও ছবির মোট অনুভূমিক লাইন আর প্রতি লাইনের পিক্সেলের সংখ্যার গুনফলকে রেজিউলেসন বলে। বলাবাহুল্য ডিজিটাল ছবির গুণমানও ততো উচ্চ হবে। সাবেকী অ্যানালগ রঙিন টিভির মনিটর গুলো তৈরি হতো ক্যাথোড রে টিউব (CRT) দিয়ে। কিন্তু এই মনিটারে ডিজিটাল HDTV র উচ্চ রেজিউলেসন (দুই লক্ষ তিয়াত্তর হাজারের বেশি পিক্সেল) পাওয়া সম্ভব নয়। তাই মোটা সোটা আকারের CTR র প্রস্থান ঘটলো। এর জায়গায় এল লিক্যুইড ক্রিস্টাল ডায়েড (LED)। কিন্ত LED কেও বিদায় জানিয়ে এখন রাজত্ব লাইট ইমিটিং ডায়েড বা LED-র। এই মনিটরগুলো এতো পাতলা যে ক্যালেন্ডারের মতো দেওয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়া যায়। সাধারণ ডিজিটাল HDTV র থেকে আরো চলে এসেছে। এগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে UHD আলট্রা হাই ডেফিনেশন)। রেজিউলেসন ৩৮৪০x২১৬০ অর্থাৎ এতে ৮২ লক্ষ ৯৪ হাজারের বেশি পিক্সেল আছে। এর প্রায় চারগুন বেশি পিক্সেল রয়েছে ৮ K UHD। আবার ১৬ K UHD তে আরো চারগুন বেড়েছে। ত্ত এইভাবে রেজিউলেসন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছবির গুণমান পরায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে। দেখা যাক কোথায় গিয়ে থামে।

(সৌজন্যে-দৈ:স্টেটসম্যান)

'লতা কোনও ব্যক্তি নন, লতা একটি গলা

শিমূল সেন

১৯৭৪। বেগম আখতার সবে মারা গিয়েছেন। অশোক মিত্র তখন নিয়মিত তাঁর 'ক্যালকাটা ডায়ারি' লেখেন 'ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি'র পাতায়। সেই সংখ্যার কলাম অশোকবাবু নিবেদন করেছিলেন তখন সদ্যপ্রয়াত বেগম আখতারকে। না কি আখতারি বাইকে? 'আখতারি বাইয়ের জাতীয়করণ' নামের ওই নাতিদীর্ঘ, তীক্ষ্ণ নিবন্ধের শেষে অশোকবাবুর অব্যর্থ পর্যবেক্ষণ 'ছিপছিপে এই কিশোরী অনেক ওপরে উঠল তার নিতান্ত সাধারণ জাতকুল পিছনে রেখে। অর্থ ও খ্যাতি দুই-ই জুটল। আখতারি বাই ফৈজাবাদি হলেন বহু রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পাওয়া বেগম আখতার। তাঁকে বন্দি করা হল, সাসন যন্ত্রের একটি অংশ পরিণত হলেন তিনি। নেহরুবাদী সরকারের আমলে তখন শিল্প সংস্কৃতি -সংগীত, সবেতেই রাষ্ট্রযন্ত্রের বিপুল খবরদারি। তিনের দশকের আখতারি বাই নিয়মিত সিগারেট এবং মদ খেতেন, আসর জমাতেন ল্যান্সডাইন-রোডের পড়তি জমিদারবাড়িগুলোয়, বিনে পয়সায় গান শোনাতেন-ফ্যা-ফ্যা-করে ঘুরে বেড়ানো বেকারে ছেলেপিলেদের 'সংস্কৃতি রাষ্ট্রায়ত্ত বিষয় হয়ে যাওয়ার পর ওই ধারণাটি উচ্ছেন্নে গেল, আখতারি বাইয়ের জাতীয়করণ সম্পূর্ণ হল, আক্ষেপ করেছিলেন অশোকবাবু। ওই ইপিডব্লিউ র পাতায় প্রায় তিন দশক পরে সঞ্জয় শ্রীবাস্তব খেয়াল করবেন ছয়ের দশকের ওই সন্ধিক্ষণ থেকেই এ দেশে মহিলাকণ্ঠে বৈচিত্র প্রায় উধাও। অধিকাংশেরই গলা রিনরিনে, উঁচু পর্দায় উঠলে সাংঘাতিত 'শ্রিল', গাওয়ার ভঙ্গিমা পূত ও অপাপাবিদ্ধ। ভারতের লতা-প্রীতি নিয়ে ওই লেখায় সরল মন্তব্যও আছে। একটা সময়ের পর কোনও গলাই বোধ হয় ভূ-ভারতে পাওয়া যাবে না, যা আদৌ লতা মঙ্গেশকরের নয়। আগে এক একজনে গলা ছিল এক একরকম। গাঙ্গুবাই হাঙ্গলের গলা লো অল্টো এবং হাই টেনর জোহরা বাইয়ের গাওয়ার ধরন আগ্রাসী। ফরিদা খানুম, শামসাদ বেগন গীতা দত্ত, নুর জাহান—প্রত্যেকের আলাদা গলা, গাওয়ার ধরনও আলাদা। এঁদের মধ্যে অনেকেরই কণ্ঠ ঈষৎ ভারী, খাদে নামলে মেজাজ খোলে। আচকমা ছয়ের দশক থেকে এমন বদল এল কেন ভারতীয় নারীর কণ্ঠচরিত্রে? লতা মঙ্গেশকর মহিলা-গলায় এমন মনোপলি বিরাজ করলেন কোন তরিকায়?

শ্রীবাস্তবের সমাজতাত্ত্বিক যুক্তি এই পটবদলের কারণ খুঁজতে হবে তখনকার সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় চালচিত্রে। সময়টা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার। একের পর এক সিনেমায় তরুণ হিরোর ভূমিকায় আবির্ভূত হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার, বিজ্ঞানী ও আমলারা। সংস্কৃতিক্ষেত্রে অকাদেমি রাজ্যের দাপট, সর্বত্র কেন্দ্রীভূত অর্থনীতির বিজ্ঞাপনী প্রচারণা, সিনেমাপর্দার থেকে থেকে ভেসে ওঠে নির্মীয়মাণ ভাঁধের ভিজুয়াল, সুদৃশ্য রাস্তা, ট্রাফিক সিগন্যাল কিংবা জেব্রা ক্রসিং। সংগীত অকাদেমি আর আকশবাণী-ই তখন ভারতীয় সংগীতের চূড়ান্ত অছি। তথাও সম্প্রচারমন্ত্রী বি ভি কেশকারের নির্দেশে আধুনিক গানের বদলে বেশি বেশি করে রেডিওয় বাজানোর হয় রাগসংগীত, হিন্দি ছবির গান শোনার জন্য লোকে মুখির থাকে রেডিও সিলোনের প্রতি আজেবাজে গানের দূষণ এড়াতে মন্ত্রী নির্দেশে রম্যগীতির চল আরম্ভ বয় আকাশবাণীতে। নতুন মধ্যবিত্তর উত্থান ঘটছে ভারতের নগরকেন্দ্রগুলোয় পাবলিক পরিসরে মেয়েদের যাতায়াত বাড়ছে ক্রমশ। মেয়েকে অপাপবিদ্ধ মহিলা, মা কিংবা দেবী হিসাবে কল্পনা করার চল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময় থেকেই এদেশের উত্তরাধিকার, ঔপনিবেশিক সময়ের পর এই ট্রেন্ড আরও খোলতাই হয়ে উঠল। সমাজ-বহির্ভূত, লক্ষ্মীছাড়া দুঃশীলার উলটোদিকে অতঃপর, নব্যগঠিত ও সদ্য-স্বাধীন দেশের সুশীলার সূচারু নির্মাণ লতা তার জীবনের প্রথম প্লে-ব্যাক করেন ১৯৪২-এ মাথায় রাখতে হবে, এই সময়কালেই গান জনপরিসর থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে ক্রমশ, ঢুকে পড়েছে রেকর্ডিং স্টুডিওর শীতল অন্তরালে। ওই সময় প্লে-ব্যাকের গলাকে ঠাট্টা করে বলা হত 'ভূতের গলা'। পর্দায় যিনি, আর গাইছেন নেপথ্যে যিনি, দুয়ের সম্পর্কটা অপ্রতিসময়। প্রযুক্তির দৌলতে,কণ্ঠে এবং আত্মায় ঘটে গেল অভাবিত সন্ধিবিচ্ছেদ। মধুবালা, নূতন, ওয়াহিদা, নার্গিস, মীন কুমরী, বৈজয়ন্তীমালা, আশা পারেখ, মুমতাজ, হেমা মালিনী, শর্মিলা ভিম্পল কাপাডিয়া মায় হালের প্রীতি জিন্টা হোন বা করিনা কাপুর প্রত্যেকের গলাতেই গাইছেন একজন। লতা মঙ্গেশকর। খেয়াল করলে দেখা যাবে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে বিশ্বায়ন উত্তর প্রথম দশকের হাম আপকে হ্যায় কৌন অবধি ভারতে যদি একটি গলাও থেকে থাকে যা জাতীয় গলার স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য, তবে তা লতা মঙ্গেশকরের। ওঁর কেরিয়ারের ২৫ বছর পূর্তিতে একটি ছোট ট্রিবিউট বের হয়, যেখানে গঙ্গাধর গ্যাজগিল লিখছেন লতা তো কোনও বক্তি নন। লতা একটি গলা, যা ম্যাজিক ঘটিয়ে দেয় কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় পকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বড়সড় নাশকতার ছক, ফের দিল্লিতে মিলল ব্যাগ ভর্তি আইইডি বিস্ফোরক

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ফের বিস্ফোরক উদ্ধার রাজধানী দিল্লিতে। বৃহস্পতিবার রাজধানীর পুরনো সীমাপুরীতে একটি ব্যাগ উদ্ধার করেছে দিল্লি পুলিশ। ব্যাগটি একটি পরিত্যক্ত বাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার হয়েছে। পরে বম্ব স্কোয়াড ও দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে হাজির হয়। জানুয়ারি মাসেই পূর্ব দিল্লির গাজিপুর ফুল বাজারে পরিত্যক্ত ব্যাগ থেকে মিলেছিল বিস্ফোরক। সেই তদন্তে নেমে এবার নতুন করে উদ্ধার হল বিস্ফোরক ভর্তি ব্যাগ।

পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন সকাল ১০টা ২০ নাগাদ রাজধানীর দমকল দফতরে পরিত্যক্ত ব্যাগটি উদ্ধার করার জন্য ফোন করা হয়। সেই ফোনের সূত্র ধরেই দিল্লি পুলিশের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে যান। ব্যাগটিতে বিস্ফোরক থাকতে পারে সন্দেহে খবর দেওয়া হয় বিশেষজ্ঞ এনএসজি কম্যান্ডারদের। পাঠানো হয় বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াডও। গোটা এলাকা ফাঁকা করে বিস্ফোরকটি উদ্ধার করা হয়। বাজারের কাছে একটি ফাঁকা মাঠেই বোমাটি নিষ্ক্রিয় করা হয়।

এখনও পর্যন্ত জানা গিয়েছে, যে বাড়িতে আইইডি মিলেছে সেটি কাসিম নামে এক ব্যক্তির। পেশায় তিনি একজন কন্ট্রাক্টর। তবে তিনি জানিয়েছেন, সম্প্রতি তাঁর বাবা মারা গিয়েছেন। বাড়িটি ভাড়া দিয়েছিলেন। তিন-চারজন ব্যক্তি সেই বাড়িতে ভাড়া এসেছিল। কিন্তু তারা আচমকাই সেখান থেকে গা-ঢাকা দেয়। এরা সকলেই কোনও নাশকতামূলক চক্রের সঙ্গে জড়িত ছিল বলে মনে করা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে খবর, সম্প্রতি দিল্লির পুলিশের স্পেশাল সেল বেশ কয়েকটি সন্দেহজনক ফোন কল নিয়ে তদন্ত করতে গিয়ে এই জায়গাটির সন্ধান পায়। এরপর তারা তল্লাশি চালালে ব্যাগটি খুঁজে পায়। তার মধ্যে আরডিএক্স ও অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটে ভরা আইইডি ছিল। পুলিশের আশঙ্কা, সম্ভবত সাধারণতন্ত্র দিবসে বড়সড় নাশকতার ছক কষছিল জঙ্গিরা।

বাংলাদেশে ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে ফের খুলছে স্কুল-কলেজ : শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি

ঢাকা, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বাংলাদেশে আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি থেকেই খুলে দেওয়া হচ্ছে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা।বৃহস্পতিবার দুপুরে সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি। করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আসায় এই সিদ্ধান্ত বলে জানায়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। তবে যারা করোনা টিকার দুই ডোজ নিয়েছে, তারাই সশরীরে ক্লাস করতে পারবে। বাকিদের অনলাইনে ক্লাস চলবে। প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলার বিষয়ে দুই সপ্তাহ পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

দেশে করোনার তৃতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ার পরেই পড়ুয়াদের সুরক্ষার বিষয়টি মাথায় রেখে স্কুল-কলেজ সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যদিও ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে মারণ ভাইরাসের সংক্রমণের অনেকটা উন্নতি হয়। ফলে ফের স্কুল-কলেজ খুলে দেওয়ার দাবি তোলেন অভিভাবক থেকে শিক্ষকরা। স্বাস্থ্য অধিদফতরের পক্ষ থেকেও জানিয়ে দেওয়া হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরজা খোলার ক্ষেত্রে আপত্তি নেই।

এদিন শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি জানান, ‘করোনা মোকাবিলায় গঠিত জাতীয় কারিগরি কমিটির সঙ্গে আলোচনা করার পরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে করোনার সম্পূর্ণ ডোজ ছাড়া কাউকে সশরীরে ক্লাস করার সুযোগ দেওয়া হবে না। কেননা, এখনও পর্যন্ত ১২ থেকে ১৭ বছর পর্যন্ত মাধ্যমিক পর্যায়ের এক কোটি ২৮ লাখ শিক্ষার্থীর মধ্যে এক কোটি ২৬ লাখ ৫৭ হাজার শিক্ষার্থী টিকার প্রথম ডোজ পেয়েছে। দ্বিতীয় ডোজ পেয়েছে ৩৪ লাখ ৫০ হাজার শিক্ষার্থী। আগামী ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রথম ডোজ পাওয়া শিক্ষার্থীদের দ্বিতীয় ডোজের আওতায় আনা হবে। কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ক্লাসে পঠনপাঠন হবে। স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকায় পঠনপাঠন থমকে গিয়েছিল। ক্লাসের সংখ্যা বাড়িয়ে সেই ঘাটতি পূরণ করা হবে।‘ হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

দীর্ঘ চার বছর শিলচর শিশুপরিচর্যা কেন্দ্রে মা-বাবার অপেক্ষায় কিশোর উমাকান্ত

শিলচর (অসম), ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : চার বছর আগে ২০১৮ সালের ১১ মে চাইল্ড লাইন সংস্থার মাধ্যমে নিখোঁজ হওয়া এক অবুঝ বালককে উদ্ধার করেছিল কাছাড় জেলা শিশু সুরক্ষা সমিতি (ডিসিপিইউ)। তখন সে ঠিকমত কথা বলতে পারত না। শুধুমাত্র কাগজে নিজের নাম উমাকান্ত কুমার লিখতে পারত। কাছাড়ের জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক নবনিতা হাজরিকা (এসিএস) জানিয়েছেন, ২০১৮ সালে উদ্ধার হওয়ার পর নিজের মা-বাবা এবং ঠিকানা সম্পর্কে কিছুই জানত না নিখোঁজ সে। সরকারি নিয়মানুযায়ী তখন ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড প্রটেকশন ইউনিট (ডিসিপিইউ) অর্থাৎ জেলা শিশু সুরক্ষা সমিতির কর্মকর্তারা উদ্ধারকৃত শিশুটির অভিভাবকের অনুসন্ধান চালিয়ে বিফল হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিরীক্ষা ও আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে শিশু সুরক্ষা সমিতির তত্ত্বাবধানে শিলচরের একটি শিশু পরিচর্যা কেন্দ্রে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আশ্রিত করা হয়। কিন্তু নিখোঁজ হওয়া বালকের উদ্ধারের চার বছর পূর্তি হয়ে গেলেও অদ্যাবধি তার মা-বাবা অর্থাৎ অভিভাবকের কোনও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।তার বয়স আনুমানিক বারো থেকে চৌদ্দ বছর হবে। তার মা-বাবা অথবা নিকটাত্মীয় কেহ কাছাড় জেলা শিশু সুরক্ষা সমিতির শিলচর ইটখলাস্থিত কার্যালয়ে (মেডিল্যাণ্ড হাসপাতালের বিপরীতে) উপস্থিত হয়ে নিখোঁজ শিশুটিকে শনাক্তকরণের অনুরোধ জানিয়েছেন নবনিতা হাজরিকা। এছাড়াও বিস্তারিত জানতে ৯৫৩১২৩৮৩০০ / ৭০০২৫৭৩৬২০ মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে।

২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে বাংলাদেশ ভারত সাংস্কৃতিক মিলনমেলা

মনির হোসেন,ঢাকা,১৭ ফেব্রফয়ারী।।দুই প্রতিবেশী দেশের জনগণের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ‘বাংলাদেশ-ভারত পঞ্চম সাংস্কৃতিক মিলনমেলা-২০২২, রাজশাহী’ এখানে ২৫ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি উদযাপিত হতে যাচ্ছে। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে রাজশাহী ও নাটোর জেলাতে এই আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হবে।

রাজশাহীর মেয়র ও সাংস্কৃতিক মিলনমেলা প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক এ.এইচ.এম খায়রুজ্জামান লিটন বৃহস্পতিবার নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের একটি চিত্র তুলে ধরে এসব তথ্য জানান। অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক মিলনমেলার লোগো ও প্রোমো উন্মোচন করা হয়। মেয়র লিটন সাংবাদিকদের বলেন, ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের প্রায় ৬০ জনের একটি দল এই মিলনমেলায় যোগ দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি প্রতিনিধি দলের সদস্যদের নগর ভবনের সবুজ প্লাজায় নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হবে।

পরে রাজশাহী কলেজ খেলার মাঠে উভয় দেশের শিল্পীদের অংশগ্রহনে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। পরদিন তারা বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, পুঠিয়া রাজবাড়ী ও নাটোরের উত্তরা গণভবন পরিদর্শন করবেন। সন্ধ্যায় রাজশাহী কলেজে জাতীয় ও স্থানীয় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।২৮ ফেব্রুয়ারি তারা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, তাহেরপুর দুর্গা মন্দির, বাঘা শাহী মসজিদ ও হযরত শাহ মখদুম দরগাহ পরিদর্শন করবেন।

মেয়র লিটন বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যেকার বর্তমান সম্পর্ক একটি নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। তিনি বলেন,বন্ধুত্বপূর্ণ সুসম্পর্কের কারণে প্রতিবেশী দুই দেশের মানুষ যোগাযোগ, স্বাস্থ্যসেবা ও পর্যটনসহ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর সুবিধা ভোগ করছে। তিনি বলেন, দুই প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ ও ভারত বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক ক্ষেত্র এবং ইস্যুতে ঘনিষ্ঠ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে। নিকটতম প্রতিবেশী হিসেবে বাংলাদেশ ও ভারত একটি নিরাপদ দক্ষিণ এশিয়া প্রতিষ্ঠায় সকল মানুষের সুবিধার জন্য একসাথে কাজ করে যাবে। তিনি বলেন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে এই সম্পর্কের সূত্রপাত হয়েছে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভারতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে চমৎকার সম্পর্ক রেখেছেন।

তিনি বলেন, আমাদের সবচেয়ে কঠিন সময়ে দৃঢ়তার সঙ্গে আমাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমরা ভারত সরকারের অবদানকে গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি। লিটন বলেন, এই অংশীদারিত্ব বহুমুখী এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতা গ্রহণের পর গত কয়েক বছর ধরে অনেক ক্ষেত্রে উভয় দেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, সাংস্কৃতিক মিলনমেলার মাধ্যমে এই সম্পর্ক আরও জোরদার হবে।

আবিষ্কার করেছিলেন চিকেন পক্সের টিকা, জন্মদিনে বিজ্ঞানী ডাঃ তাকাহাশিকে সম্মান গুগলের

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : চিকেন পক্সের টিকা আবিষ্কার করে হাজার হাজার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন জাপানের বিজ্ঞানী ডাঃ মিচিয়াকি তাকাহাশি। জন্মদিনে সেই মহান বিজ্ঞানীকে সম্মান জানাল গুগল।

করোনা মহামারী নিঙড়ে নিয়েছে বিশ্বকে।সংক্রমণ, মৃত্যুর আতঙ্কে ভুগছে বিশ্ববাসী। চিকিৎসাবিজ্ঞান এখন অনেকটাই উন্নত। তাই ভাইরাসকে কাবু করার একাধিক ভ্যাকসিন ইতিমধ্যেই চলে এসেছে। কিন্তু একটা সময় ভাইরাস নিয়ে স্বচ্ছ ধারণাও ছিল না মানুষের। তার ওপর ছিল কুসংস্কারের বেড়াজাল। মহামারী লাগলে গ্রামের পর গ্রাম, শহর উজাড় হয়ে যেত। তেমনই এক সংক্রামক ব্যধি ছিল বসন্ত রোগ। বসন্তে ভোগা রোগীকে স্পর্শ করতেও ভয় পেতেন মানুষজন। ছোঁয়াচে এই রোগ হানা দিলে শ্মশানের স্তব্ধতা নেমে আসত গ্রামে গ্রামে। সেই সময় যখন চিকিৎসাশাস্ত্র এতটাও উন্নতির শিখরে পৌঁছয়নি তখন জলবসন্তের টিকা তৈরি করে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন এক বিজ্ঞানী। প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন হাজার হাজার মানুষের। মহান সেই বিজ্ঞানীর আবিষ্কারকে সম্মান জানিয়েছে গুগল। আজ বৃহস্পতিবার গুগল ডুডলে সেই বিজ্ঞানী তথা ভাইরোলজিস্টের কৃতিত্বকেই মেলে ধরা হয়েছে। ১৯৭৪ সালে জলবসন্ত বা চিকেন পক্সের টিকা আবিষ্কার করেছিলেন জাপানি ভাইরোলজিস্ট ডা. মিচিয়াকি তাকাহাশি। ৮০টিরও বেশি দেশে এই ভ্যাকসিন পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। তারপর থেকে বিশ্বের সব দেশই এই ভ্যাকসিনের প্রয়োগ করে। বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ শিশুকে এই টিকা দেওয়া হয়। ১৯২৮ সালে আজকের দিনেই জাপানের ওসাকায় জন্মগ্রহণ করেন ডাঃ মিচিয়াকি তাকাহাশি। তিনি ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিক্যাল সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। ১৯৫৯ সালে মাইক্রোবিয়াল ডিজিজেস রিসার্চ ইনস্টিটিউটে যোগ দেন। ভ্যারিসেলা জুস্টার নামক ভাইরাস থেকে চিকেন পক্স হয়। বিজ্ঞানী এই ভাইরাসকে নির্মূল করার টিকাই তৈরি করেন। বসন্ত রোগ বলতে আমরা সেই রোগটিকেই বুঝি, ডাক্তারি পরিভাষায় যাকে বলা হয় চিকেন পক্স। অনেকে জলবসন্তও বলেন। আর এক ধরনের পক্স আগে হত। সেটা হল স্মল পক্স বা গুটিবসন্ত। এখন আর হয় না। শুধু বসন্তকালে নয়, বছরের যে কোনও সময়েই এই রোগ হতে পারে। তবে বছরের প্রথম ছ’মাস অর্থাৎ জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত এই রোগ হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণেই এই রোগের প্রকোপ বেশি দেখা যায়। ইনফ্লুয়েঞ্জার মতোই ভাইরাস ঘটিত রোগ। ভ্যারিসেলা জুস্টার (ভি-জেড ভাইরাস) নামে এক ধরনের ভাইরাসের জন্য এই রোগ হয়। চিকেন পক্স হলে আগে জ্বর হবে। পরের ২-৩ দিনের মধ্যে জ্বরের মাত্রা বাড়তে থাকবে। সেই সঙ্গে সারা শরীরে ব্যথা হবে। ছোট ছোট গুটির মত র‍্যাশ বের হবে। খসখসে হয়ে যাবে ত্বক, চুলকানি হবে। সারা শরীর, মুখেও র‍্যাশ ছড়িয়ে পড়বে। ৫-৭ দিন পর্যন্ত র‍্যাশ বের হবে। পরে ধীরে ধীরে সেগুলিই জলভরা ফোস্কার মত আকার নেবে। ফোস্কার ভিতরের রস ঘন হয়ে পুঁজের মতো হয়ে শুকিয়ে উঠবে। চিকেন পক্স খুবই ছোঁয়াচে রোগ। খুব দ্রুত আক্রান্ত ব্যক্তির থেকে সুস্থ মানুষের শরীরে তা ছড়িয়ে পরে। সাধারণত আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি, কাশি বা থুতুর সঙ্গে ভাইরাস ছড়ায়। এমনকি, রোগীর সংস্পর্শে এলেও রোগ ছড়াতে পারে। শরীরে ভাইরাস ঢোকার সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে ধীরে ধীরে উপসর্গ দেখা দিতে শুরু করে। চিকেন পক্সের ভ্যাকসিন নেওয়া থাকলে এই রোগের প্রকোপ থেকে রেহাই মেলে। বাচ্চাদের আগে থেকেই তাই পক্সের ভ্যাকসিন দিয়ে রাখা হয়।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুধীর মজুমদারের সহধর্মিনী মিলন প্রভা মজুমদারকে শেষ শ্রদ্ধা জানান শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি নিজস্ব।

দরিদ্রদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দিতে রাজি নন বলে অমরিন্দর সিংকে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে সরানো হয় : রাহুল গান্ধী

ফতেহগড় সাহিব, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল কারণ তিনি দরিদ্রদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দিতে রাজি ছিলেন না। পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনের আগে বৃহস্পতিবার এমনই অভিযোগ তুললেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী।

এদিন এখানে একটি জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে রাহুল গান্ধী বলেন, ’আমি আপনাদের বলবো কেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংকে অপসারণ করা হয়েছিল। কারণ তিনি গরিব মানুষকে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দিতে রাজি হননি। তিনি বলেছিলেন, বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে আমার একটি চুক্তি আছে।

রাজ্যে মাদকের আতঙ্কের কথা উল্লেখ করে কংগ্রেস নেতা বলেন, ’আমি বারবার বলেছি মাদক দেশের জন্য একটা হুমকি। পঞ্জাব এমন রাজ্য নয় যেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা উচিত। পঞ্জাবে মাদক এখানে যুবকদের জীবন ধ্বংস করছে।

বিরোধীরা তাদের ভোটারদেরও চিন্তা করে না,তিন তালাক বিরোধিতা প্রসঙ্গে আক্রমণ প্রধানমন্ত্রী মোদীর

ফতেহপুর, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : তিন তালাকের বিরোধিতা করার জন্য বিরোধী দলগুলির উপর আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার বলেন, বিরোধীরা তাদের ভোটারদের উন্নতির কথাও চিন্তা করে না।

কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৯ সালে জুলাইয়ে মুসলিমদের মধ্যে তাতণিক ”তিন তালাক” প্রথা নিষিদ্ধ করেছিল, এটি মুসলিম মহিলাদের উন্নতির জন্য পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেন।

এদিন উত্তরপ্রদেশের ফতেহপুরে এক জনসভায় ভাষণে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার যখন তিন তালাকের বিরুদ্ধে আইন করেছিল, তারা এর বিরোধিতা করেছিল। তারা এতটাই স্বার্থপরতায় নিমগ্ন যে যারা তাদের ভোট দেয় তাদের উন্নতির জন্য তারা চিন্তাও করতে পারে না।

তিনি সমাজবাদী পার্টিকে আরও নিন্দা করে বলেন, ”পরিবারবাদীদের” ঘুমহীন রাত কাটছে কারণ সরকারের কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির কারণে তাদের ভোট ব্যাঙ্ক হ্রাস পাচ্ছে। তাদের সমস্যা হল দেশের দরিদ্র, দলিত এবং আদিবাসীরা যদি ক্ষমতা এবং ক্ষমতা পায়, তাহলে তাদের ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

রাজীব গান্ধীর পর থেকে কংগ্রেসে ”পরিবারবাদ” নেই, গান্ধী পরিবারের কোন প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী নেই: খড়গে

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিজেপির পরিবারবাদের রাজনীতির অভিযোগ অস্বীকার করে রাজ্যসভার বিরোধী দলের নেতা মল্লিকার্জুন খার্গে বৃহস্পতিবার বলেন, রাজীব গান্ধীর পর থেকে গান্ধী পরিবারের কেউ প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী হননি। কংগ্রেস সবসময় আদর্শের ভিত্তিতে নির্বাচন করেছে। আমরা এর জন্য আমাদের জীবনও বিসর্জন দিতে পারি।

কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলির বিভিন্ন নেতাকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে বিজেপিকে নিন্দা করে কংগ্রেস নেতা উল্লেখ করেন,বিজেপি রাজবংশের মাধ্যমে রাজনীতিতে প্রবেশকারী নেতাদের সমর্থন করছে। জিতিন প্রসাদ, জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া এবং শুভেন্দু অধিকারীর মতো নেতাদের একটি গোপনে তৈরি করছিল, যারা রাজনৈতিক পরিবারের বংশের লোক, নিজ নিজ দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন।

আনুষ্ঠানিকভাবে দলে যোগ দেওয়ার আগে তৃণমূলের সভায় জয় বন্দ্যোপাধ্যায়

হাওড়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার আগেই তৃণমূলের সভায় হাজির প্রাক্তন বিজেপি নেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। হাওড়ার উলুবেড়িয়া রবীন্দ্রসদনে তৃণমূলের কর্মী সভায় জয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভাষণও দিতে দেখা যায়।

উল্লেখ্য, গত বছর নভেম্বর মাসে জয় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখে দলত্যাগ করেন। এরপর তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানের জন্য আবেদনও জানিয়েছেন। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও তিনি যোগদান করার সুযোগ পাননি। তবে উলুবেড়িয়া পুরসভার নির্বাচনের আগে আজ তৃণমূলের কর্মী সভায় হাজির হন প্রাক্তন বিজেপি নেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নিয়ে তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে কৌতূহল ছিল চোখে পড়ার মতো। তৃণমূলের কর্মী সভায় জয় বন্দ্যোপাধ্যায় পুরানো অভিযোগের পুণরাবৃত্তি করে বলেন, তিনি যখন কোভিডে আক্রান্ত হন তখন বিজেপির কোনও নেতা তাঁর কোন খোঁজখবর করেননি। সেই সময় কৈলাস বিজয়বর্গীয় মতো বিজেপির নেতারা বাগনানে এক গণবিবাহের অনুষ্ঠানে ঢোল বাজাতে ব্যস্ত ছিলেন। এই সব স্বার্থপর নেতার জন্য তিনি বিজেপি ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন।

তিনি আরও বলেন, গোটা রাজ্যজুড়ে তিনি বিজেপির হয়ে একসময় প্রচার করেছেন। দলকে জনপ্রিয় করেছেন। অথচ পুরনো কর্মীদের দলে কোন সম্মান নেই। তাই বিজেপি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। এখন তিনি সেই দলের সঙ্গে থাকতে চান যাদের সঙ্গে মানুষ রয়েছেন। তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানের জন্য আবেদনও করেছেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ওই দলের হয়ে কাজ করতে চান। -হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

হাজার একরের জঙ্গল দত্তক নিলেন দক্ষিণী সুপারস্টার নাগার্জুন

হায়দরাবাদ, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে দক্ষিণী সুপারস্টার নাগার্জুনের অভিনব পদক্ষেপ নিলেন। হাজার একরের আস্ত একটা জঙ্গল দত্তক নিলেন তিনি। সেই জঙ্গলের পালক এখন থেকে নাগার্জুনই। আজ ৬৮ বছরে পা দিয়েছেন কে চন্দ্রশেখর রাও।

চন্দ্রশেখর রাওকে জন্মদিনের শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন দক্ষিণী তারকা। সূত্রের খবর, হায়দরাবাদের কাছে চেঙ্গিচেরলা জঙ্গলে একটি শহুরে পার্ক তৈরি করতে চলেছেন নাগার্জুন। বাবা আক্কিনেনি নাগেশ্বরের নামে গড়ে উঠবে সেই পার্ক। তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠান থেকে ছবি শেয়ার করেছেন নাগার্জুন। তাঁর স্ত্রী অমলা আক্কিনেনি এবং ছেলে নাগা চৈতন্য ও অখিল আক্কিনেনিও ছিলেন সেই অনুষ্ঠানে।

চেঙ্গিচেরলা ফরেস্ট ব্লকে মোট ১ হাজার ৬৮২ একর জমি রয়েছে। তার মধ্যে হাজার একর দত্তক নিয়েছেন নাগার্জুন। এই জঙ্গলের উন্নয়নের জন্য ২ কোটি টাকা ব্যয়ও করেছেন আক্কিনেনি পরিবার।

রমজানের সময় হিজাব পরতে দেওয়া হোক, আর্জি কর্নাটক হাইকোর্টে

বেঙ্গালুরু, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : প্রতি শুক্রবার ও রমজান মাসে শিক্ষায়তনে হিজাব পরার অনুমতি দেওয়া হোক। বৃহস্পতিবার এমনই আর্জি জমা পড়ল কর্নাটক হাইকোর্টে। বিচারপতিদের বেঞ্চ এই আবেদন শুনতে রাজি হয়েছে। হাইকোর্ট এক অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশে শিক্ষায়তনে সবরকম ধর্মের চিহ্ন ধারণ করা নিষিদ্ধ করেছে। এর ফলে অনেক মুসলিম ছাত্রী স্কুল-কলেজে যেতে পারছেন না। তাঁদের পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে। অনেকের বক্তব্য, ধর্মীয় স্বাধীনতার পাশাপাশি শিক্ষার অধিকারও মৌলিক অধিকার। এদিন আবেদনকারী বিনোদ কুলকার্নি হাইকোর্টে বলেন, “শুক্রবার দিনটি মুসলিমদের কাছে পবিত্র। সেই দিনটিতে অন্তত মুসলিম মেয়েদের হিজাব পরে স্কুল-কলেজে আসার অনুমতি দেওয়া হোক। শীঘ্রই আসছে রমজান মাস। ওই মাসেও মুসলিম ছাত্রীদের হিজাব পরে শিক্ষায়তনে আসার অনুমতি দেওয়া হোক।” হিজাব বিতর্কে হাইকোর্টে ফের শুনানি হবে শুক্রবার।

পাটনায় চান্নির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে

পাটনা, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বৃহস্পতিবার, বিজেপি কর্মীরা ইউপি-বিহারের জনগণের উপর দেওয়া বিবৃতির প্রতিবাদে পাটনার কদম কুয়ান থানায় পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চান্নির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

পাঞ্জাবে নির্বাচনী প্রচারের সময় মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চান্নি এই বলে বিতর্ক তৈরি করেছিলেন যে ইউপি বিহারের ভাইরা পাঞ্জাবে এসে দখল নিচ্ছে। তাদের এখন পাঞ্জাবে আসতে দেওয়া উচিত নয়। চান্নি যখন এই বিবৃতি দেন, তখন তাঁর সঙ্গে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীও উপস্থিত ছিলেন। এ সময় তিনি চন্নির কথাকে সমর্থন করেন এবং বিহার ও ইউপির মানুষের নিয়ে ঠাট্টা করেন।

চন্নির এই বক্তব্যের পর উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর বিরোধিতা শুরু হয়েছে। চন্নির এই বক্তব্যের নিন্দা জানিয়েছেন বিহারসহ ইউপির সব নেতাকর্মী। তিনি তার এবং কংগ্রেস হাইকমান্ডের কাছে ক্ষমা চাওয়ার দাবিও করেছেন।

১৮ থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি জার্মানি, ফ্রান্স সফরে যাবেন বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর আগামীকাল পাঁচদিনের বিদেশ সফরে রওনা দেবেন। আগামীকাল ১৮ থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি তিনি জার্মানি এবং ফ্রান্স সফর করবেন বলে বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে।

বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি জানিয়েছেন, তিনি মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে অংশ নেবেন। তিনি বিদেশী মন্ত্রী এবং অন্যান্য প্রতিনিধিদের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন যারা সম্মেলনে যোগ দেবেন। জয়শঙ্করের সফরের বিষয়ে তথ্য প্রদান করে ইন্দো-প্যাসিফিকের একটি প্যানেল আলোচনায় অংশ নেবেন এবং মিউনিখে আমাদের কনস্যুলেট জেনারেল অফ ইন্ডিয়া এবং অবজারভার রিসার্চ ফাউন্ডেশন আয়োজিত আজাদি কা অমৃত মহোৎসব অনুষ্ঠানে আলোচনার নেতৃত্ব দেবেন। তিনি আরও বলেন, জার্মানির পরে জয়শঙ্কর ফ্রান্সে যাবেন এবং প্যারিসে তিনি তার ফরাসি বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে জ্যাঁ-ইভেস লে ড্রিয়ানের সঙ্গে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন।

যান্ত্রিক ত্রুটি, দিল্লি বিমানবন্দরে ফিরল ভিস্তারা ইউকে-৬৯৭ বিমান

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে টেকঅফের কিছুক্ষণের মধ্যেই দিল্লি বিমানবন্দরে ফিরে এল ভিস্তারা ইউকে-৬৯৭ বিমান। ওই বিমানের গন্তব্য ছিল অমৃতসর, কিন্তু যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেওয়ায় কোনও রকম ঝুঁকি না নিয়ে দিল্লি বিমানবন্দরে বিমান ঘুরিয়ে আনেন চালক। যাত্রীদের জন্য অন্য একটি বিমানের ব্যবস্থা করা হয়।

ভিস্তারা বিমান কর্তপক্ষ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার দিল্লি থেকে অমৃতসরগামী ভিস্তারা ইউকে-৬৯৭ বিমানে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে পাইলট বিমান ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেন, দিল্লি বিমানবন্দরে নিরাপদে ল্যান্ড করে। তৎক্ষণাৎ যাত্রীদের জন্য অন্য একটি বিমানের ব্যবস্থা করা হয়।

হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

সন্তানকে নিয়ে মা-বাবাদের উদ্বেগের কারণ

সন্তানকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া দোষের কিছু নয়। তবে মাত্রাতিরিক্ত দুঃশ্চিন্তা হলে আগে নিজেকে নিয়ে একবার ভাবুন।

বিশেষ কারণে ভয় ঃ যদি সবসময় সন্তানের ফলাফল ও স্বাস্থ্য নিয়ে আতঙ্কিত থাকেন তাহলে নিজেকে একটু পরীক্ষা করে নিন, এই ভয়ের মূল কারণ আসলে কী?

যেমন - সন্তান যদি অংকে খারাপ করে তবে আপনি কি তার ফলাফল নিয়ে চিন্তিত? নাকি ছোটবেলা এই বিষয়ে নিজেই কাঁচা ছিলেন বলে সেই ভয়টা এখনও কাজ করে?

উদ্বেগের কারণগুলো লিখে রাখুন ঃ সন্তানের বিষয় আপনার উদ্বেগের কারণগুলো লিখে রাখুন। তখন নিজেই বুঝতে পারবেন আপনি সন্তানের বিষয়ে অতিরিক্ত রক্ষণশীল কিনা।

উদাহরণ স্বরূপ, অপরিচিত কেউ খারাপ কিছু করতে পারে এই শংকায় আপনি হয়ত সন্তানকে বাইরে যেতে দিতে চান না। অভিবাক হিসেবে সন্তানের নিরাপত্তা নিয়ে আপনি সতর্ক থাকেন, ফলে শিশুর স্বাভাবিক উন্নয়ন ঘটবে। সন্তানকে যথার্থ জ্ঞান দিন ঃ সন্তানের জন্য উদ্বেগ কমাতে তাকে পরিবেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে শিক্ষা দিন।

যেমন -সবসময় তো আর সন্তানকে আগলে রাখতে পারবেন না। তাই অপরিচিত মানুষের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হবে এবং অস্বস্তিকর পরিবেশ কীভাবে সামাল দিতে হবে সে সম্পর্কে ছোটবেলা থেকেই শিক্ষা দিন। শান্ত থাকার চর্চা করুন ঃ- গভীর নিঃশ্বাস, ধ্যান এবং সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে পার্কে হাঁটতে যাওয়া এসব করে উদ্বেগ কমিয়ে আনতে পারবেন। ফলে আপনি কেবল শান্ত থাকবেন তা নয় পাশাপাশি সন্তানকেও মনোযোগ সহকারে শেখাতে পারবেন।

উদ্বেগ অনুযায়ী কাজ ঃ যদি সত্যি কোনো কারণে চিন্তিত হন তবে সেই হিসেবে কাজ করুন।

যেমন - সন্তান শেখার অক্ষমতায় ভুগছে তাহলে তার প্রতিমনযোগ দিন। কেবল কম্পিউটার বা গুগলে সমাধান না খুঁজে শিশু বিশেষজ্ঞের সহায়তা নিন।

সুষম খাদ্যের মধ্যে কি ধরনের উপাদান থাকে

বাজার অনেক নানারকম ফল পাওয়া যায়। এনজাইম, মিনারেল, ভিটামিন, প্ল্যান্ট ফাইটোকেমিক্যালে ভরপুর ফল শরীরকে ভাল রাখতে সাহায্য করে। আজ আপনার সামনে উপস্থাপন করছি আমাদের চারপাশে পাওয়া যায় এমন কিছু ফলের পুষ্টিগুণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

সুষম খাবার কি?

যে খাদ্যে ভিটামিন, শর্করা, আমিষ, চর্বি, লবণ ও জলের এই ছয়টি উপাদান থাকে।

আমিষ বা প্রোটিন—

প্রোটিন, শ্বেতসার আর স্নেহ পদার্থ আমাদের শরীরের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং এরা আমাদের শরীরের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে।

বাজারে ওষুধ আকারে বিভিন্ন খনিজ লবণ সমৃদ্ধ ও ভিটামিন ওষুধ কিনতে পাওয়া যায়। তবে আমাদের দেশীয় বিভিন্ন ফল ও শাকসবজি গ্রহণের মাধ্যমে এসব ভিটামিন ও খনিজ লবণ অতি সহজে, সুলভ মূল্যে গ্রহণ করাই বাঞ্চনীয়। কারণ শাকসবজি ও ফলমূল সরাসরি গ্রহণ করলে শরীরের পুষ্টি ও উপকারিতা বেশি পাওয়া যায়।

শর্করা বা শ্বেতসার —

শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয় খাবারগুলো হচ্ছে চাল, আটা, ময়দা, আলু, গুড় চিনি ইত্যাদি।

স্নেহ বা তেলজাতীয় খাদ্য—

ঘি, মাখন, তেল, চর্বি ইত্যাদি চবি বা স্নেহজাতীয় খাবার। ভিটামিন। আমাদের শরীরের স্বাভাবিক সুস্থতা রক্ষায় প্রয়োজন ভিটামিন। এই ভিটামিন আবার এ বি, সি, ডি কে এবং ইত্যাদি নামে পরিচিত। আর এসব ভিটামিন আমরা সহজেই সরাসরি গ্রহণ করতে পারি বিভিন্ন ফলমূল, শাকসবজি ও বিভিন্ন সুগন্ধি মসলাজাতীয় দ্রব্যের মাধ্যমে। দেশী ফলে এসব ভিটামিন প্রচুর রয়েছে। সাধারণ দেশীয় ফলে, যেমন— কলা, পেঁপে, পেয়ারা, বেল, আম, জাম কাঁঠাল প্রভৃতি ভিটামিন সমৃদ্ধ ফল। খনিজ লবণ--- ক্যালশিয়াম সর্বাধিক পরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ একটি খনিজ লবণ। ক্যালসিয়াম আমাদের হাড় ও দাঁতের গঠন মজবুত ও শক্তিশালী করে, ক্ষয়রোধ করে এবং আর্থ্রারাইটিস, বাত জাতীয় রোগের সাথে লড়াই করে। গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের ক্যালসিয়ামের অবদান অনস্বীকার্য। এছাড়াও আয়োডিন গলগন্ড, দুর্বলতা, স্তন ক্যান্সার সহ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করে থাকে। কডলিভার অয়েল, বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছ, আয়োডিন মিশ্রিত খাবার লবণ হতে খুব সহজেই আয়োডিন পাওয়া যায়। কডলিভার অয়েলে আয়োডিন ছাড়াও আাছে একটি মূল্যবান উপাদান ভিটামিন এ যা অন্ধত্ব ও রাতকানা প্রতিরোধ করে। এছাড়া আরো আছে ক্যালশিয়াম যা শিসুদের হাড় ও দাঁত মজবুত করে।

জল— সব খাদ্যে কমবেশি জল থাকে। খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক ও শোষণ করতে জলের প্রয়োজন। জল রক্ত তরল রাখে এবং মলমূত্রের সাথে দূষিত পদার্থ দেহ থেকে বের করে দেয়। মানুষের দেহের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জল। জলের অভাবে হজমে সমস্যা ও কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়।

ডায়েট'য়ে থেকেও চকলেট খাওয়ার পন্থা

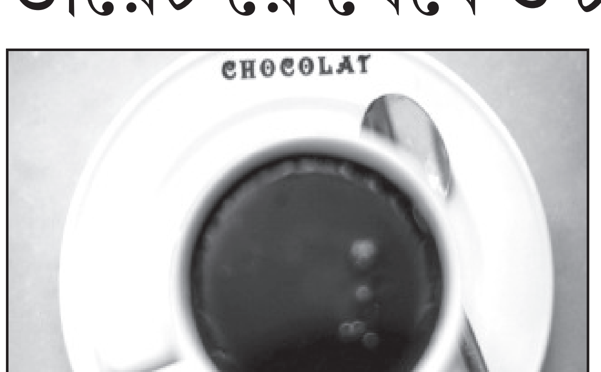

চকলেট খাবেন অথচ ওজন বাড়বে না। ওজন কমানোর পন্থায় যখন পছন্দের খাবার খাদ্যাভ্যাস থেকে বাদ দিতে হয় তখন আফসোস হতেই পারে। আর যাদের চকলেট ভীষণ পছন্দ তাদের জন্য এই খাবার বাদ দেওয়া বেশ দুরুহ কাজ। তবে ভারতীয় পুষ্টিবিদ ও 'ডায়েট পডিয়াম'য়ের প্রতিষ্ঠাতা শিখা মহাজান বলছেন, "কিছুটা সচেতন হলে এবং খাবারে বৈচিত্র্য রাখলে পছন্দের চকলেট বাদ না দিয়েও ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। ফেমিনা ডটইন'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ওজন বৃদ্ধি না করেও পছন্দের চকলেটের স্বাদ গ্রহণের উপায় সম্পর্কে তার দেওয়া পরামর্শগুলো এখানে দেওয়া হল। মিষ্টির চাহিদা মেটাতে ছোট টুকরার চকলেট খাওয়া: প্রতিদিন ছোট এক টুকরা চকলেট খেয়েও ওজন কমানো যায়। তবে এর পরিমাণের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। যদি স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে থাকেন তাহলে সামান্য পরিমাণ মিষ্টি খাবার ওজন নিয়ন্ত্রণে তেমন কোনো বাধার সৃষ্টি করবে না। ডার্ক চকলেট: ওজন কমাতে চাইলে ডার্ক চকলেট খাওয়া উপকারী। ৭০ শতাংশের বেশি কোকোয়া সমৃদ্ধ চকলেট খাওয়া বিপাক বাড়ায়, পেট ভরা রাখে ও ইনসুলিনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে। ডার্ক চকলেট কেবল স্বাস্থ্যকরই না বরং তা জটিল স্বাদ সমৃদ্ধ যা সাধারণ দুধ-চিনি সমৃদ্ধ চকলেটের চেয়ে বেশি বেশিক্ষণ পেট ভরা রাখে। অন্য খাবারের সঙ্গে মেশানো: সকালের নাস্তায় চকলেট পাউডার বা দইয়ের সঙ্গে কয়েকটা চকলেট চিপস যোগ করে খেতে পারেন। এছাড়াও ক্ষুধাভাব কমাতে পছন্দের কফির সঙ্গে চকলেটের গুঁড়া মেশানো যেতে পারে। অপ্রক্রিয়াজাত উপাদান যেমন- কাজু বাদাম, কাঠ বাদাম, তিলে বীজ বা বেরির সঙ্গে কোকোয়া যোগ করে খাওয়া পুষ্টিমান বাড়াতে সহায়তা করে। চকলেটের বিকল্প: চকলেটে প্রচুর শর্করা ও চর্বি থাকে। তাই কিছুটা কম ক্যালরি সমৃদ্ধ চকলেট মুসেজ, কম ক্যালরি যুক্ত চকলেটের মিষ্টান্ন ও 'হট চকলেট' পানীয় গ্রহণ করা যেতে পারে।

স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার নিয়ম

এই ভেজালের যুগেও স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ করতে চাইলে মেনে চলুন কয়েকটি পন্থা। কিটো ডায়েট, নিরামিষ বা উদ্ভিজ্জ খাবার- স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের নানান পন্থায় অনেকেই দ্বিধায় ভোগেন কোনটি হবে উপকারী। এই বিষয়ে শিকাগো'র 'সিম্পল মিল'য়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ক্যাটলিন স্মিথ বলেন, "স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া খুব একটা জটিল বা কঠিন কোনো বিষয় না।" 'ওয়েলঅ্যান্ডগুড ডটকম'য়ের আয়োজনে এক কথোপকথন অনুষ্ঠানে এই পুষ্টিবিদ আরও বলেন, "স্বাস্থ্যকর খাবার নিয়ে অনেক হৈচৈ চলে। তবে বিষয়টা অত একটা জটিল প্রতিদিন যে খনিজ উপাদানগুলো শরীরের জন্য জরুরি, ক্যালসিয়াম তাদের মধ্যে অন্যতম। শরীরের হাড় সবল রাখতে ক্যালসিয়াম আবশ্যক। আবার ভিটামিন ডি শরীরে শোষণ করতে হলে পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম থাকা জরুরি।

আর শরীর নিজে এই খনিজ উপাদান তৈরি করতে পারে না। তাই ভোজ্য উৎস থেকে ক্যালসিয়াম সরবরাহ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্যালসিয়াম সরবরাহ করে এমন খাবারে সংখ্যা নেহাত কম নয়। তবে সাধারণ মানুষের কাছে সবচাইতে পরিচিত উৎস হলো দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার।

'ইটদিস ডটকম' ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে 'ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার'য়ের উদ্ধৃতি দিয়ে জানানো হয়, আট আউন্সের এক গ্লাস ১ শতাংশ দুধ থেকে পাওয়া যায় প্রায় ৩০৫ মি.লি. গ্রাম ক্যালসিয়াম। আর একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রতিদিন চাই ১০০০ মি.লি. গ্রাম ক্যালসিয়াম।

তবে গরুর দুধের চাইতেও আরও কিছু খাবার থেকে মিলবে ক্যালসিয়াম। টফু: মাত্র আধা কাপ 'টফু' থেকেই পাওয়া যেতে পারে ৪৩৪ মি.লি. গ্রাম ক্যালসিয়াম সালফেট। এক গ্লাস গরুর দুধের তুলনায় তা প্রায় ১০০ গ্রাম বেশি। চিজ দিয়ে রান্না করতে হয় এমন পদগুলোতে 'টফু' ব্যবহার করতে পারেন সহজেই পালংশাক: এক কাপ পরিমাণ রান্না করা পালংশাক থেকে পাওয়া যাবে প্রায় ২৫০ মি.লি. গ্রাম ক্যালসিয়াম। এর সঙ্গে আরও এক কাপের এক চতুর্থাংশ পরিমাণ যোগ করে যদি পুরোটা খাওয়া হয় তবে যতটুকু ক্যালসিয়াম পাবেন তার মাত্রা হবে এক গ্লাস দুধের চাইতে বেশি। আমন্ড মিল্ক: আমন্ড বা কাঠবাদামে ভালো পরিমাণ ক্যালসিয়াম থাকে। প্রতি আউন্স কাঠবাদামে প্রায় ৭৫ আউন্স। অপরদিকে এক কাপ 'ফোর্টিফায়েড আমন্ড মিল্ক' এর থেকে ভালো ক্যালসিয়ামের উৎস হিসেবে। আট আউন্সের এক গ্লাস 'আমন্ড মিল্ক' দিতে পারে ৪৫০ মি.লি. গ্রাম ক্যালসিয়াম। কমলার রস: এক কাপ 'ফোর্টিফায়েড' বা আলাদাভাবে খনিজ উপাদান মিশ্রণ করা কমলার রসে পাওয়া যেতে পারে ৩৫০ মি.লি. গ্রাম ক্যালসিয়াম। দৈনিক চাহিদার ২৫ শতাংশই পূরণ হয়ে যাবে এখান থেকেই। আবার এই পানীয় থেকেই পেয়ে যেতে পারেন দৈনিক ভিটামিন সি'য়ের চাহিদার পুরোটুকু।

শীতে পা ভালো রাখতে সোল থেরাপি

সৌন্দর্যচর্চা মানে শুধুমাত্র মুখেরত্বকের পরিচর্য বা কেশচর্চা নয়, তার মধ্যে আপনার পদযুগলও পড়ে। ঠিকঠাক পরিচর্যা না করলেই সর্বনাশ। দিনের পর দিন যত্নের অভাবে শ্রীহীন হয়ে পড়ে পা দুটি। কিভাবে পায়ের সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনা যায় সে সঙ্গে শরীর এবং মনকেও উজ্জীবিত করে তোলা যায়। তারই খোঁজ মিলবে সোল থেরাপি তে।

যাদের দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয় বা কাজের সুবাদে সারাদিনই দৌড়াদৌড়ি করতে হয়, তাদের পায়ের উপর চাপ বেশি পড়ে। মাসল স্টিফ হয়ে যায়, টান ধরে। চেয়ার বহুক্ষণ বসে কাজ করার পর ব্যাক পেনের সমস্যায় নাজেহাল হয়ে পড়ি আমরা।

স্পন্ডালাইটিসের সমস্যায় ভোগেন, কেউ কেউ। দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটার কাজ করা, টিভি দেখার ফলে চোখের সমস্যা নিত্যদিনের ব্যাপার। মাথা ব্যাথায় একেবারে কুপোকাত অবস্থা। ফুড হ্যাবিট ঠিকঠাক না থাকার ফলে স্টমাকে অ্যাসিডিটি, ঠান্ডা লেগে সাইনাস, মাইগ্রেন-এর সমস্যায় জেরবার হয়ে জোগাড়। এই ধরনের নানা সমস্যার সমাধানে সোল থেরাপি একবারে অব্যর্থ ওষুধ।

আমাদের শরীরে যতগুলি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, সে সবকিছুই সোল অর্থাৎ পায়ের তলায় রয়েছে এ তথ্য বোধহয় অনেকেরই অজানা। সোল থেরাপি মূলত হাঁটুর নিচে থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত করা হয়। যার যা সমস্যা সেই অনুযায়ী ম্যাসাজ দেওয়া হয়। এই ম্যাসাজ ডিপ

মাসল টিস্যুর সার্কুলেশনের উন্নতি ঘটানোর পাশাপাশি টেনশন কমাতে সাহায্য করে। রিল্যাক্সেশানের কাজ করে। শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। একই সঙ্গে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতারও বৃদ্ধি ঘটে। মূলত সুইডিস ম্যাসাজ, ডিপ টিস্যু ম্যাসাজ, রিফ্লেকসোলজি এবং হট স্টোনথেরাপি দেওয়া হয় সমস্যা বুঝে।

প্রথমে জেনে নেওয়া যাক এই ম্যাস্যাজের দরুণ আমরা কিকি সমস্যা থেকে রেহাই পেতে পারি---

সুইডিস ম্যাসাজ--- এটি একটি কমন ম্যাসাজ। এই ম্যাসাজ মাসলকে রিল্যাক্স করে, ক্লান্তি দূর হয় সে সঙ্গে শরীরের যাবতীয় ব্যথা বেদনা থেকে মুক্তি মেলে। ডিপ টিস্যু ম্যাসাজ--- মাসল এর ওপর বেশি জোর দিয়ে বা চাপ দিয়ে এই ম্যাসাজ করা হয়। পেশিতে টান ধরার সমস্যায় যারা ভোগেন তারা এই ম্যাসাজটি নিলে উপকৃত হবেন। এই ম্যাসাজের ফলে টেনশন দূর হয় এবং শরীরে রিল্যাক্সেশন হয়। বেশি চাপ দিয়ে এই ম্যাসাজ করা হয় বলে এটাকে কানেকটিভ টিস্যু ম্যাসাজও বলা হয়। পেশিতে টান ধরার সমস্যায় যারা ভোগেন তারা এই ম্যাসাজটি নিলে উপকৃত হবেন। এই ম্যাসাজের ফলে টেনশন দূর হয় এবং শরীরে রিল্যাক্সেসন হয়। বেশি চাপ দিয়ে এই ম্যাসাজ করা হয় বলে এটাকে কানেকটিভ ম্যাসাজও বলা হয়। রিফ্লেকসোলজি--- আমাদের শরীরের যে যে অঙ্গে সমস্যা দেখা দিয়েছে তার নার্ভ পায়ের তলায় ঠিক কোনো জায়গায় রয়েছে তা চিহ্নিত করে ঠিক পার্টিকুলার পয়েন্টে প্রেশার দিয়ে এই ম্যাসাজ করা হয়। পায়ের একটা ম্যাসাজ সারা শরীরকে রিল্যাক্স করে। হট স্টোন থেরাপি— স্টোনকে গরম করে সেটা দিয়ে পায়ের তলায় ম্যাসাজ করা হয়।

সে সঙ্গে হাঁটুর নিচে থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত গরম স্টোন রাখা হয়। হাত বা পায়ে ব্যথা হলে আমরা অনেকেই গরম সেঁক নিয়ে থাকি। এক্ষেত্রেও সে কাজটি হয়। বেসল স্টোন পেশিতে হিট জেনারেট করে। নার্ভাস সিস্টেমকে ভালো রাখতে হট স্টোন থেরাপি এককথায় অনবদ্য।

মায়েদের বুকের দুধ নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা এবং সঠিক পন্থা

শিশু জন্মের পর সাধারণত মা ও শিশুর পাশে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠরা থাকেন। না জানার কারণে তারা মা ও শিশুরখাবার, খাবারেরর পরিমাণ, পুষ্টি খাওয়ানোর কৌশল নিয়ে নানা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন, যা মা ও শিশুর জন্য ক্ষতিকর।

ভুল ধারণা— সন্তান প্রসবের পর প্রথম তিন দিন মায়ের বুকের দুধ আসে না, তাই এই সময় শিশুকে মধু, মিসরির জল বা অন্য কোনো দুধ খাওয়াতে হবে।

সঠিক — তিন দিন পর যখন মায়ের বুকের দুধ দিতে হবে। ওই সময় মায়ের বুকে যতটুকু শালদধু আসে তত্টুকুই শিশুর জন্য যথেষ্ট। শিশু যত ঘন ঘন মায়ের বুকের দুধ পান করবে, তত তাড়াতাড়ি দুধ আসবে। এজন্য তিন দিন অপেক্ষা করার প্রয়োজন হয় না। এ সময় শিশুকে অন্য কোনো খাবার দিলে তার ছোট পেট ভরে থাকবে, মায়ের দুধ খেতে চাইবে না এবং মায়ের বুকে দুধ দেরিতে আসবে।

ভুল ধারণা— নবজাতক বা শিশু কান্নাকাটি করলে মনে হয় যে তার ক্ষুধা পেয়েছে।

সঠিক— নবজাতক অনেক কারণে কান্নাকাটি করে থাকে, বিশেষ করে জন্মের পরপরই পৃথিবীর নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে তার একটু সময়ের দরকার হয়। এছাড়া সে মায়ের কোলে বা বুকে থাকতে চায়, অতিরিক্ত গরম অথবা ঠান্ডার কারণেও কান্নাকাটি করতে পারে। কান্নার স ঠিক কারণ খুঁজে বের করা অবশ্যই দরকার। শুধু ক্ষুধার জন্য কান্নাকাটি করে, এমনটি ভাবা উচিত নয়।

ভুল ধারণা— মা শাকসবজি ডাল বা মাছ মাংস ইত্যাদি বা ঝোল জাতীয় খাবার খেলে শিশুর ঠান্ডা লাগে বা কাশি হয় এবং মায়ের বুকের দুধের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলে বলে ধারণা করা হয়। এছাড়া প্রসবের পরপরই যদি মা এই খাবারগগুলো খান তবে শরীরের রস বা জরায়ু শুকাতে দেরি হয়, তাই শুকনো রুটি, শুধু লবণ বা ভর্তা দিয়ে খেতে দেয়া উচিত। সঠিক— মায়ের খাদ্যভ্যাসের কারণে বুকের দুধের পরিবর্তন হয় না, যেমন—মা সাধারণ মশলাযুক্ত খাবার, শাক সবজি ফল, মাছ মাংস যাই খান না কেন, তার কারণে শিশুরক কোনো ক্ষতি হয় না, বরং মাকে কম খেতে দিলে মা দুর্বল হয়ে পড়েন এবং অপুষ্টিতে ভোগেন। তাই কোনো মায়ের বেছে খাওয়া উচিত নয়। বরং মাকে কম খেতে দিলে মা দুর্বল হয়ে পড়েন। প্রতি বেলা স্বাভাবিক খাবারের সঙ্গে একবাটি সবজি এক বাটি ডাল ও পোয়া বাটির বেশি খাবেন। এছাড়া দেশি ফল খাবেন। জলও স্বাভাবিক তাপমাত্রায় খাওয়া যাবে এবং দিনে ৮ গ্লাস জল পান করবেন।

ভুল ধারণা--- সিজারিয়ান ডেলিভারির ক্ষেত্রে শিশু প্রথম ২ থেকে ৩ দিন ভালোভাবে বুকের দুধ পায় না বা দুধ খাওয়াতে পারেন না। এছাড়া ওষুধ খাওয়ার কারণে বুকের দুধ শুকিয়ে যায়।

সঠিক— সিজারিয়ান ডেলিভারি হলেও মায়ের বুকে ভালোভাবে দুধ আসতে পারে, যদি জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে মায়ের দুধ খেতে দেওয়া হয়। অপারেশনের পর মা শুয়ে শুয়ে শিশুকে দুধ খাওয়াতে পারবেন, তবে এ সময় হাসপাতালের দক্ষ সহযোগিতা প্রয়োজন। শিশু যদি খুব ছোট হয় এবং মায়ের বুকের দুধ খেতে পারে না, তখন প্রয়োজনে মায়ের দুধ চিপে বের করে চামচে করে শিশুকে খাওয়াতে হবে। মনে রাখতে হবে, ওষুধে মায়ের বুকের দুধ শুকিয়ে যায় না। ভুল ধারণা— বুকের দুধের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য মাকে বিশেষ বিশেষ খাবার খেতে হয়, যেমন— লাউয়ের ঝোল, শিং মাছের ঝোল, ছোট মুরগি, দুধ সাগু ইত্যাদি। এসব খাবারের অভাবে মায়ের বুকের দুধের পরিমাণ কমে যায়। সঠিক— মা এধরনের খাবার অবশ্যই খেতে পারেন, তবে এই খাবার না খেলে মায়ের বুকে দুধ তৈরি হবে না বা বুকের দুধের পরিমাণ কমে যাবে, এটা ঠিক নয়। ঘরে যা রান্না হবে তাই একটু বেশি করে মাকে খেতে হবে। তাহলেই প্রয়োজনমতো দুধ আসবে।

ভুল ধারণা— ৬ মাস বয়সের পর থেকে শিশু পারিবারিক সব ধরনের খাবার খেতে পারে বা হজম করতে পারে। সঠিক— শিশুর বয়স ৬ মাস পূর্ণ হলে পারিবারিক বাড়তি খাবার দিতে হবে। তবে যেসব খাবার সে হজম করতে পারবে সেগুলোই দিতে হবে। ভুল ধারণা— প্যাকেট বা টিনজাত খাবার বা তৈরি খাবার, যেমন--- জুস, চিপস, বিস্কুট, হরলিকস ইত্যাদি শিশুর জন্য পুষ্টিকর। সঠিক--- প্যাকেট বা টিনজাত খাবার বা তৈরি খাবার শিশুর জন্য পুষ্টিকর নয়। এধরনের খাবার অনেক সময় শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ এবং ক্ষুধা নষ্ট করে। শিশুকে কখনোই বাইরের খাবার অভ্যাস করানো উচিত নয়। বরং এসবের পরিবর্তে মাছ, মাংস, ডিম, বিভিন্ন ধরনের দেশি ফল, ঘরে তৈরি খাবার শিশুকে দেয়া উচিত। ভুলধারণা— একটু বেশি বিরতি দিয়ে বুকের দুধ খাওয়ালে বুকে অনেক দুধ জমবে এবং শিশু বেশি দুধ পাবে। বুক ভারি না হলে বা নরম থাকলে বুকে দুধ কম আছে ধরে নিতে হবে। সঠিক— শিশুরা যখনই খেতে চাইবে তখনই বুকের দুধ দিতে হবে।

প্রেমের টানে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ ভারতীয় কিশোরী আটক

মনির হোসেন,ঢাকা,১৭ ফেব্রুয়ারী।। প্রেমের টানে অবৈধভাবে কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে বাংলাদেশে এসে পুলিশের হাতে আটক হয়েছে ভারতীয় এক কিশোরী। বৃহস্পতিবার দুপুরে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলার সর্দারপাড়া গ্রামের একটি বাড়ি থেকে পুলিশ তাকে আটক করে। তেঁতুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু ছায়েম মিয়া বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। পুলিশ জানায়, বুধবার দিবাগত রাতে ভারতের মুড়িখাওয়া এলাকা থেকে মহানন্দা নদী পার হয়ে ওই কিশোরী তেঁতুলিয়ায় প্রবেশ করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাকে আটকের খবর পেয়ে ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার রতনদিঘী এলাকার আব্দুল লতিফ ওরফে রকিব (২১) তেঁতুলিয়া থানায় যান। ওই কিশোরীর ভারত থেকে তার কাছে এসেছে বলে দাবি করেন তিনি।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, বুধবার গভীর রাতে তেঁতুলিয়ার সীমান্তবর্তী সর্দারপাড়া গ্রামে হাসিনুর রহমানের বাড়িতে আশ্রয় নেয় ওই কিশোরী। বিষয়টি জানাজানি হলে পুলিশ বৃহস্পতিবার দুপুরে হাসিনুরের বাড়ি থেকে তাকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ জানায়, আব্দুল লতিফ কয়েক বছর আগে ভারতে পালিয়ে গিয়ে কেরালা রাজ্যের একটি হোটেলে কাজ নেন এবং ওই কিশোরীর সঙ্গে তার প্রেম হয় বলে জানিয়েছে। ৩ মাস আগে তারা ভারতে বিয়ে করেছিলেন বলে দুজনেই দাবি করেন। সম্প্রতি আব্দুল লতিফ বাংলাদেশে চলে আসে এবং ওই কিশোরী তার খোঁজে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে।

ওসি আবু ছায়েম বলেন, ”দুজনে ভারতে বিয়ে করেছে বলে দাবি করলেও, কোনো কাগজপত্র দেখাতে পারেনি।” মেয়েটির বয়স কম হওয়ায় বিজিবি ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) মাধ্যমে মেয়েটিকে দেশে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা করছে বলে জানান তিনি।

জানতে চাইলে পঞ্চগড় ১৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. গোলাম ফজলে রাব্বী বলেন, পুলিশের হাতে আটক হওয়া ওই কিশোরীর বিষয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তেঁতুলিয়া সীমান্তে বিএসএফের সঙ্গে পতাকা বৈঠক হয়েছে।বিএসএফ কর্মকর্তারা ভারতীয় পুলিশের মাধ্যমে ওই কিশোরীর পরিচয় যাচাই করে শুক্রবার সকালের মধ্যে তাকে ফিরিয়ে নেবে বলে বৈঠকে আশ্বস্ত করেছে, বলেন তিনি।

ফের সুযোগ দিন, উত্তর প্রদেশের কোনও কৃষককে বিদ্যুতের বিল দিতে হবে না : অমিত শাহ

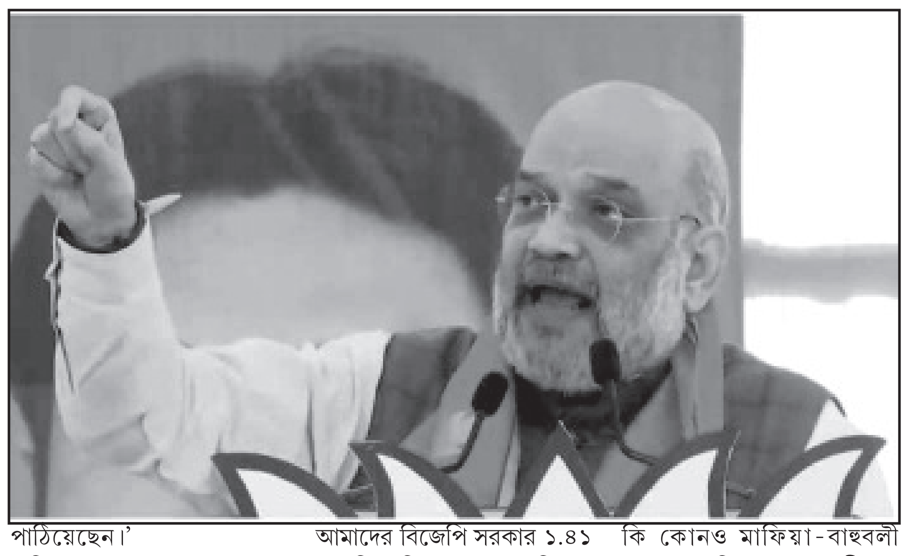

শিকোহাবাদ, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের কৃষকদের বড় আশ্বাস দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার উত্তর প্রদেশের ফিরোজাবাদের শিকোহাবাদের নির্বাচনী জনসভা থেকে অমিত শাহ বলেছেন, 'আমাদের আরও একটি সুযোগ দিন, আমাদের সরকারের অধীনে আগামী ৫ বছর উত্তর প্রদেশের কোনও কৃষককে বিদ্যুতের বিল দিতে হবে না।' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, '২০১৪ সালে যখন আমাদের সরকার গঠন হয়েছিল, তখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন এই বিজেপি সরকার দলিত, নিপীড়িত এবং পিছিয়ে পড়াদের সরকার। মোদীজি উত্তর প্রদেশে অনেক প্রকল্প পাঠিয়েছেন এবং যোগী জি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এই প্রকল্পগুলি প্রতিটি গরিবের ঘরে পাঠিয়েছেন।'

অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'উত্তর প্রদেশের ১.৬৭ কোটি মায়েদের গ্যাস দেওয়ার কাজটি করেছেন নরেন্দ্র মোদীজি। ২.৬১ কোটি দরিদ্রের বাড়িতে শৌচাগার নির্মাণের কাজ করা হয়েছে। আমাদের বিজেপি সরকার ১.৪১ কোটি দরিদ্রের ঘরে বিদ্যুৎ দেওয়ার কাজ করেছে।' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জনসভায় উপস্থিত জনগণের কাছে জানতে চান, 'যোগী আদিত্যনাথ জি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর উত্তর প্রদেশে কি কোনও মাফিয়া-বাহুবলী আছে? মাফিয়া ও বাহুবলীদের জেলে ঢোকানোর কাজ করেছেন যোগীজি। উত্তর প্রদেশে একজনও বাহুবলী নেই। এখন উত্তর প্রদেশে বজরংবলি ছাড়া আর কেউ নেই।'

সাইবার হানা রাশিয়ার ! ইউক্রেনে অচল বহু এটিএম

কিয়েভ, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বৃহত্তম সাইবার হানার কবলে পড়েছে ইউক্রেন। ইউক্রেন জুড়ে অচল হয়ে গিয়েছে বহু এটিএম। বন্ধ ইন্টারনেট পরিষেবা। আর এই কাণ্ডে সন্দেহের তির রাশিয়ার দিকে। মনে করা হচ্ছে, তারাই রয়েছে এই হ্যাকিংয়ের বিরুদ্ধে।

ইউক্রেন-রাশিয়া টানাপোড়েনে উদ্বিগ্ন গোটা বিশ্ব। যদিও বুধবার থেকে রুশ সেনা প্রত্যাহারের খবর মেলার পর থেকে মিলেছে স্বস্তি। যদিও আমেরিকার দাবি, রাশিয়ার সেনা সরানোর দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যে। শেষ পর্যন্ত সত্যিই যুদ্ধ হবে কিনা তা এখনই পুরোপুরি পরিষ্কার না হওয়ার মধ্যেই ইউক্রেনের দাবি, ইতিমধ্যেই 'হাইব্রিড ওয়ার' শুরু করে দিয়েছেন রাশিয়া। কারন বৃহত্তম সাইবার হানার কবলে পড়েছে ইউক্রেন। ইউক্রেন জুড়ে অচল হয়ে গিয়েছে বহু এটিএম। বন্ধ ইন্টারনেট পরিষেবা। এর ফলে সাধারণ মানুষকে পড়তে হয়েছে আতান্তরে। একে তো যুদ্ধের আশঙ্কা। তার মধেই বিপদের সময়ে হাতে টাকা মজুত রাখতে না পারার ব্যর্থতা। এদিকে ইউক্রেনের সরকারি ওয়েবসাইটও কাজ করছে না। বহু ব্যাংক মূল সার্ভারের সঙ্গে যোগাযোগ ধরে রাখতে পারছে না। তার ফলে সব মিলিয়ে ইউক্রেনের পরিস্থিতি বেশ খারাপ। আর এই কাণ্ডে সন্দেহের তির রাশিয়ার দিকে। মনে করা হচ্ছে, তারাই রয়েছে এই হ্যাকিংয়ের বিরুদ্ধে।—কাকলি

স্বস্তি পেলেন হিন্দুস্তানি ভাউ, মুম্বইয়ের আদালতে জামিন মঞ্জুর

মুম্বই, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পড়ুয়াদের প্রভাবিত করার দায়ে গত ১ ফেব্রুয়ারি ইউটিউবার 'হিন্দুস্তানি ভাউ'-কে গ্রেফতার করেছিল ধারাভি পুলিশ। অবশেষে বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের দায়রা আদালতে জামিন পেলেন হিন্দুস্তানি ভাউ ওরফে বিকাশ ফাটক। হিন্দুস্তানি ভাউ-এর আইনজীবী অনিকেত নিকম জানিয়েছেন, মুম্বইয়ের সেশন কোর্টে জামিন পেয়েছেন হিন্দুস্তানি ভাউ ওরফে বিকাশ ফাটক।

দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণির অফলাইন পরীক্ষা বন্ধের দাবিতে মহরাষ্ট্রের শিক্ষামন্ত্রী বর্ষা গায়কোয়াড়ের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখায় হাজার হাজার পড়ুয়া। তাদের দাবি ছিল, তারা কোভিড পরিস্থিতিতে অনলাইনে পড়াশোনা করেছে তাই পরীক্ষাও অনলাইনেই দেবে। অফলাইনে পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত বদলাতে হবে সরকারকে। ছাত্রদের উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে 'হিন্দুস্তানি ভাউ'-কে গ্রেফতার করা হয়।

অকাল-মৃত্যু ! মালায়লাম অভিনেতা কোট্টায়াম প্রদীপের জীবনাবসান

তিরুবনন্তপুরম, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): অকালে প্রয়াত হলেন মালায়লাম ও তামিল অভিনেতা কোট্টায়াম প্রদীপ। বৃহস্পতিবার সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। থিয়েটার ও টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন প্রদীপ। কোট্টায়ামে জন্ম প্রদীপ বৃহস্পতিবার সকালে অসুস্থ বোধ করেন। তৎক্ষণাৎ তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

স্কুল জীবন থেকেই অভিনয়ের প্রতি ভালোবাসা ছিল প্রদীপের, তিনি স্কুল ও কলেজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন। দশম শ্রেণীতে থাকাকালীন তিনি কিংবদন্তি এনএন পিল্লাইয়ের একটি নাটকে শিশু শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। জীবন বীমা নিগমে যোগদানের পরও তিনি নাটক চালিয়ে যান। ৯০-এর দশকের গোড়ার দিকে, যখন তিনি তাঁর ছেলের সঙ্গে একটি টিভি সিরিয়ালে স্ক্রিন টেস্টের জন্য যান, সিরিয়ালের প্রযোজক তাঁকে একই সিরিয়ালে একটি ভূমিকার প্রস্তাব দেন। প্রায় ৭০ ছবিতে অভিনয় করেছেন প্রদীপ।

নৈহাটিতে তৃণমূল নেতাকে গুলি; অল্পের জন্য রক্ষা, প্রতিবাদ দলীয় কর্মীদের

নৈহাটি, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): নৈহাটির শিবদাসপুরে তৃণমূল কংগ্রেস নেতাকে লক্ষ্য করে গুলি চালাল অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা। ছোড়া হয় বোমাও। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন তৃণমূল নেতা রানা দাশগুপ্ত। বুধবার রাতের ঘটনা। প্রতিবাদে রাতেই হালিশহরে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে অবরোধ করেন তৃণমূল কর্মীরা। আততায়ীদের শাস্তির দাবি জানান তাঁরা। পুলিশি আশ্বাসে অবরোধ উঠে যায়।

বারাকপুর ১ নম্বর ব্লকের তৃণমূল নেতা রানা দাশগুপ্তর অভিযোগ, বুধবার রাতে বাড়ি ফেরার পথে, তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। বোমাও ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। তৃণমূল নেতার দাবি, বাইকে চড়ে আসে দুই দুষ্কৃতী। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গাড়ির দরজায় লাগে। রাতেই ঘটনাস্থলে যায় বীজপুর থানার পুলিশ। কী কারণে হামলা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

গুজরাটে খুলল প্রাক-প্রাথমিক স্কুল, শ্রেণিকক্ষে ফিরে খুশি উপচে পড়ল খুদে পড়ুয়াদের

আহমেদাবাদ, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): আহমেদাবাদ থেকে ভাদোদরা, সুরাট থেকে রাজকোট-গুজরাটের সর্বত্রই খুলে গেল প্রাক-প্রাথমিক স্কুল। দীর্ঘদিন পর শ্রেণিকক্ষে ফিরে খুশি উপচে পড়ল প্রাক-প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়াদের চোখেমুখে। কচিকাঁচাদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে কোথাও কোথাও স্কুলে স্কুলে নানা আয়োজন করা হয়। কোথাও চকোলেট হাতে দিয়ে স্বাগত জানানো হয় পড়ুয়াদের। ক্লাস শুরু হওয়ার ঘন্টাখানেকের মধ্যে ফিরল বন্ধুত্বও। আহমেদাবাদের এইচ বি কাপাড়িয়া নিউ হয় স্কুলের এক ছাত্রী জানিয়েছে, 'আমার ৫ বছর বয়স। ভালোভাবে সাজিয়ে মা আমাকে স্কুলে নিয়ে এসেছে। স্কুলে ফিরে আমি ভীষণ খুশি।' একই অনেক দেখা গিয়েছে অন্যান্য খুদে পড়ুয়াদের মধ্যেও।

ফের ধাক্কা খেল কংগ্রেস, মণীশের উপস্থিতিতে আপ-এ যোগ দিলেন ৩ জন কাউন্সিলর

অমৃতসর, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পঞ্জাবে ফের বড়সড় ধাক্কা খেল কংগ্রেস। এবার আম আদমি পার্টি (আপ)-তে যোগ দিয়েছেন অমৃতসর কংগ্রেসের ৩ জন কাউন্সিলর। বৃহস্পতিবার দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও আপ নেতা মণীশ সিসোদিয়ার উপস্থিতিতে ৩ জন কংগ্রেস কাউন্সিলর যোগ দিয়েছেন আম আদমি পার্টিতে। আপ-এ যোগ দেওয়া এই ৩ জন কাউন্সিলর হলেন-প্রিয়াঙ্কা শর্মা, মনদীপ আহুজা ও গুরজিৎ কৌর।

পঞ্জাবে একের পর এক ধাক্কা খেয়েই চলছে কংগ্রেস। বুধবারই কংগ্রেসের সঙ্গে সমস্ত ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করে আম আদমি পার্টি (আপ)-তে যোগ দিয়েছেন অমৃতসরের মেয়র করমজিৎ সিং রিন্টু। সেই ধাক্কা সামলাতে না সামলাতেই ৩ জন কংগ্রেস কাউন্সিলর যোগ দিলেন আম আদমি পার্টিতে। প্রিয়াঙ্কা শর্মা, মনদীপ আহুজা ও গুরজিৎ কৌরকে উত্তরীয় পরিয়ে দলে স্বাগত জানিয়েছেন মণীশ সিসোদিয়া।

চোর—গুন্ডা—বদমাশ তৃণমূলের হয়ে রাজনীতি করছে : দিলীপ ঘোষ

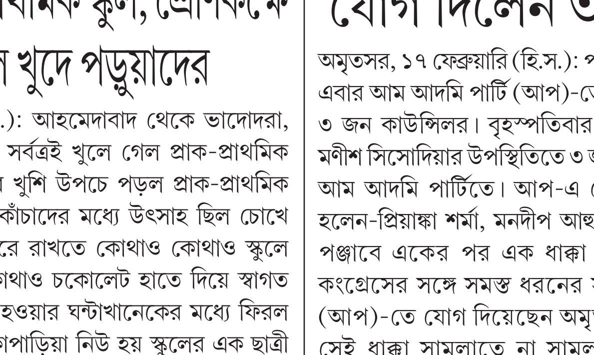

বারুইপুর, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : চোর, গুন্ডা, বদমাশ তৃণমূলের হয়ে রাজনীতি করছে। যে গণতন্ত্র চলছে, তা হল সাজান গণতন্ত্র। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর বিজেপি প্রার্থীদের হয়ে প্রচারে এসে এমনটাই বললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

এদিন বারুইপুরের ৪ নম্বর ওয়ার্ড থেকে বিজেপি প্রার্থীদের নিয়ে প্রচার মিছিলে যোগদান করলেন দিলীপ ঘোষ। বহু মানুষের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করলেন। বারুইপুর পুরসভার ৪ নম্বর, ৬ নম্বর, ৭ নম্বর, ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থীদেরকে নিয়ে মিছিলে যোগদান করলেন তিনি। দিলীপ ঘোষ জানান, চোর, গুন্ডা, বদমাশ তৃণমূলের হয়ে রাজনীতি করছে। যে গণতন্ত্র চলছে, তা হল সাজানো গণতন্ত্র। মানুষ দেখেছেন কীভাবে ভোট করানো হচ্ছে? পশ্চিমবঙ্গকে বিরোধী-শূন্য করার চেষ্টা চলছে। বিজেপি প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করাবার আবেদন জানালেন তিনি।

তিনি আরও জানান, মজবুত সংগঠন না থাকলেও গত পুরসভা নির্বাচনে বারুইপুর পুরসভায় বিজেপি ভোট পেয়েছিল। একটা ওয়ার্ড জিতেছিল বিজেপি, যা হল ৪ নম্বর ওয়ার্ড। সেখানে ভাল কাজ হয়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রাজ্যসভার সাংসদরা এখানকার জন্য অর্থ বরাদ্দ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। যার দ্বারা উন্নয়ন হয়েছে। ৪ নম্বর ওয়ার্ডে যিনি জয়ী হয়েছিলেন, এবার তাঁর মা প্রার্থী হয়েছেন। কারণ এবার এটি মহিলা ওয়ার্ড। তাঁর আবেদন, আগের কাউন্সিলারের অসম্পূর্ণ কাজ তাঁর মায়ের নেতৃত্বে করার সুযোগ দেওয়া হোক। নতুন বারুইপুর গড়বার জন্য বিজেপিকে সুযোগ দেবার অনুরোধ জানালেন তিনি।

একাধিক ওয়ার্ডে বিজেপি প্রস্তাবক পায়নি, তৃণমূলের এই বক্তব্য প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ জানালেন, বীরভূমে, ডায়মন্ড হারবারের একাধিক এলাকায় মনোনয়ন জমা দিতে দেওয়া হয়নি, কোথাও পুলিশ দিয়ে জোর করে মনোনয়ন বাতিলে বাধ্য করা হয়েছে। বারুইপুরের একটি ওয়ার্ডে ভয়ে কেউ দাঁড়াতে চান নি, তাই প্রস্তাবক পাওয়া যায় নি। সারা রাজ্য জুড়ে চলছে ভয় দেখান। বিধাননগর পুরসভাতে ৯০, ৯৫ ভোট পাচ্ছেন তৃণমূল প্রার্থীরা। সবাই বুঝতে পারছেন, কি ধরনের ভোট হয়েছে? এই ধরনের গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে, সাজানো গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিজেপি লড়াই করছে। বিজেপি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেমেছে। লোকসভা, বিধানসভাতে মানুষ বিজেপিকে আশীর্বাদ করেছেন। সারা পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনে বিরোধী শূন্য করার প্রচেষ্টা চলছে। গুন্ডা দিয়ে ভয় দেখিয়ে, পুলিশ দিয়ে ভয় দেখিয়ে একাজ চলছে।

ডায়মন্ড হারবারে প্রকাশ্যে দুজনকে হত্যা প্রসঙ্গে তিনি জানান, ডায়মন্ড হারবারে এটা নতুন কিছু নয়। ডায়মন্ডহারবার, বীরভূম পশ্চিমবাংলার সবচেয়ে বেশি অপরাধপ্রবণ জায়গা। সেখানে অপরাধীরা, সমাজবিরোধীরা তৃণমূলের ঝাণ্ডা ধরে বেড়াচ্ছে, খুনখারাপি চলছে। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির ওপর হামলা করা হয়েছিল প্রকাশ্য রাস্তায়। যে দৃশ্য দেখেছে সারা দেশ।এরপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন উত্তরপ্রদেশে গিয়ে পরিবর্তনের কথা বলছেন, তখন সেখানকার মানুষ জিজ্ঞাসা করছেন তাঁকে, গুন্ডা রাজনীতি কে করেন? তাঁরা চান না হিংসার রাজনীতি। সারা দেশে বাংলার মুখ পুড়িয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

সৌমেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের

কাঁথি, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : প্রভাত কুমার কলেজে দুর্নীতির অভিযোগে শুভেন্দু অধিকারীর ভাই সৌমেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে কাঁথি মহকুমা আদালতে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের করা হল। বুধবার কাঁথি মহকুমা আদালত এই নির্দেশ দিয়েছে কাঁথি থানার আইসি-কে। জনৈক আবু সোহেল সৌমেন্দুর বিরুদ্ধে এই মামলা করেছিলেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই এই মামলা হয়।

এই মামলায় আইসিকে এফআইআর করার নির্দেশ দেন কাঁথি মহকুমা আদালতের অতিরিক্ত মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট প্রতিমা শুক্লা। বিচারক এই মর্মে আগামী ১৬ এপ্রিল কাঁথির আইসিকে আদালতে রিপোর্ট পেশ করারও নির্দেশ দিয়েছেন। এদিন আবু সোহেলের আইনজীবী মঞ্জু রহমান খান জানিয়েছেন, এ বিষয়ে পুলিশ আইনি ব্যবস্থা না নেওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সাধারণ সম্পাদক আইনজীবী আবু সোহেল কাঁথি আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। পরে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন আবু সোহেল। হাইকোর্টের নির্দেশ মেনেই কাঁথি এসিজেএম আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। সেখানেই দুর্নীতির মামলা দায়ের করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, কাঁথির প্রভাত কুমার কলেজের বিল্ডিংয়ের কাজের জন্য একসময় টেন্ডার ডাকা হয়েছিল ও অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল। সেসময় এই কলেজের চেয়ারম্যান ছিলেন সৌমেন্দু অধিকারী। অভিযোগ উঠেছে তাঁর চেয়ারম্যান থাকার সময়েই ব্যাপক আর্থিক দুর্নীতি ঘটেছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন আবু সোহেল। অভিযোগের ভিত্তিতে কাঁথি মহকুমা আদালতে মামলার শুনানি চলে। এরপর কাঁথি থানাকে সৌমেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে এফআইআর করার নির্দেশ দেয় আদালত।

প্রসঙ্গত, গতবছর শুভেন্দু অধিকারী ও সৌমেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে ত্রিপল চুরির অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এবার আবার জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের করা হল সৌমেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে। যে ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে।

তবে, এই অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে নারাজ সৌমেন্দু অধিকারী। এই মামলা প্রসঙ্গে এদিন তিনি বলেন, 'প্রমাণ দিতে বলুন। মুখে তো ট্যাক্স লাগে না। ভোটের সময় যা খুশি বলা যায়।' কার্যত ওই আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগদানের পরই বারবার নানারকম ঝঞ্ঝাট, হেনস্থার মুখে পড়ছেন সৌমেন্দু অধিকারী ও শুভেন্দু অধিকারী। বারবার তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ করে হেনস্থা করা হচ্ছে। সঠিক তদন্ত হলেই, আসল সত্যটি সামনে বেরিয়ে আসবে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

বিশ্বভারতীতে একাধিক দাবিতে এবার যৌথ আন্দোলনে এসএফআই টিএমসিপি

শান্তিনিকেতন, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : রাজ্য রাজনীতির সমীকরনের বাইরে অন্য ছবি! বিশ্বভারতীতে ছাত্র আন্দোলনে একসাথে সামিল টিএমসিপি ও বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআই।অবিলম্বে হোস্টেল গুলি খুলতে হবে ও অফলাইনে পরীক্ষা নিতে হবে। এমনই একাধিক দাবিতে বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সামনে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ছাত্র বিক্ষোভ।এই আন্দোলনে বাম সমর্থিত পড়ুয়াদের সঙ্গে যৌথভাবে আন্দোলনে নামল তৃণমূল সমর্থিত পড়ুয়ারা। দাবি না মানা পর্যন্ত আন্দোলন জারি থাকবে বলে সাফ জানিয়েছন আন্দোলনকারীরা।

করোনা আবহে দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। তবে সদ্য খুলেছে বিশ্ববিদ্যালয় , কিন্তু হোস্টেল খোলা হচ্ছে না। এর ফলে বাইরে থেকে বিশ্বভারতীতে পড়তে আসা হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীরা সমস্যায় পড়েছে। হোস্টেল খোলার দাবিতে এদিন বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ শুরু করে পড়ুয়ারা। বাইরে থেকে পড়তে আসা পড়ুয়াদের কথায়, মোটা টাকা ভাড়া দিয়ে মেসে বা বেসরকারি হোস্টেলে থাকতে হচ্ছে। অনেকে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকছেন। তাই অবিলম্বে হোস্টেল খোলা হোক। এছাড়াও, বিক্ষোভরত পড়ুয়াদের আরও দাবি অনলাইনে পঠন-পাঠন করিয়ে অফলাইনে কেন পরীক্ষা নেওয়া হবে? অনলাইনে পড়াশোনার পর অফলাইনে পরীক্ষা নেওয়া যাবে না। অন্তত প্রথম সেমিস্টারের পরীক্ষা অনলাইনেই নিতে হবে।

রাজ্য রাজনীতিতে যখন সিপিএম তৃণমূল প্রতিপক্ষ রূপে লড়াই এর ময়দানে তখন পৌর সভা ভোটের বাজারে ও বিশ্বভারতীর ছাত্র আন্দোলনে হঠাৎ দুই প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের নেতারা একসাথে আন্দোলনে নামার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যদিও সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআই নেতা সোমনাথ সৌ বলেন, 'আপাতত আমাদের তিনটি দাবি। এই দাবি না মানা হলে আরও বৃহত্তর আন্দোলন করব।আর আমাদের এই আন্দোলনে রাজনৈতিক ব্যানার ছেড়ে যে কোন ছাত্র ছাত্রী যোগ দিতে পারেন। সেই হিসেবে টিএমসিপি ছাত্র ছাত্রীরাও যোগ দিয়েছে। সকলের দাবি একটাই।'

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেত্রী মীনাক্ষী ভট্টাচার্য বলেন, 'ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে উপাচার্য কথাই বলেন না। হোস্টেল না খুললে এত পড়ুয়া কোথায় থেকে পড়াশোনা করবে। অবিলম্বে হোস্টেল খুলতে হবে আর অনলাইনে পরীক্ষা নিতে হবে।রাজনীতি ও রাজনৈতিক মতাদর্শ কে সড়িযে রেখে এক সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে লড়াই করলে ছাত্র ছাত্রী দের সার্বিক লাভ হবে। তার জন্য প্রযোজনে আমরা এক সঙ্গে লড়াই করব।'

অন্যদিকে, বিশ্বভারতীতে আরবি ভাষায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর চালুর দাবিতে ভাষাভবনের গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীরা। বীরভূম জেলার বিভিন্ন স্কুল, মাদ্রাসার পড়ুয়ারা এদিন বিক্ষোভ দেখায়। তাঁদের দাবি, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ বারবার প্রতিশ্রুতি দিলেও তাঁরা আরবি ভাষায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর চালু করনি। হিন্দুস্থান সমাচার / হেমাভ

১৯ ফেব্রুয়ারি পুর নির্বাচনের প্রচারে ঝাড়গ্রামে আসছেন সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

ঝাড়গ্রাম, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ঝাড়গ্রাম পুরসভা এবার নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেতে চাই শাসক দল। তবে শহরে বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে শাসক দলের রয়েছে দুর্বল প্রার্থী।কোথাও রয়েছে দলের বিক্ষুব্ধ নির্দল কাঁটা তো কোথাও আবার রয়েছে নতুন মুখ,বহিরাগত প্রার্থী। আর তাই এবার রুপালী পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এনে স্টার ক্যাম্পেন করবে তৃণমূল। দলের মহাসচিবের নির্দেশ অনুযায়ী ১৯ ফেব্রুয়ারি শহরে 'দূর্বল 'ওয়ার্ড গুলিতে প্রচার করবেন সায়ন্তিকা। তৃণমূলের দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝাড়গ্রাম শহরে আঠারোটি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৬, ১৩, ১১, ১, ১৫ নম্বর ওয়ার্ড গুলি তৃনমূলের কাছে অস্বস্তির কারন।১৬ এবং ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে দলেরই এক জেলা কমিটির সদস্য ও এক প্রাক্তন কাউন্সিলর তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন।১১ নম্বর ওয়ার্ডেও রয়েছে নির্দল প্রার্থীকে নিয়ে আভ্যন্তরিন দ্বন্দ্ব।১৫ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থীকে নিয়ে রয়েছে বহিরাগতের অভিযোগ। আর ১ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী নতুন। কর্মীরা চাইছেন ওই ওয়ার্ডে স্টার ক্যাম্পেন হোক।আর আঠারোটি ওয়ার্ডে পুর নির্বাচন প্রস্তুতি এবং প্রচারের জন্য জেলার চার মন্ত্রী, বিধায়ক সহ নয় জনের একটি কমিটি গঠিত হয়েছে।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ওই কমিটি অভিনেত্রী সায়ন্তিকা কোন কোন ওয়ার্ডে প্রচারে যাবেন তা ঠিক করবে। অন্যদিকে এদিন বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রাম শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে শাসক দলের পক্ষ থেকে বাড়ি বাড়ি প্রচার, স্ট্রিট কর্নার গুলি হয়েছে। প্রচারে কর্মীদের মধ্যে দারুন উৎসাহ ছিল। বিভিন্ন ওয়ার্ড ভিত্তিক যে মনিটরিং কমিটি রয়েছে সেই কমিটির নেতৃত্বরা প্রচারে থাকছেন।অন্যান্য কমিটির নেতৃত্বরা থাকছেন। এদিন আট নম্বর ওয়ার্ডের নির্বাচনি কার্যালয় খোলা হয়েছে। ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূলের সভাপতি, বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদা বলেন ' নির্বাচনি প্রস্তুতি ও প্রচার কমিটির সদস্যদের সাথে আলোচনা করে সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় কোন কোন ওয়ার্ডে প্রচারে যাবেন তা ঠিক করা হবে।সবটাই আলোচনার ভিত্তিতে করা হবে।'হিন্দুস্থান সমাচার / গোপেশ

গরুপাচার কাণ্ডের তদন্তে দেব অভিনীত জনপ্রিয় ছবির সহ প্রযোজককে তলব সিবিআইয়ের

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : গোরু পাচার কাণ্ডে এবার অভিনেতা-সাংসদ দেবের সহ প্রযোজক পিন্টু মণ্ডলকে তলব করল সিবিআই।

শুক্রবারের মধ্যে হাজিরা দিতে হবে তাঁকে। এমনটাই খবর সিবিআই সূত্রে। এর আগে দেবকেও জেরা করে সিবিআই।

জানা গিয়েছে, দেব অভিনীত একটি জনপ্রিয় ছবির সহ প্রযোজক পিন্টু মণ্ডল। তাঁকেই জেরা করতে চলেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সিবিআই সূত্রে খবর, গরুপাচারকারীরা টলিউডে আর্থিক বিনিয়োগ করেছে কিনা, সে বিষয়টিই ভাবাচ্ছে আধিকারিকদের। এ বিষয়ে পিন্টু মণ্ডলকে জেরা করা হতে পারে বলেই সূত্রের খবর।

প্রসঙ্গত, এর আগে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি দেবকে তলব করে সিবিআই।নিজাম প্যালেসে সিবিআই দফতরে যান ঘাটালের তারকা তৃণমূল সাংসদ তথা অভিনেতা দেব। টানা পাঁচ ঘণ্টা জেরা করা হয় তাঁকে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

বৃহস্পতিবার ৪০তম আগরতলা বইমেলা নিয়ে বৈঠকে বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। ছবি নিজস্ব।

বাদাম বিক্রি ছেড়ে সম্পূর্ণ ভাবে সঙ্গীত সাধনাতেই ডুবে যেতে চান ভূবন বাদ্যকর

বোলপুর, ১৭ ফেব্রুযারি (হি. স.) :বাদাম বিক্রি ছেড়ে সম্পূর্ণ ভাবে সঙ্গীত সাধনাতেই ডুবে যেতে চান ভূবন ।তাতে পেশা ছাড়তেও তৈরি 'বাদাম কাকু' হিসাবে পরিচিত ভূবন বাদ্যকর ।তার বাদাম গানের কপিরাইট পেয়ে আনন্দিত ভূবন জানালেন, আর বাদাম বিক্রি করবেন না তিনি। ডুব দেবেন গানের সাগরে। ইলামবাজারের গোধূলিবেলা মিউজিক সংস্থার উদ্যোগে কপিরাইটের দেড় লক্ষ টাকার চেক হাতে পেলেন তিনি।

বীরভূম জেলার দুবরাজপুর ব্লকের অন্তর্গত লক্ষ্মীনারায়ণপুর পঞ্চায়েতের কুড়ালজুরি গ্রামে ছোট্ট মাটির খড়ের বাড়িতে থাকেন ভুবন বাদ্যকর। বাড়িতে রয়েছেন স্ত্রী, দুই ছেলে ও এক কন্যা সন্তান। সংসার চালাইতে বিগত ১০ বছর ধরে বাদাম বিক্রি করছেন তিনি। বাদাম বিক্রি করার জন্য গান বেঁধে ছিলেন ভূবন বাদ্যকর ।বাদাম বাদাম দাদা কাঁচা বাদাম, আমার কাছে নাই গো বুবু ভাজা বাদাম...' এই গানটি সোস্যাল মিডিয়ায় খুবই ভাইরাল হয়েছে। এমনকী সারা বিশ্বে কয়েক মিলিয়ন মানুষ দেখে ফেলেছেন। এখন মোবাইলে ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটিক,ইত্যাদি খুললেই বেজে উঠছে এই গান।

প্রয়াত

● প্রথম পাতার পর

হয়ে লড়াই করেছিলেন। তিনি সমাজসেবী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। দীর্ঘ দিনের পরিচয়। উনার মৃত্যুর খবর পেয়ে ছুটে এসেছেন বলে জানান তিনি।

পরে মৃতদেহ নিয়ে আসা হয় নিজ বাসভবনে। প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা জানান, সবার প্রিয় নেতা সুধীর রঞ্জন মজুমদারের সহধর্মিনী। চিকিৎসকদের বহু প্রচেষ্টার পরেও মৃত্যু হয়েছে। শ্রদ্ধা জানিয়ে শোক জ্ঞাপন করেন। পরিবার-পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানান। মেয়র দীপক মজুমদারও খবর পেয়ে ছুটে যান। ১৯৮৬ সাল থেকে পরিচয় ছিল সুধীর রঞ্জন মজুমদারের পরিবারের সাথে। তিনি সমাজসেবী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ১৯৯৫ সালে পুর নির্বাচনে টিকিট পেয়েছিলেন মিলন প্রভা মজুমদারের কৃতিত্বে।

এদিকে খবর পেয়ে ছুটে যান তিপ্রা মথার নেতা জগদীশ দেববর্মা। তিনি শ্রদ্ধা জানিয়ে মিলন প্রভা মজুমদারের আত্মার সদগতি কামনা করেন। এদিন বাসভবনে এছাড়াও শ্রদ্ধা জানাতে যান বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী জায়া নিতি দেব, প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্ব সুদীপ রায় বর্মন, আশীষ কুমার সাহা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। তাছাড়া শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ প্রয়াত মিলন প্রভা মজুমদারকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আশিস মিশ্রের জামিনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আবেদন সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : লখিমপুর কাণ্ডে অভিযুক্ত আশিস মিশ্রের জামিনের বিরোধিতায় আবেদন এবার জমা পড়ল সুপ্রিম কোর্টে। গত ১০ ফেব্রুয়ারি এলাহাবাদ হাইকোর্ট ধৃত স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনির ছেলেকে জামিন দেয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ (খুন) এবং ১২০-বি (অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র) ধারা-সহ অন্যান্য গুরুতর ধারায় অভিযুক্ত মন্ত্রী পুত্রের জামিন নিয়ে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেন কৃষকরা।

এবার আশিস মিশ্রের জামিনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শীর্ষ আদালতে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করলেন আইনজীবী শিবকুমার ত্রিপাঠী এবং সিএস পান্ডা। গত ১০ ফেব্রুয়ারি জামিন পেলেও আশিস মিশ্র জেল থেকে ছাড়া পান ১৫ ফেব্রুয়ারি। অন্যান্য ধারাতে মন্ত্রী পুত্র জামিন পেলেও ৩০২ এবং ১২০-বি ধারায় জামিন মঞ্জুর হয়নি।

আশিসের আইনজীবী এ ব্যাপারে হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সোমবার আদালত জানিয়ে দেয়, টাইপিংয়ে ভুলের জন্যই ওই দুটি ধারা রায়ের কপিতে উল্লেখ নেই। তাই রায়ের কপিতে ওই দুটি ধারা উল্লেখ করার নির্দেশ দেয় এলাহাবাদ হাইকোর্ট। তারপরই চার মাস পর মঙ্গলবার জেল থেকে ছাড়া পান আশিস মিশ্র।

রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে সিপিআইএমের গণডপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারী।। এবার গোটা রাজ্যের সাথে উত্তরের সিপিআইএম কর্মী সমর্থকরাও দূর্নীতির বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে মাঠে। বৃহস্পতিবার দুপুর বারোটায় উত্তর জেলার কদমতলা ব্লকাধীন রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে নয় দফা দাবি সনদের ভিত্তিতে সিপিআইএম দলের কর্মী সমর্থকরা এক গন ডেপুটেশনে মিলিত হন।

এদিন সিপিআইএম রাজনগর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সচিব চন্দন দাসের নিকট গন ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। উক্ত গন ডেপুটেশনে নয় দফা দাবি দাওয়া গুলি হল(১)রাজনগর বাজার থেকে গঙ্গার জল জেবি স্কুল পর্যন্ত পেভার ব্লকের রাস্তার কাজে ব্যাপক অনিয়ম ও দূর্নীতি উচ্চ পর্যায়ে তদন্তের দাবি (২)বিগত চার বছর যাবৎ প্রতিবছরের আয় ব্যয় ও উন্নয়ন মূলক কাজের পুস্তিকা প্রকাশ করতে হবে (৩) উক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে রেগার কাজে ড্রজার মেশিন দিয়ে মাটি কাটা বন্ধ করতে হবে (৪)অটল জলধারা প্রকল্পে পানীয় জলের জন্য অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কূপ ও নলকূপ খননের নামে ব্যাপক অর্থের অপচয় বন্ধ করে যথাযথ পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করা ইত্যাদি।

এদিকে গন ডেপুটেশন শেষে,রাজনগর অঞ্চল কমিটির সম্পাদক জহরুল হক বলেন,কদমতলা ব্লকাধীন উনিশটি গ্রাম পঞ্চায়েতে হরির লুট চলছে ।তবে রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েত সকল মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। উক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে উন্নয়নের নামে সাধারণ জনগনের অর্থ ব্যাপক হারে ন্ট্রিত হচ্ছে ।তাই সিপিআইএম রাজনগর অঞ্চল কমিটির সদস্যারা সানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিবের নিকট নয় দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে গন ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন। পঞ্চায়েত সচিব সিপিআইএম এর প্রতিনিধি দলকে চলতি মাসের মধ্যে সকল তথ্য প্রদান সহ উর্ধতন কর্তৃপক্ষের গোচরে আনবেন বলেও আশ্বস্ত করেন ।তবে চলতি মাসের মধ্যে তাদের দাবি দাওয়া গুলি পূরন না হলে আগামী দিনে গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বৃহত্তর আন্দোলনে যাবারও হুমকি দেন অঞ্চল সম্পাদক জহরুল হক ।আজকের রাজনগর অঞ্চল কমিটির গন ডেপুটেশন উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম মহকুমা কমিটির সদস্য ও রাজনগর অঞ্চল কমিটির সম্পাদক জহরুল হক, অঞ্চল কমিটির সদস্য জাকির হোসেন,রাজ দুলাল পাল প্রমুখ।

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মহারাষ্ট্রে মৃত্যু রাজ্যের সিআরপিএফ জওয়ানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারী।। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সুদুর মহারাষ্ট্রে মারা গেলেন এক জওয়ান। এমন খবরে সতীর্থ সহ মৃতের পরিবার ও পরিজনদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জানা গেছে উত্তর জেলার চুরাইবাড়ি থানাধীন নদিয়াপুর এলাকার স্বর্গীয় শিক্ষক গকুলসেনা সিনহার ছেলে গৌতম সিনহা বিগত ২০০১ সালে সিআরপিএফে যোগদান করেন ।সম্প্রতি তিনি চাকুরি সুত্রে মহারাষ্ট্রে কর্মরত ছিলেন ।বৃহষ্পতিবার তিনি কর্মরত অবস্থায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন বলে তার পরিবার সুত্রে জানা গেছে। প্রয়াত জওয়ানের মা সহ স্ত্রী ও দুটি কন্যা সন্তান বর্তমান ।শুক্রবার প্রয়াতের পার্থিব দেহ সরকারি ভাবে নিজ গ্রামের বাড়িতে এনে রাষ্ট্রিয় মর্যদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে বলে জানা গেছে।

বেসরকারি চাকরিতে স্থানীয়দের ৭৫ শতাংশ সংরক্ষণ, বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : হরিয়ানাতে বেসরকারি চাকরিতে স্থানীয়দের ৭৫ শতাংশ সংরক্ষণের আইন বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট। কার্যত হরিয়ানা সরকারের সিদ্ধান্তকেই কার্যকর করল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। এইসঙ্গে পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাই কোর্টের অন্তর্বর্তী রায়কে খারিজ করে দিল শীর্ষ আদালত।

উল্লেখ্য, হরিয়ানা সরকারের নয়া আইনে স্থগিতাদেশ দিয়েছিল হরিয়ানা ও পঞ্জাব হাইকোর্ট।

হরিয়ানায় ৩০ হাজার টাকার কম বেতনের সমস্ত বেসরকারি চাকরিতে ৭৫ শতাংশ স্থানীয়দের নেওয়া বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেছিল হরিয়ানা সরকার। এর বিরুদ্ধে সরব হয় সে রাজ্যের বেসরকারি সংস্থাগুলি। মামলা হয় পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাই কোর্টে। প্রাথমিক শুনানির পর হরিয়ানা সরকারের নয়া আইনে স্থগিতাদেশ দেয় পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাই কোর্ট। হাই কোর্টের বক্তব্য, সরকারের এই সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যের বেকার সমস্যার সমাধান হবে না বলেও মন্তব্য করে আদালত। এর পরেই চলতি মাসের শুরুতে হাই কোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিল হরিয়ানা সরকার। সরকারি আইনজীবী অভিযোগ করেন, হাই কোর্ট তাদের বক্তব্য ভালভাবে শোনেনি।

বৃহস্পতিবার হরিয়ানা ও পঞ্জাব হাই কোর্টকে আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বলল সুপ্রিম কোর্ট। এইসঙ্গে বিচারপতিদের বেঞ্চ জানিয়ে দিল, যতদিন না চূড়ান্ত রায় ঘোষণা হচ্ছে, ততদিন বহাল থাকবে বেসরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রে সংরক্ষণের সরকারি সিদ্ধান্ত।

দৈনিক সংক্রমণ বেড়ে ৩০ ৭৫৭, ভারতে আরোগ্যের হার ৯৮.০৩ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভারতে ফের বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, তবে খুবই সামান্য। কোভিডে মৃত্যুর সংখ্যা ফের ৫০০-র গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। বুধবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩০ হাজার ৭৫৭ জন, আগের দিন এই সংখ্যা ছিল ৩০ হাজার ৬১৫ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ৫৪১ জন রোগীর। ভারতে দৈনিক সংক্রমণের হার বেড়ে ২.৬১ শতাংশে পৌঁছেছে।

বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৩, ৩২,৯১৮-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমেছে ৩৭,৩২২ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.৭৮ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার) করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ৩৪ লক্ষ ৭৫ হাজার ৯৫১ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৭৪,২৪,৩৬,২৮৮ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৫৪১ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,১০,৪১৩ জন (১.১৯ শতাংশ)। বুধবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৬,৭৫,৩৮ জন। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,১৯,১০,৯৮৪ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.০৩ শতাংশ। নতুন করে ৩০, ৭৫৭ জন সংক্রমিত হওয়ার পর ভারতে মোট কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৪,২৭,৫৪,৩১৫ জন।

পরিস্থিতি বুঝে শিথিল করা হোক বিধি, কেন্দ্রের চিঠি সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভারতে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ অনেকটাই কমে এসেছে। করোনার বাড়বাড়ন্ত নিয়ন্ত্রণে বলাই যেতে পারে। এমতাবস্থায় করোনা নিয়ন্ত্রণে জারি থাকা কড়াকড়ি পুনর্বিবেচনার জন্য সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে চিঠি দিল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। চিঠিতে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি বুঝে শিথিল করা হোক বিধি।

ওই চিঠিতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব রাজেশ ভূষণ জানিয়েছেন, সমগ্র দেশেই ২১ জানুয়ারি থেকে সংক্রমণ নিম্নমুখী। এই অবস্থায় নিজেদের অঞ্চলে সংক্রমণ-পরিস্থিতি বিচার করে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল যদি বাড়তি কড়াকড়ি শিথিল করে, বিধি পরিবর্তন করে, এমনকি তা তুলেও নেয়, তা হলে সেটি ফলপ্রসূ হবে। তবে ভূষণ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে দৈনিক সংক্রমিতের সংখ্যা, অ্যাক্টিভ রোগীর সংখ্যা এবং সংক্রমণের হারের দিকে কড়া নজর রেখে। দেখতে হবে, ফের তা মাথাচাড়া দিচ্ছে কি না। তবে বিধি শিথিল করলেও, জোর বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে পাঁচটি বিষয়ে: পরীক্ষা, অনুসন্ধান, চিকিৎসা, প্রতিষেধক ও নিয়ম মেনে চলা।

ভূমিধস ও বন্যায় ব্রাজিলের পেট্রোপোলিস শহরে মৃত ৯৪, নিখোঁজ ৩৫ জন

রিও ডি জেনেইরো, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রবল বৃষ্টিতে ভূমিধস ও বন্যায় সম্পূর্ণ তছনছ হয়ে গিয়েছে ব্রাজিলের ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন রিও ডি জেনেইরোর পেট্রোপোলিস শহর। ভূমিধস ও বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৯৪-এ পৌঁছেছে, আহতের সংখ্যা প্রচুর। এখনও উদ্ধারকাজ চলছে, ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। গত মঙ্গলবার রিও ডি জেনেইরোর উত্তরে, মনোরম পর্যটন শহর পেট্রোপোলিসে প্রবল ঝড় ও তিন ঘন্টার বৃষ্টিতে নদীতে পরিণত হয়েছিল রাস্তা। বৃষ্টির ফলে কাদামাটির ধস নামে, তলিয়ে যায় বহু ঘর-বাড়ি। বিভিন্ন স্থানে ধস নামে। পেট্রোপলিস শহর এবং পার্শবর্তী জেলাগুলিতে জলের স্রোতে তলিয়ে যায় বাড়ি ও রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা অসংখ্য গাড়ি। ভূমিধস ও বন্যায় এখনও পর্যন্ত ৯৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, এই মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এখনও খোঁজ পাওয়া যায়নি কমপক্ষে ৩৫ জনের।

চড়িলামে

● প্রথম পাতার পর

এ ব্যাপারে সঞ্জিব দেবনাথের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ। জানা যায়, সঞ্জিব দেবনাথ দীর্ঘদিন ধরেই বেআইনিভাবে গাছ কেটে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

জনগণের অভিযোগ। সর্বনাশা জোয়ার কবলে পড়ে বহু পরিবার নষ্ট হয়ে গেছে। জুয়া খেলা বন্ধ করতে পুলিশকে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

সংক্রমণ ওঠানামা করছে আমেরিকায় কোভিডে ফের বিপুল মৃত্যু

ওয়াশিংটন, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): করোনার বাড়বাড়ন্ত কমতে শুরু করেছিল আমেরিকায়, কিন্তু বিগত ২৪ ঘন্টায় ফের অনেকটাই বাড়ল সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা। মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৬৬৮ জন, নতুন করে ১,১৪,৬৬৮ জন সংক্রমিত হওয়ার পর আমেরিকায় এযাবৎ ৭৯, ৭৮৫,২৪১ জন কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন।

আমেরিকায় দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা ফের ২-হাজারের গন্ডি ছাড়িয়েছে, পৌঁছে গিয়েছে ৩-হাজারের দোরগোড়ায়। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে ২,৮০২ জনের। নতুন করে ২,৮০২ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৯ লক্ষ ৫২ হাজার ৬০৩ জনের। আমেরিকায় এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৫০,৮২১,০২০ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে ২৮,০১১,৬১৮-এ পৌঁছেছে।

৪০তম আগরতলা

● প্রথম পাতার পর

তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। উপমুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার জনগণের অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আত্মনির্ভরতা আনার ক্ষেত্রে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ৪০তম আগরতলা বইমেলায় অন্যান্য পুরস্কারের পাশাপাশি নৃত্য, সংগীত ও ভিশ্যুয়াল আর্টে রাজ্যের তরুণ প্রতিভাবানদের জন্য তিনটি নতুন পুরস্কার চালু করা হবে। এই পুরস্কারগুলি হলো সত্যরাম রিয়াং পুরস্কার, অশ্বিনী কুমার বিশ্বাস স্মৃতি পুরস্কার ও সুমঙ্গল সেন স্মৃতি পুরস্কার।

সভায় তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, সুষ্ঠু সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে প্রত্যেককে নিয়েই চলতে হবে। মানুষকে সম্মান দিলেই সম্মান ও বিশ্বাস পাওয়া যায়। এবার জেলাস্তরেও বইমেলার আয়োজন করা হচ্ছে। আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে ৭টি জেলার জেলাশাসকদের নিয়ে ভিডিও কনফারেন্সে সিদ্ধান্ত হয়েছে ঊনকোটি জেলায় ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ মার্চ, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৫ মার্চ থেকে ৯ মার্চ, ধলাই জেলায় ১১ মার্চ থেকে ১৫ মার্চ, খোয়াই জেলায় ১৭ মার্চ থেকে ২১ মার্চ, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ৯ এপ্রিল থেকে ১৩ এপ্রিল, গোমতী জেলায় ১৭ এপ্রিল থেকে ২১ এপ্রিল এবং সিপাহীজলা জেলায় ২৩ এপ্রিল থেকে ২৭ এপ্রিল জেলাস্তরের বইমেলাগুলি অনুষ্ঠিত হবে।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে বইমেলা পরিচালন কমিটির সভায় উপস্থিত ছিলেন কারামন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার দেব, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনের অ্যাসিসেন্ট হাইকমিশনার আরিফ মহম্মদ, আগরতলা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত, রাজ্য উচ্চশিক্ষা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড় অরুণোদয় সাহা, আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি সুবল কুমার দে, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব পি কে গোয়েল, ত্রিপুরা পাবলিশার্স গিল্ডের সম্পাদক শুভব্রত দেব, অল ত্রিপুরা বুক সেলার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক উত্তম চক্রবর্তী, পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রাখাল মজুমদার সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বগণ। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত আগরতলা বইমেলা পরিচালন কমিটির সভা পরিচালনা করেন দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস।

তিপরা মথার

● প্রথম পাতার পর

ওয়াই.টি.এফ এর জিএস জিতেন্দ্র ত্রিপুরা, সহ নেতৃত্বরা। এডিসি কাউন্সিল নির্বাচন দ্রুত সম্পূর্ণ করার দাবির স্লোগান তুলে মিছিলটি মেজ ফেক্টরি ও পুলিশ লাইন হয়ে মিছিলটি জমায়েত হয় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসকের কার্য্যালয়ের সামনে। শহরের উপকণ্ঠে তিপ্রা মথা দলের যুবকদের উত্তাল মিছিল দেখে শহরবাসী দের মধ্যে এক উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হয়। আজকের মিছিল থেকে তিপ্রা মথা দলের আট জনের একটি প্রতিনিধি দল দক্ষিণ জেলা শাসকের কক্ষে যান ডেপুটেশন প্রদান করার জন্য। এই আট জনের প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে এম ডি সি দেবজিৎ ত্রিপুরা এবং জোনাল জয়েন চেয়ারম্যান হরেন্দ্র রিয়াং ও সাব্রুম পলিটিক্যাল জেলা সভাপতি পরিমল রিয়াং দাবির স্মারক লিপি তুলে দেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক সাজু ওয়াহিদ এ এর হাতে। ডেপুটেশন শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এম ডি সি দেবজিৎ ত্রিপুরা জানান এডিসি ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন দ্রুততার সাথে শেষ করার দাবিটি জেলাশাসক সহমত পোষণ করেছেন। তিনি আর ও জানান বিগত দিনে রাজ্য এবং রাজ্যের বাইরে পৌরসভা নির্বাচন এবং বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন এবং বর্তমানেও পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন চলছে তাহলে পরে কভিডের নাম দিয়ে কোন এক বিশেষ অজ্ঞাত কারণে ত্রিপুরা রাজ্যের ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন করা হচ্ছে না, তাই তিনি প্রশাসনের কাছে প্রশ্ন রাখেন ।তাই তিনি অতি দ্রুততার সাথে এই ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য আজকের মিছিল ও ডেপুটেশন থেকে জোরালো দাবী রাখেন।

পরীক্ষা

● প্রথম পাতার পর

সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির পরীক্ষা, দ্বিতীয়ার্ধে দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত ৬ থেকে ৮ শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা হবে।

একইভাবে ইংরেজি বিষয়ের পরীক্ষা ২ মার্চ, বাংলা বা ককবরকের জন্য ৩ মার্চ, ৪ মার্চ ৩ থেকে ৫ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য ইভিএস পরীক্ষা হবে এবং ৬ থেকে ৮ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা এসএসটি বিষয়ে পরীক্ষা দেবে। একই সময় অনুযায়ী আগামী ৫ মার্চ সব শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হবে।

প্রশ্নপত্রগুলি প্রাথমিক স্তরের কেন্দ্রীভূত পরীক্ষার ইউনিট দ্বারা সংক্ষিপ্ত সিলেবাস, ফোকাসড সিলেবাস, মৌলিক দক্ষতা এর ভিত্তিতে তৈরি করা হবে।

২০২১-২২ সেশনের জন্য পরীক্ষার সময়কাল হবে দুই ঘন্টা ত্রিশ মিনিট এবং প্রতিটি বিষয়ের জন্য ১০০ এর পরিবর্তে ৭০ নম্বরের নম্বর থাকবে যেমনটি মূল্যায়নের সংশোধিত স্কিমে ছিল ২০২১-২২ সেশনের জন্য। বেঞ্চমার্ক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক সময়ের সাথে অতিরিক্ত ৫০ মিনিট দেওয়া হবে।

স্কুলছাত্র

● প্রথম পাতার পর

বড়ুয়া বাইকথেকে জাতীয় সড়কে ছিটকে পরেযায়। এতেকরে মাথায় গুরুতর আঘাতপ্রাপ্তহয় রূপক বড়ুয়া। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে এলাকাবাসী ঘটনাস্থলে উপস্থিতহয়ে খবরদেয় এম্বুলেন্সকে। ঘটনার খবরপেয়ে স্বাস্থ্যদপ্তরথেকে এম্বুলেন্স এসে আহত ছাত্রকে চিকিৎসারজন্য শান্তির বাজার জেলাহাসপাতালে নিয়েআসে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক আহতের অবস্থা আশঙ্কাজনকদেখে আগরতলা ট্রোমাসেন্টারে প্রেরন করে।

মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

আমবাসা থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কিভাবে তার মৃত্যু হয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

অংশ নিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে ২৬২৫ জন পাস নম্বর পেয়েছিলেন। গত ৩ অক্টোবর দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ।শিক্ষা দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগের প্রক্রিয়া শীঘ্রই শেষ হবে।

াঙ্গন

ফুটবল দুনিয়ায় নক্ষত্রপতন, প্রয়াত প্রাক্তন খেলোয়াড় সুরজিৎ সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বাংলার ফুটবলে আরও এক নক্ষত্রপতন। সুভাষ ভৌমিকের মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই প্রয়াত হলেন একই প্রজন্মের তারকা ফুটবলার সুরজিৎ সেনগুপ্ত। বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। বৃহস্পতিবার দুপুর ১টা ৫৪ মিনিটে প্রয়াত হন সুরজিৎ।

কিংবদন্তী ফুটবলার সুরজিৎ সেনগুপ্ত গত ২৪ জানুয়ারি করোনা আক্রান্ত হয়ে বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। কদিন পরেই তাঁকে দেওয়া হয় ভেন্টিলেশনে। তারপরেও তাঁর শারীরক অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি। যে কারণে সেই থেকে তিনি ভেন্টিলেশনেই ছিলেন। গত শুক্রবার সন্ধে পর্যন্ত তাঁর অবস্থা মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল। কিন্তু রাতে আচমকা অবনতি শুরু হয়। শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়। কথাবার্তা অসংলগ্ন হয়ে পড়ে। অক্সিজেনের মাত্রা কমতে থাকে। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে হচ্ছিল কৃত্রিম পদ্ধতিতে। এ অবস্থায় তাঁকে ভেন্টিলেশনে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর আগে সোমবার রাত থেকে বাইপ্যাপ সাপোর্টে আইসিইউ-তে ছিলেন তিনি।

কলকাতার তিন বড় ক্লাবেই খেলেছেন। হুগলির মানুষ সুরজিতের প্রথম বড় ক্লাব মোহনবাগান। ১৯৭২ সাল থেকে দু'বছর মোহনবাগানে ছিলেন। ১৯৭৪ সালে ইস্টবেঙ্গলে। সেই থেকে টানা ছ'বছর লাল-হলুদে খেলেন। ১৯৮০ সালে ১৯৭৮ সালে তিনি ইস্টবেঙ্গলের অধিনায়ক ছিলেন। দেশের হয়ে খেলেছেন ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত। ১৯৭৬ সালে সন্তোষ ট্রফিতে বাংলার অধিনায়ক হন।

সুরজিতের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ প্রাক্তন ফুটবলার থেকে সতীর্থেরা

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বাংলার ফুটবলের দিকপাল খেলোয়াড় সুরজিৎ সেনগুপ্তের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ বাংলার ক্রীড়ামহল। বৃহস্পতিবার দুপুর ১টা ৫৪ মিনিটে প্রয়াত হন সুরজিৎ। এদিন দুপুরে তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই হাসপাতালেই ছুটে আসেন প্রাক্তন ফুটবলার থেকে তাঁর সতীর্থেরা। শোকপ্রকাশ করেন প্রাক্তন ফুটবলার বিদেশ বসু: এত বছর ধরে আমরা একসঙ্গে খেলেছি। ভাবতেই পারছি না এই খবরটা। বিশ্বাসই হচ্ছে না। আমি এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করে বোঝাতে পারব না। মানুষ হিসেবে অসামান্য ছিল সুরজিৎ। গত কয়েকদিনে কতগুলো মানুষকে আমরা হারিয়ে ফেললাম। লতা মঙ্গেশকর, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, বাপ্পি লাহিড়ি। তারও আগে আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন সুভাষ ভৌমিক। আর এখন সুরজিতও চলে গেল। কী ভাবে এটা মেনে নেব? এতদিন এত স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে আমাদের। বৌদির সঙ্গেও কত ভাল সম্পর্ক ছিল।

সুব্রত ভট্টাচার্য: খবরটা শোনার পর থেকে ভাবতেই পারছি না। ইদানীং ওর ছেলে বা বউমাকে ফোন করতেই ভয় পেতাম। কবে খারাপ খবর শুনতে পাব। সেই সময়টা অবশেষে এসেই গেল। ভাবতেই পারছি না।

এত বড় মাপের ফুটবলার ছিল। অথচ ওর চলনে-বলনে কোনওদিন সেটা প্রকাশ পায়নি। ফুটবলাররা কেন শেষ জীবনে এ ভাবে চলে যাচ্ছে এটা নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে এ বার। আমরা কোনও ভাবে সাহায্য করতে পারি কিনা, সেটাও এক বার দেখা উচিত। ছোট বেলা থেকে আমরা একসঙ্গে খেলে আসছি। বড় হয়েছি একসঙ্গে।

কিংবদন্তী ফুটবলার সুরজিৎ সেনগুপ্ত গত ২৪ জানুয়ারি করোনা আক্রান্ত হয়ে বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। কদিন পরেই তাঁকে দেওয়া হয় ভেন্টিলেশনে। তারপরেও তাঁর শারীরক অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি। যে কারণে সেই থেকে তিনি ভেন্টিলেশনেই ছিলেন।

রঞ্জিতে বাংলার বোলারদের দাপটে প্রথম দিনে ১৮১ রানে শেষ ক্রুণালের বরোদা

কটক, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কটকের মাঠে দাপট ঈশান পোড়েল, মুকেশ কুমারদের। বরোদার বিরুদ্ধে রঞ্জির প্রথম ম্যাচে টস জিতে আগে বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বাংলা। কটকের পিচ বোলারদের সাহায্য করতে পারে বলে আগেই জানিয়েছিলেন বাংলার কোচ অরুণ লাল। বরোদাকে ১৮১ রানে শেষ করে দিল বাংলা।

বৃহস্পতিবার বাংলার হয়ে বোলিং শুরু করেন মুকেশ কুমার এবং ঈশান পোড়েল। তৃতীয় পেসার হিসাবে দলে আছেন আকাশ দীপ। শুরুতে বরোদাকে ধাক্কা দেন ঈশান। বরোদা অধিনায়ক কেদার দেওধরকে ফিরিয়ে দেন তিনি। সেই ওভারেই প্রত্যুষ কুমারকেও ফিরিয়ে দেন ঈশান। পরের ওভারে শিবালিক শর্মাকে ফেরান বাংলার পেসার। ইনিংসে চার উইকেট নেন তিনি।

বরোদার হয়ে সব থেকে বেশি রান করেন মিতেশ পটেল (৬৬ রান)। তাঁকে সঙ্গ দেন ভার্গব ভট্ট। অষ্টম উইকেটে এই জুটি তোলে ৫৫ রান। ভার্গব অপরাজিত থাকেন ৩০ রানে।

বরোদাকে কম রানে আটকে রাখার পর বাংলার লক্ষ্য হবে সেই রান টপকে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়া। ওপেন করতে নামেন অভিমন্যু ইশ্বরণ এবং সুদীপ ঘরামি। মাত্র ৪ রান করে আউট হন ঈশ্বরণ। এই প্রতিবেদন লেখার সময় ক্রিজে রয়েছেন সুদীপ ঘরামি এবং সুদীপ চট্টোপাধ্যায়। ৭ ওভারে বাংলার স্কোর ১০/১।

ঘোষিত আইএসএলের সেমিফাইনাল ও ফাইনালের দিনক্ষণ

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আইএসএলের সেমিফাইনাল ও ফাইনালের দিনক্ষণ ঘোষণা কর হল। মেগা টুর্নামেন্টের লিগ পর্ব শেষ হচ্ছে ৭ মার্চ। শেষ চারের লড়াই হবে ১১ এবং ১২ মার্চ। রিটার্ন লেগ হবে ১৫ এবং ১৬ মার্চ। আইএসএলের ফাইনাল হবে ২০ মার্চ।

এই মুহূর্তে লিগ তালিকার যা অবস্থা তাতে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে এক নম্বরে রয়েছে হায়দরাবাদ। এক ম্যাচ খেলে একই পয়েন্টে এটিকে মোহনবাগান। সবুজ-মেরুন পয়েন্ট তালিকায় দু' নম্বরে। ১৫ ম্যাচে কেরালা ব্লাস্টার্সের পয়েন্ট ২৬। জামশেদপুর রয়েছে চার নম্বরে। ১৪ ম্যাচ থেকে তাদের সংগ্রহ ২৫ পয়েন্ট। মুম্বই সিটি এফসি-রও পয়েন্ট ২৫। তবে মুম্বই একটি ম্যাচ বেশি খেলেছে জামশেদপুরের থেকে। এই মরশুমের আইএসএলের সেমিফাইনালে অ্যাওয়ে গোল নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। শেষ চারের দুটো লেগ মিলিয়ে সব চেয়ে বেশি গোল করা দুটো দল ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পাবে। লিগ তালিকায় সবার উপরে থেকে শেষ করা দল পরের মরশুমের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বে সরাসরি খেলতে পারবে।

ম্যাট হেনরির দাপটে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিপদে দক্ষিণ আফ্রিকা

ওয়েলিংটন, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ঘরের মাঠে আবারও দাপুটে ছন্দে নিউজিল্যান্ড। দক্ষিণ আফ্রিকাকে প্রথম টেস্টের প্রথম দিন মাত্র ৯৫ রানে শেষ করে দিল তারা। ম্যাট হেনরি একাই সাত উইকেট নিয়ে প্রোটিয়াদের মেরুদন্ড ভেঙে দিলেন তিনি।

পিতৃত্বকালীন ছুটিতে রয়েছেন ট্রেন্ট বোল্ট। তাই দেশের হয়ে আট মাস পরে প্রথম বার টেস্ট খেলতে নেমেছিলেন হেনরি। প্রথম দিনেই তিনি নায়ক হয়ে রইলেন। ২৩ রানে সাত উইকেট নিয়েছেন তিনি। এটাই তাঁর টেস্ট কেরিয়ারের সেরা বোলিং পারফরম্যান্স। জবাবে দিনের শেষে তিন উইকেট হারিয়ে ১১৬ তুলেছে নিউজিল্যান্ড। ক্রিজে রয়েছেন হেনরি নিকোলস (৩৭) এবং নৈশপ্রহরী নিল ওয়াগনার (২)। হেনরির সঙ্গে টিম সাউদি এবং কাইল জেমিসন মাঠের সুইং দারুণ ভাবে কাজে লাগিয়েছেন। হ্যাটট্রিকের সুযোগও মিস করেন হেনরি। পরপর কাগিসো রাবাডা এবং গ্লেনটন স্টুরমানকে আউট করেছিলেন। কিন্তু তৃতীয় বলটিই অনেক বাইরে ছিল। সেটি বাই হয়ে যায়। সাত উইকেট নিয়ে প্রোটিয়াদের মেরুদন্ড একাই ভেঙে দিলেন তিনি। ২৩ রানে সাত উইকেট নিয়েছেন তিনি। এটাই তাঁর টেস্ট কেরিয়ারের সেরা বোলিং পারফরম্যান্স। জবাবে দিনের শেষে তিন উইকেট হারিয়ে ১১৬ তুলেছে নিউজিল্যান্ড। ক্রিজে রয়েছেন হেনরি নিকোলস (৩৭) এবং নৈশপ্রহরী নিল ওয়াগনার (২)।

'এমবাপের সঙ্গে হলান্ডকেও দলে টানবে রিয়াল'

কিলিয়ান এমবাপেকে নিয়ে গুঞ্জন প্রতিনিয়তই রঙ বদলাচ্ছে! দু'দিন আগে এই ফরাসি ফরোয়ার্ডের রিয়াল মাদ্রিদের যোগ দেওয়ার সম্ভবনার পাল্লা ছিল ভারী। রিয়ালের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জয়ের পর খোদ এমবাপে অবশ্য ভবিষ্যৎ নিয়ে বলেন 'এখনও সিদ্ধান্ত নেইনি'। তবে লা লিগা সভাপতি হাভিয়ের তেবাসের দৃঢ় বিশ্বাস কেবল এমবাপে নয়, আগামী দলবদলে বরুশিয়া ডর্টমুন্ড থেকে আর্লিং হলান্ডকেও কিনতে যাচ্ছে রিয়াল। দীর্ঘদিন ধরে এমবাপের সম্ভাব্য গন্তব্য নিয়ে সবচেয়ে বেশি শোনা গেছে রিয়ালের নাম। গত মৌসুমের শেষভাগে তো অনেকে ধরেই নিয়েছিল, এবারই সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে নোঙর ফেলবেন বিশ্বকাপ জয়ী ফরোয়ার্ড। সেসময় রিয়ালও উঠেপড়ে লেগেছিল এমবাপেকে দলে টানতে। পিএসজির সঙ্গে তখন চুক্তির মাত্র এক বছর বাকি থাকা এই তারকাকে পেতে স্পেনের ক্লাবটি রেকর্ড ট্রান্সফার ফি দিতেও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু কোনোভাবে তাকে ছাড়তে রাজি হয়নি প্যারিসের দলটি।

এরপর সময় যত গড়িয়েছে, ততই জোরাল হয়েছে সেই সম্ভাবনা। গত ১ জানুয়ারি থেকে নতুন কোনো দলের সঙ্গে চুক্তি সেরে ফেলতেও বাধা নেই চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত পিএসজির হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ২২ গোল করা ও ১৩টি করানো এমবাপের। দুই পক্ষের এমন টানাটানির মাঝেই গত মঙ্গলবার মুখোমুখি হয় রিয়াল-পিএসজি। ইউরোপ সেরার মঞ্চে শেষ ষোলোর প্রথম লেগে এমবাপের গোলেই জয়োল্লাস করে পিএসজি। সমর্থকদের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে ম্যাচ শেষে এমবাপেও বলেন, প্যারিসে তিনি ভালো আছেন, সুখে আছেন। ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি।

সেই থেকে প্রশ্ন উঠছে তাহলে কি রিয়ালের চাওয়া পূরণ হবে না? মেসি-নেইমারদের সঙ্গেই থেকে যাবেন এমবাপে? তেবাসের মনে অবশ্য কোনো প্রশ্ন বা বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। স্প্যানিশ সংবাদ সংস্থা 'ইউরোপা প্রেস'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানান, এমবাপের আসছে গ্রীষ্মে রিয়ালে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত। নিজের এই বিশ্বাসের পেছনে যুক্তিও দেখিয়েছেন তেবাস।

"এমবাপে ও হলান্ড, দুজনকেই দলে ভেড়াবে রিয়াল। যেহেতু বার্সেলোনা ও ইউভেন্তুস আর্থিকভাবে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।" "এমবাপের আসাটা লা লিগার জন্য দারুণ খবর। লা লিগার জন্য এটা খুশির খবর। প্রতিযোগিতাটির জন্য এর চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না।" গত মাসের শেষ দিনে জার্মান ট্যাবলয়েড বিল্ডের প্রতিবেদনে বলা হয়, রিয়ালের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছে গেছেন বিশ্বকাপ জয়ী তারকা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পিএসজির সঙ্গে তাদের দুই লেগের লড়াইয়ের পরই এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেওয়া হবে-ওই প্রতিবেদনে বলা হয় এমন কথাও। এমনকি বেতনাদি নিয়েও দুই পক্ষের মাঝে সমঝোতা হয়ে গেছে বলে দাবি করে বিল্ড। তবে, তেবাস এসব গুঞ্জনের ওপর ভিত্তি করে আশাবাদী হয়ে উঠছেন না। বরং তার ভাবনার পেছনে তুলে ধরলেন 'অদ্ভূত' এক যুক্তি। "এমবাপের (দলবদলের) ব্যাপারে আমার কাছে কোনোরকম তথ্য নেই। তবে কিছু খেলোয়াড়ের বিষয়ে আমি দেখেছি, যাদের চুক্তিতে ছয় মাস বাকি থাকে এবং নতুন চুক্তিও করে না, তারা ওই ক্লাবে আর থাকে না।"

PNIeT No.: 18/EE/WRD-VI/e-tender/2021-22. Dt 11.02.2022
The Executive Engineer, W.R Division No-VI, Kailashahar, Unakoti Tripw on behalf of the `Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the followirig work:
1. Name of work: Water Supply schemes (Irrigation) in Tripura/Drilling & Development of 4(four) Nos. Deep tube wells (7500/5000GHP) with Contractor's direct rotary drilling rig and other machineries & equipments including providing of ERW pipes, Pea-gravels etc. in different locations of Unakoti District of Tripura state under W.R. Division No.V1, Kailashahar, Unakoti Tripura during the year 2021-2022 Job.No. TR/ 101,102,103, 104/DTW/ NABARD(RIDF-XXVII) 2021-2022.
2. Estimated Cost: Rs.68,57,079.00
3. Bid Fee: Rs.4000/-
4. Last date & time for online Bidding: 04.03.2022 up to 3:00 PM
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal **https://tripuratenders.gov.in**
Note:-NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*
Designation: Executive Engineer
Water Resource Division No-VI,
Kailashahar Tripura(U).
ICA-C-3766/22

NOTICE INVITING e-TENDER
College of Agriculture, Tripura invites electronic Bids through e-Procurement Portal of Government of Tripura **(https://tripuratenders.gov.in)** from reputed organizations for **"SUPPLY AND INSTALLATION OF DIGITAL REFRACTOMETER"** under NBB Integrated Beekeeping Development Centre/ Centre of Excellence at College of Agriculture, Tripura, Lembucherra, West Tripura. Detailed tender notice, schedules and tender documents can be obtained from https://tripuratenders.gov.in. **Last Date of submission of the e-Tender: 03/03/2022, 2:30 PM.**
Sd/-
(Dr. T.K.Maity)
Principal
College of Agriculture, Tripura
Lembucherra, West Tripura
ICA-C-3773/22

NIT NO: e-PT-75/EE/RDAD/2021-22 Dt. 16/02/2022
The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites e-tender (two bid) in PWD Form No. 7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 02/03/2022 for 4 (Four) no works. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
Executive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala
ICA-C-3772/22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 3 1/NIeT/EE-KLP/PWD (DWS)/2021-22
The **Executive Engineer, DWS Division Kalyanpur, Khowai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender** from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD, **up to 3.00 P.M. on 02103/2022** for the following wog k in PWD FORM-7. **Bidders should be submitted the bank solvency certificate for an amount of Rs. 15.00(fifteen) lacs.**

Sl No	DNIeT No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time for completion	Cost of Bid Fee
1	DNIe-T No: 188/EE-KLP/PWD (DWS)/2021-22	Rs. 61,75,217.00	Rs. 61752.00	180 days	Rs. 2500.00
2	DNIe-T No: 189/EE-KLP/PWD (DWS)/2021-22	Rs. 61,75,217.00	Rs. 61752.00	180 days	Rs. 2500.00
3	DNIe-T No: 190/EE-KLP/PWD (DWS)/2021-22	Rs. 61,75,217.00	Rs. 61752.00	180 days	Rs. 2500.00
4	DNIe-T No: 191/EE-KLP/PWD (DWS)/2021-22	Rs. 61,75,217.00	Rs. 61752.00	180 days	Rs. 2500.00
5	DNIe-T No: 192/EE-KLP/PWD (DWS)/2021-22	Rs. 61,75,217.00	Rs. 61752.00	180 days	Rs. 2500.00
6	DNIe-T No: 193/EE-KLP/PWD (DWS)/2021-22	Rs. 61,75,217.00	Rs. 61752.00	180 days	Rs. 2500.00
7	DNIe-T No: 194/EE-KLP/PWD (DWS)/2021-22	Rs. 61,75,217.00	Rs. 61752.00	180 days	Rs. 2500.00
8	DNIe-T No: 195/EE-KLP/PWD (DWS)/2021-22	Rs. 61,75,217.00	Rs. 61752.00	180 days	Rs. 2500.00
9	DNIe-T No: 196/EE-KLP/PWD (DWS)/2021-22	Rs. 61,75,217.00	Rs. 61752.00	180 days	Rs. 2500.00
10	DNIe-T No: 197/EE-KLP/PWD (DWS)/2021-22	Rs. 61,75,217.00	Rs. 61752.00	180 days	Rs. 2500.00
11	DNIe-T No: 198/EE-KLP/PWD (DWS)/2021-22	Rs. 61,75,217.00	Rs. 61752.00	180 days	Rs. 2500.00
12	DNIe-T No: 199/EE-KLP/PWD (DWS)/2021-22	Rs. 61,75,217.00	Rs. 61752.00	180 days	Rs. 2500.00
13	DNIe-T No: 200/EE-KLP/PWD (DWS)/2021-22	Rs. 61,75,217.00	Rs. 61752.00	180 days	Rs. 2500.00
14	DNIe-T No: 201/EE-KLP/PWD (DWS)/2021-22	Rs. 61,75,217.00	Rs. 61752.00	180 days	Rs. 2500.00

• Last date and time for document downloading and bidding: 02/03/2022 up to 15:00 hrs
• Time and date of opening of bid: 03/03/2022 at 16:00 hrs
• Document downloading and biding at application: https://tripuratenders.gov.in
• Class of bidder: Appropriate Class All details are available in the https://tripuratenders.gov.in
Note : *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*
(ER. GOPI MAJUMDER)
Executive Engineer
DWS Division kalyanpur
Khowai Tripura
ICA-C-3759/22

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথের পৌরহিত্যে। ছবি নিজস্ব।

কংগ্রেস সর্বদা কৃষকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে : প্রধানমন্ত্রী

আবোহার (পঞ্জাব), ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কংগ্রেস সর্বদা কৃষকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে। পঞ্জাবের নির্বাচনী জনসভা থেকে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার দুপুরে পঞ্জাবের আবোহার জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে, কংগ্রেস সর্বদা কৃষকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। তাঁরা সেই ফাইলগুলি নিয়ে বসেছিল এবং মিথ্যা বলেছিল। আমরা যখন কেন্দ্রে আমাদের সরকার গঠন করেছি, আমরা সেই সুপারিশগুলি বাস্তবায়ন করেছি।'

পঞ্জাবের জনগণের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'এটা সামান্য নির্বাচন নয়। এটা পঞ্জাবের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন। বিশৃঙ্খলা ও বিচ্ছিন্নতায় মত্ত এই মানুষগুলি জানেই না পঞ্জাবের গুরুত্ব কী! পঞ্জাব সেই সমস্ত গুরু ও শহীদদের ভূমি যাঁরা দেশের জন্য নিজেদের জীবন বলিদান দিয়েছেন। এই পঞ্জাব, এই ভারত কারও ষড়যন্ত্রে ভাঙবে না।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'আমাদের পঞ্জাব একটি সীমান্তবর্তী রাজ্য। সীমান্তের ওপার থেকে এ দিকে সর্বদা কুদৃষ্টি থাকে, তাই এখানে যে সরকার গঠন করা হবে, সেই সরকার হবে দেশের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সরকার, দেশ সবার আগে, সেখানে ঢিলেঢালা মনোভাব থাকা উচিত নয়।' দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকেও আক্রমণ শানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'তাঁরা মিথ্যা বলতে ওস্তাদ। দিল্লিতে দূষণ বাড়লে তাঁরা পঞ্জাবের কৃষকদের গালি দেয়। দিল্লিতে গেলে পঞ্জাবের কৃষকদের গালাগাল, এখানে এলে কৃষকদের আলিঙ্গন করার কথা বলে। এমনটা কী চলবে?'

হিজাব বিবাদ থামছেই না কর্ণাটকে

উদুপি, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): হিজাব বিবাদ কোনওভাবেই থামছে না কর্ণাটকে, এবার উদুপির সরকারি জি শঙ্কর মেমোরিয়াল মহিলা ফার্স্ট গ্রেড কলেজ থেকে বাড়ি ফিরল ৬০ জন ছাত্রী। যদিও, পুলিশের দাবি, উদুপির পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। উদুপির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এস টি সিদ্দালিঙ্গাপ্পা জানিয়েছেন, "উদুপিতে কোনও উত্তেজনা নেই। পরিস্থিতি ১০০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণে। আমরা হাইকোর্টের (অন্তর্বর্তীকালীন) নির্দেশ মেনে চলছি।' অথচ এদিনই উদুপিতে হিজাব পরে কলেজে আসায় বাড়ি ফিরতে হয়েছে ৬০ জন ছাত্রীকে। সরকারি জি শঙ্কর মেমোরিয়াল মহিলা ফার্স্ট গ্রেড কলেজের ওই ৬০ জন ছাত্রী হিজাব পরে কলেজে এসেছিল, কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁদের হিজাব খুলতে বলে। হিজাব না খুলে বাড়িতে ফিরে যায় ওই ছাত্রীরা। কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা কাটাকাটিও তাঁদের। ছাত্রীরা জানায়, পড়াশোনার পাশাপাশি হিজাবও তাঁদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এরপর সকলে বাড়ি ফিরে যান।

উত্তরপ্রদেশে স্ল্যাব ভেঙে কুয়োয় পড়ে মৃত ১৩, বিয়েবাড়িতে শোকের ছায়া

কুশীনগর, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বিয়ের অনুষ্ঠান চলছিল, কয়েকজন বসেছিলেন কুয়োর স্ল্যাবের ওপর। মাত্রাতিরিক্ত ওজনের কারণে কুয়োর স্ল্যাব আচমকাই ভেঙে যায়, ভিতরে পড়ে যান কমপক্ষে ২৫-৩০ জন। এই ঘটনায় ১৩ জন মহিলার মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার রাত ৮.৩০ মিনিট নাগাদ মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে কুশীনগরের নেবুয়া নৌরাঙ্গিয়া গ্রামে। কুশীনগরের নেবুয়া নৌরাঙ্গিয়া গ্রামে একটি বাড়িতে চলছিল বিয়ের গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান। বাড়ির উঠোনে সবাই জড়ো হয়েছিলেন। উঠোনেই একটি পুরনো কুয়ো কংক্রিটের স্ল্যাব দিয়ে ঢাকা ছিল। সেখানে কেউ বসে, আবার কেউ দাঁড়িয়ে দেখছিলেন গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান। এমন সময় ভেঙে পড়ে কংক্রিটের স্ল্যাবটি। অন্তত ২৫ থেকে ৩০ জন মহিলা ও শিশু পড়ে যান কুয়োর ভিতরে। উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন বিয়েবাড়িতে উপস্থিত মানুষজন। শিশু ও মহিলা মিলিয়ে ১৫ জনকে উদ্ধার করতে পারলেও, ১৩ জনের জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে। জেলাশাসক এস রাজালিঙ্গম জানিয়েছেন, "কুয়োয় পড়ে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।

বিয়ের অনুষ্ঠান চলাকালীন কিছু মানুষ স্ল্যাবের ওপর বসেছিলেন, পুরনো স্ল্যাবটি ভার ধরে রাখতে পারেনি। স্ল্যাব ভেঙে সবাই কুয়োয় পড়ে যান। মৃতদের পরিবারকে এককালীন ৪ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।' গোরক্ষপুর জোনের এডিজি অখিল কুমার জানিয়েছেন, মোট ১৩ জন মহিলার মৃত্যু হয়েছে। কুশীনগরের মর্মান্তিক এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

বগাফা কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারী।। বগাফা কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে চরকবাই গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় ডিপ ইরিগেশন এর উপর এক কর্মশালা অনুষ্ঠীতকরাহয়। কৃষকদের আয় দ্বীগুন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতেনিয়েছে রাজ্যসরকার। রাজ্যসরকারের এই স্বপ্নকে বাস্তবয়িত করতে কাজকরেযাচ্ছে বগাফা কৃষিদপ্তর।

বগাফা কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজীতকুমার দাসের উদ্দ্যোগে কৃষকদের আয় দ্বীগুন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতেনিয়েছে। এরইমধ্যে বাইখোড়ার চরকবাই এলাকায় কৃষকদের মাঠেনিয়ে ডিপ ইরিগেশনের উপর একদিনের বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত করাহয়। এই কর্মশালার মাধ্যমে কিভাবে ডিপ ইরিগেশনের মাধ্যমে ফলন বৃদ্ধীকরাযায় তানিয়ে প্রশিক্ষন প্রদানকরাহয়। অপরদিকে এই ডিপ ইরিগেশনের মাধ্যমে ফুলচাষকরে আর্থিক সাবলম্বী হয়েছে চরকবাই গ্রামপঞ্চায়েতের এক কৃষক।

তিনি জানান লেখাপড়া শেষকরে ডিগ্রী হাতেনিয়ে চাকুরির আশায় বসেনাথেকে কৃষিদপ্তরের সহযোগীতায় ফুলচাষ শুরু করেছে। এতেকরেবর্তমানে তিনি আর্থীক সাবলম্বী হয়েউঠেছে। তাই তিনি বেকার যুবক যুবতীদেরজন্য বিশেষ বার্তাদেন চাকুরীর আশায় বসেনাথেকে চেষ্টাকরলে ফুল চাষের মাধ্যমে আর্থিক সাবলম্বীহয়ে উঠতেপারবে। তিনি কৃষিদপ্তরকে এইধরনের সহযোগীতারজন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আজকের এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন বগাফা কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজীত কুমার দাস, বাইখোড়া কৃষি দপ্তরের সেক্টর অফিসার দীপক দাস, শান্তির বাজার কৃষিদপ্তরের সেক্টর অফিসার শুভেন্দু মজুমদার সহ অন্যান্যরা।

যাঁরা নিজেদের বাড়িতে নিরাপদ নন, হিজাব তাঁদেরই প্রয়োজন, মন্তব্য সাংসদ প্রজ্ঞার

ভোপাল, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ফের বিতর্কিত মন্তব্য করলেন সাংসদ সাধ্বী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর। এবার মধ্যপ্রদেশের ভোপালের বিজেপি সাংসদের নিশানায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মুসলিম ছাত্রীদের হিজাব পরার অধিকার ঘিরে সাম্প্রতিক বিতর্ক।

বৃহস্পতিবার ভোপালের একটি মন্দিরে আয়োজিত সভায় প্রজ্ঞা বলেন, "যাঁরা নিজেদের বাড়িতে নিরাপদ নন, হিজাব তাঁদেরই প্রয়োজন। তাঁরা বাড়িতেই পরুন। প্রকাশ্যে হিজাব পরার কোনও প্রয়োজন নেই। কারণ, হিন্দু ধর্ম নারীদের পুজো করতে শেখায়।" তবে মুসলিম ছাত্রীরা চাইলে 'তাঁদের মাদ্রাসায়' হিজাব পরতে পারেন বলে জানান, মালেগাঁও বিস্ফোরণ-কাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত সাধ্বী।

তিনি আরও বলেন, "হিজাব হল পরদা। যাঁরা আপনাকে খারাপ চোখে দেখে তাঁদের বিরুদ্ধে পরদা ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু নিশ্চিত ভাবেই হিন্দুরা তাঁদের খারাপ চোখে দেখেন না। কারণ তাঁরা নারীদের পুজো করেন।" কর্নাটকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজাব-সহ 'ধর্মীয়' পোশাক পরে যাওয়া যাবে না বলে বুধবার অন্তর্বর্তিকালীন নির্দেশ দিয়েছে সে রাজ্যের হাইকোর্ট। সেই আবহে নতুন করে শুরু হয়েছে হিজাব পরার অধিকারের দাবিতে আন্দোলন। মধ্যপ্রদেশেও ইতিমধ্যেই হিজাব-বিতর্কের আঁচ লেগেছে। দাতিয়া জেলার এক সরকারি কলেজে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মহিলা মোর্চা 'দুর্গা বাহিনী'র আন্দোলনের প্রেক্ষিতে মুকলিম ছাত্রীদের হিজার পরে ক্লাস করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে।

জোলাইবাড়িতে কৃষিমন্ত্রীর হাত ধরে উদ্বোধন হল কৃষি জ্ঞানার্জন কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৭ ফেব্রুয়ারী।। জোলাইবাড়িতে কৃষিমন্ত্রীর হাত ধরে শুভ উদ্বোধন হলো কৃষি জ্ঞানার্জন কেন্দ্রের। বৃহস্পতিবার জোলাইবাড়ী কৃষি দপ্তরের সেক্টর অফিসে এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে জোলাইবাড়ী কৃষি জ্ঞানার্জন কেন্দ্রের নবনির্মিত পাকা ভবনের শুভ উদ্বোধন করাহয়। প্রদীপ প্রজ্বলন, ফিতাকেটে ফলক উন্মোচনের মধ্যদিয়ে নব নির্মত ভবনের শুভ উদ্বোধনকরলেন ত্রিপুরার কৃষি পরিবহন ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়।

উদ্বোধকের পাশাপাশি আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাব্রুম বিধানসভার বিধায়ক শঙ্কর রায়, কৃষি দপ্তরের ডাইরেক্টর সরদিন্দু দাস, বগাফা কৃষি দপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস, জোলাইবাড়ী ব্লকের এগ্রিস্টেন্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান বিকাশ বৈদ্য, জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রবি নমঃ, ভাইস চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, বি এস সি চেয়ারম্যান অশোক মগ সহ অন্যান্য অতিথীবৃন্দরা। জানাযায় রাজ্যসরকার কৃষদের সুবিধার্থে ৫৮ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা ব্যায়করে এই ভবনটি নির্মানকরাহয়েছে। আজকের উদ্বোধনঅনুষ্ঠানশেষে এলাকার কৃষক ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে এক আলোচনাসভায় বসলেন কৃষিমন্ত্রী। আলোচনা সভার মাধ্যমে কৃষকরা তাদের অসুবিধার কথা মন্ত্রীর সামনে তুলেধরেন ও মন্ত্রী দ্রুততার সহিত কৃষকদের পরিষেবা প্রদানে সকল অসুবিধার সমাধান করার চেষ্টা করাহবেবলে জানান।

অনুষ্ঠান শেষে সংবাদমাধ্যমের সন্মুখিনহয়ে কৃষিমন্ত্রী জানান রাজ্যসরকার কৃষকদের আয় দ্বীগুন করার লক্ষ্যে কাজকরেযাচ্ছে। বিগতদিনে বিভন্নপ্রকার সুযোগ সুবিধার জন্য এবং কাজের জন্য কৃষকদের দপ্তরে এসে ঘুরতেহতো। বর্তমানে রাজ্যসরকার কৃষকদের সকল সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দিচ্ছে। এতেকরে কৃষকদের অযথা সময় নষ্টকরতে হচ্ছেনা। তিনি জানান এই কৃষি জ্ঞানার্জন কেন্দ্র নির্মান হোওয়াতে এলাকার কৃষকরা খোবই উপকৃত হবে। কৃষি দপ্তর কতৃক আয়োজিত আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত লোকজনদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্যকরাযায়।

অগ্নিকান্ড থেকে অল্পতে রক্ষা পেল বসতঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৭ ফেব্রুয়ারী।। বড়সড় অগ্নিকান্ডের হাত থেকে রক্ষা পেল বসতবাড়ি। ঘটনা বৃহস্পতিবার বিকেলে দক্ষিণ জেলা বিলোনিয়া শহরতলীর বল্লামুখা উত্তর ভারতের রাস্তার মাথায়।

এলাকার বাসিন্দা হরিপদ দাসের বাড়িতে ধান সেদ্ধ করার সময় অসাবধানতার কারনে খড়ের গাঁদায় আগুন লাগে এবং আগুন ছড়িয়ে পড়তেই এলাকাবাসীসহ প্রত্যক্ষদর্শীরা আগুন নেভানোর জন্য তৎপরতা শুরু করে। সাথে সাথে খবর দেওয়া হয় বিলোনিয়া অগ্নিনির্বাপক বাহিনীকে, ঘটনাস্থলে ছুটে যায় অগ্নিনির্বাপক বাহিনী। এলাকাবাসীর ঐকান্তিক সহযোগিতার ফলে অগ্নিনির্বাপক বাহিনীরা একযোগে আগুন আয়ত্তে নিয়ে আসে,এর ফলে স্বস্তি ফিরে আসে আতঙ্কগ্রস্থ এলাকাবাসীদের মনে। সার্বিক সহযোগিতার ফলে বড় সড় অগ্নিকান্ডের হাত থেকে রক্ষা পায় হরিপদ দাসের বসতবাড়ী।

গোশালা আশ্রমে শিবচতুর্দশী মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ ফেব্রুয়ারী।। বিশালগড় উত্তমভক্ত চৌমুহনীস্থিত চারদাম গোশালা আশ্রমে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে আশ্রমের মহারাজ যোগী রোটাস নাথ। বৃহস্পতিবার দুপুরে এই সম্মেলনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু ছিল আগামী ১ লা ও ২ রা মার্চ শিবরাত্রি উপলক্ষে দুইদিন ব্যাপি শিবচতুর্দশী মেলার আয়োজন করা হয়েছে প্রতিবছরের ন্যায়। মেলায় বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে থাকবে ভান্ডারি গান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ মহাপ্রসাদ বিতরন চলবে ভক্তদের মধ্যে। তাই গোশালা আশ্রমের মহারাজ যোগী রোটাস নাথ এও জানান সকল অংশের মানুষের কাছে যেন মেলার আয়োজনকে সম্পন্ন করতে তাছাড়া পুলিশ এবং ট্রাফিক পুলিশ এর কাছেও সহযোগিতা চেয়েছেন।

ভারতে ১৭৪-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন বুধে টিকা পেলেন ৩৪-লক্ষাধিক প্রাপক

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভারতে ১৭৪-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৩৪ লক্ষ ৭৫ হাজার ৯৫১ জন প্রাপক। ফলে ভারতে ১৭৪.২৪-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,৭৪,২৪,৩৬,২৮৮ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে।

ভারতে কোভিড-পরীক্ষাও চলছে দ্রুততার সঙ্গে, বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত ৭৫.৫৫-কোটির ঊর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৬ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১১,৭৯,৭০৫ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৭৫,৫৫,৩২,৪৬০-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১১,৭৯,৭০৫ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩০ হাজার ৭৫৭ জন।

বিজেপির জাতীয়তাবাদ ব্রিটিশদের ডিভাইড অ্যান্ড রুল নীতির উপর ভিত্তিশীল : মনমোহন সিং

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও প্রবীণ কংগ্রেস নেতা মনমোহন সিং। বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগে বৃহস্পতিবার মনমোহন সিং বলেছেন, বিজেপির জাতীয়তাবাদ ব্রিটিশদের ডিভাইড অ্যান্ড রুল নীতির উপর ভিত্তিশীল। একইসঙ্গে বিজেপি নেতৃত্বকে খোঁচা দিয়ে মনমোহন সিং বলেছেন, 'রাজনীতিকদের আলিঙ্গন করে অথবা নিমন্ত্রণ ছাড়াই বিরিয়ানি খেতে গেলে সম্পর্কের উন্নতি হয় না।' সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুর্বল করে দেওয়া হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেছেন মনমোহন সিং।

এদিন ভার্চুয়ালি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেছেন, 'তাঁদের (বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার) অর্থনৈতিক নীতি সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই। বিষয়টি শুধুমাত্র দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই সরকার বিদেশনীতিতেও ব্যর্থ হয়েছে। চিন আমাদের সীমান্তে বসে আছে।' মনমোহন সিং আরও বলেছেন, 'দেশবাসী আমাদের (কংগ্রেস) ভালো কাজ মনে রাখছেন। তাঁরা (বিজেপি) প্রধানমন্ত্রী মোদীর নিরাপত্তা ইস্যুতে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী এবং সেই রাজ্যের জনগণকে অসম্মান করার চেষ্টা করেছিল। ধনী মানুষেরা আরও ধনী হচ্ছেন, অথচ দরিদ্ররা আরও গরিব হচ্ছেন।'

কেজরির বিরুদ্ধে টাকা নিয়ে টিকিট বিলির প্রমাণ দেবেন প্রাক্তন আপ নেতা

চণ্ডীগড়, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : পঞ্জাবে ঠিক ভোটের মুখেই বিপাকে আম আদমি পার্টি। দলের প্রধান তথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে টাকা নিয়ে টিকিট বিলির বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন দলেরই এক প্রাক্তন নেতা। অভিযোগের স্বপক্ষে প্রমাণ দেওয়ার জন্য ওই আপ নেতা বৃহস্পতিবার দুপুরে চণ্ডীগড় প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনও ডেকেছেন। ওই অভিযোগ ঘিরে আম আদমি পার্টির অন্দরে তোলপাড় শুরু হয়েছে। যদিও কেজরিওয়াল বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। আর মাত্র দু'দিন বাদেই পঞ্জাবে বিধানসভা ভোট। পঞ্জাবের ভোটে বিজেপি নেতারা কংগ্রেস এবং আপকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাহুল গান্ধী এবং অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে বিঁধতে ছাড়ছেন না। বিভিন্ন প্রাক নির্বাচনী সমীক্ষায় এবার আপকে পঞ্জাবে এগিয়ে রাখা হয়েছে। এই আবহে আপের অভ্যন্তরীণ কোন্দলকে কাজে লাগানোর সুযোগ ছাড়তে নারাজ বিজেপি এবং অন্য রাজনৈতিক দল। আপের ওই প্রাক্তন জেলা সভাপতি কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে কী তথ্য প্রমাণ হাজির করেন, তা জানার জন্য উৎসুক হয়ে রয়েছে রাজনৈতিক মহল।

কল্যাণপুরে বিজেপির তিন দিনের প্রশিক্ষণ শিবিরের সূচনা করলেন প্রদেশ সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৭ ফেব্রুয়ারী।। কল্যাণপুরে বিজেপি দলের তিন দিনের জেলা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হলো।বৃহস্পতিবার থেকে কল্যাণপুর লোটাস কমিউনিটি হলে শুরু হলো বিজেপির তিন দিন ব্যাপি খোয়াই জেলা কমিটির রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ শিবির। দলীয় পতাকা ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি ডক্টর মানিক সাহা।

ফুল মালা দিয়ে বিজেপির যারা আদর্শ তাদের প্রতিকৃতিতেও শ্রদ্ধা জানানো হয় শুরুতেই। এরপর মঞ্চে বিজেপি খোয়াই জেলা কমিটির সভাপতি বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী কে সভাপতি করে শুরু হয় প্রশিক্ষণ শিবিরের কাজ। মঞ্চে বিধায়ক ও রাজ্য সভাপতি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলা প্রভারী অমিত রক্ষিত এবং জেলা পরিষদ এর সহ সভাধিপতি হরি শংকর পাল প্রমুখ। এই রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ শিবির চলবে ১৯ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত থেকে বিজেপি রাজ্য সভাপতি ডক্টর মানিক সাহা বলেন তারা প্রতি বছরই রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করে থাকেন। মন্ডল কমিটি, জেলা কমিটি এবং রাজ্য কমিটি স্তরে এই প্রশিক্ষণ শিবির হয়। এবার কোরোনার কারণে মন্ডল ভিত্তিক প্রশিক্ষণ শিবির শেষ হলেও পিছিয়ে যায় জেলা কমিটি পর্যায়ের প্রশিক্ষণ শিবির। বৃহস্পতিবার থেকে কল্যাণপুরে এই প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হওয়ায় তিনি সন্তোষ ব্যক্ত করেন। মানিক সাহা বলেন মোট পনেরো টি বিষয়ে জেলা স্তরের কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। যারা প্রশিক্ষণ দেবেন তারাও দিল্লী থেকে ভার্চুয়ালি প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। রাজ্য সভাপতি বলেন এই প্রশিক্ষণ শিবির ইন হাউস প্রশিক্ষণ শিবির। এই শিবিরে মোট ১১২ জনের মতো প্রশিক্ষণ নিতে আসা কর্মীদের শিবিরে থেকে তিন দিন প্রশিক্ষণ নিতে হবে। কেউ বাড়িতে যেতে পারবেন এমন নয়।

টেট উত্তীর্ণ চাকরী প্রত্যাশীদের একটি সংগঠনের নেতৃত্বরা বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।